চেনা ছকে অচেনা কথা–২

(পশ্চিমবঙ্গের চালু পাঠক্রম অনুসারে পাঠভিত্তিক প্রাসঙ্গিক শিক্ষার দিশা-পুস্তিকা)

(শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য)

AHEAD Initiatives

(অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌-এর একটি বিশেষ উদ্যোগ)

চেনা ছকে অচেনা কথা-২

(পশ্চিমবঙ্গের চালু পাঠক্রম অনুসারে পাঠভিত্তিক প্রাসঙ্গিক শিক্ষার দিশা-পুস্তিকা)

(শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য)

(২)

(তৃতীয় শ্রেণির জন্য)

AHEAD Initiatives

(অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌-এর একটি বিশেষ উদ্যোগ)

চেনা ছকে অচেনা কথা

(Chena Chake Ochena katha)

ভাবনা ও পরিকল্পনায়ঃ
দিব্যগোপাল ঘটক
প্রাক্তন উপ-অধিকর্তা শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বাস্তব রূপদানেঃ

শ্রীমতি স্বপ্না দাশ
সৃজনমূলক কৃত্যালি বিশেষজ্ঞ

শ্রীমতি সুদেষ্ণা মৈত্র
বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক

শ্রীমতি সুস্মিতা ঘটক
শিশুশিক্ষা বিশেষজ্ঞ

শ্রী দেবাশিস মণ্ডল
প্রধান শিক্ষক ও আই সি টি পরামর্শদাতা

শ্রীমতি দেবাহুতি মুখোপাধ্যায়
অক্ষর বিন্যাস

অদ্রীশ দাশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

প্রকাশকঃ

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌
৩২/৬, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১
ফোনঃ ০৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯

ইমেলঃ ahead@aheadinitiatives.in

প্রকাশ কালঃ ২০২০

প্রাসঙ্গিক কথা

শিক্ষা একটি চলমান প্রক্রিয়া। শিক্ষা কোনও 'ইভেন্ট' নয়। সমাজ-সংস্কৃতি এবং জীবনযাপনের অঙ্গ। শিক্ষা কেবল বই পড়া, মুখস্ত করা আর পরীক্ষার দেওয়ার মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। তা আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে বিদ্যালয় শিক্ষাকে জীবনমুখী করার একটা প্রচেষ্টা চলছে। সরকার এবিষয়ে যথেষ্ট সজাগ। ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের আবাসভূমির সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের একটা সংমিশ্রণ ঘটানোর প্রয়াস দেখা যাচ্ছে সর্বস্তরে। যদি আমরা ২০০৫ সালের 'জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা'য় আলোকপাত করি তাহলে দেখব, সেখানে বলা হয়েছে শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক পড়াশোনাই শিক্ষকের একমাত্র হাতিয়ার নয়। পাশাপাশি শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা ও মানসিক আকাঙ্ক্ষা পূরণেও সহায়তা করতে হবে। শিশুদের জ্ঞানের মধ্যে স্থানীয় জ্ঞান ও পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের একটা সংযোগ ঘটাতে হবে, যাতে শিশুরা তার চারপাশের পৃথিবীর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে একাত্ম হতে পারে। শিশুর পরিবার, গোষ্ঠী, ভাষা এবং সংস্কৃতি যে প্রকৃত মূল্যবান সম্পদ তা তাদের অনুভাব করানো প্রয়োজন।

শিশুদের শিক্ষা বিদ্যালয়ের ভেতর এবং বিদ্যালয়ের বাইরে উভয়ক্ষেত্রেই ঘটে। সেই ভাবনাকে মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদিত তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যবই 'পাতাবাহার' ও 'আমাদের পরিবেশ'-এর ভিত্তিতে কিছু বাছাই করা কৃত্যালি নিয়ে আমরা রচনা করেছি 'পাঠভিত্তিক প্রাসঙ্গিক শিক্ষার দিশা-পুস্তিকা' নামে একটি পৃথক গাইডবুক, যেটি শিক্ষার্থীদের নিজেদের স্থানীয় এলাকার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটাতে অনুঘটকের কাজ করবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকারা যেরকম ভাবে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করান সেটা করাবেন। তার পাশাপাশি এই কৃত্যালিগুলি সম্পাদন করলে শিশুরা একদিকে যেমন আনন্দ পাবে তেমনই অন্যদিকে হাতে-কলমে কাজ করতে করতে দক্ষতা ও জ্ঞান উভয়ই বাড়াতে পারবে। পাঠগুলির অভ্যন্তরে নিহিত শিশুর সামর্থ্য ও মূল্যবোধের ধারণা বৃদ্ধি করতে যেহেতু সংশ্লিষ্ট কৃত্যালিগুলি নির্মাণ করা হয়েছে, তাই এই উদ্যোগের সঙ্গে সরকারি পাঠক্রম, শিক্ষাদর্শন, শিশুর মনস্তত্ব ও সমাজতত্ত্বের বিশিষ্ট ভাবনাগুলিকে যুক্ত করা হয়েছে। সেগুলিকেই শিক্ষকদের কাছে স্পষ্টভাবে এই দিশা-পুস্তিকায় তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি শিশুদের মধ্যে একসঙ্গে কাজ করার মানসিকতাও তৈরি হবে, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে মূল্যবোধের ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করে তুলবে।

পশ্চিমবঙ্গের চালু পাঠ্যক্রম অনুসারে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার এই দিশা-পুস্তিকাটি 'চেনা ছকে অচেনা কথা'-২ নামে এই বইটি আলাদাভাবে রচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর যদি তাদের সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে কৃত্যালিগুলি অনুশীলনের জন্য এই পুস্তিকাটিকে অনুমোদন দেন তাহলে গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা তাদের সংশ্লিস্ট আবাস-উপযোগী স্থানীয় ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার নানান রসদ খুঁজে পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সেক্ষেত্রে তাদের জীবনে শিক্ষা কার্যকরীভাবে হয়ে উঠবে প্রাসঙ্গিক। এই দিশা-পুস্তিকাগুলি রূপদান করার জন্য যাঁর বহুমুখী অবদান কখনই ভোলার নয়, তিনি শ্রী দিব্যগোপাল ঘটক মহাশয় (প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর, বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)। তাঁর নিবিড় প্রচেষ্টা ছাড়া এই বইটি আমরা কখনই প্রকাশ করতে পারতাম না। এই বইটির সৃজনে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তারা হলেন শ্রীমতী স্বপ্না দাশ, সুদেষ্ণা মৈত্র, সুস্মিতা ঘটক, দেবাশিস মণ্ডল, দেবাহুতি মুখোপাধ্যায়, অদ্রীশ দাস ও অমিত দাস। তাঁদের অকুণ্ঠ সহায়তা ছাড়া এই অসম্ভব কাজকে কখনই সুচারুভাবে সম্ভব করা যেত না। 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর বাকি সকল সাথীদের সুপরামর্শ ছাড়া এই বইটি সমৃদ্ধ হতে পারত না। সেকারণে তাদের কাছেও আমরা ঋণী। আমরা মনে করি এই দিশা-পুস্তিকাটা তখনই সার্থক হবে যখন মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিশুদের নিয়ে সংশ্লিষ্ট কৃত্যালিগুলি শ্রেণিকক্ষের ভেতরে এবং বাইরে অনুশীলন করাবেন। আর তাহলেই শিক্ষা হয়ে উঠবে প্রকৃত অর্থে জীবনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, আমরাও সেই অনাগত দিনের অপেক্ষায় রইলাম।

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্

কলকাতা

সূচিপত্র

ক. পাঠ্যবইঃ পাতাবাহার

১। সত্যি সোনা ৫

২। নিজের হাতে নিজের কাজ ১৩

৩। ফুল ২৩

৪। সোনা ৩৪

৫। ঢেউয়ের তালে তালে ৪৫

৬। জুঁই ফুলের রুমাল ৫১

৭। আরাম ৫৭

৮। মন কেমনের গল্প ৬৫

৯। কে ছিলেন ঈশপ ৭২

খ. পাঠবইঃ আমাদের পরিবেশ

১। খাদ্য ৭৮

২। সম্পদ ৮৫

গ. পরিশিষ্ট (১) পাঠ ভিত্তিক কৃত্যালি সমূহ, পাঠ্য পুস্তক

পাতাবাহার ৯৪

আমাদের পরিবেশ ৯৮

ঘ. পরিশিষ্ট (২) পাঠ ভিত্তিক শব্দ ও শব্দগুচ্ছের তালিকা

পাতাবাহার ৯৯

আমাদের পরিবেশ ১০৩

ঙ. পরিশিষ্ট (৩)ঃ পাঠ ভিত্তিক মূল্যবোধ ও সামর্থ্যের বিকাশ

পাতাবাহার ১০৫

আমাদের পরিবেশ ১০৭

পাঠ্যবইঃ পাতাবাহার

(১)

সত্যি সোনা

কঠোর পরিশ্রম আর বুদ্ধি যে মানুষকে বড় হতে শক্তি যোগায় – তা নিয়েই এই গল্প।

এই গল্পে তিনটি উপভাবমূল বাছাই করা হয়েছে।

ক) চাষ-আবাদ, ঋতু ভিত্তিক চাষ, ঋতুভিত্তিক ফসল, চাষের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, বীজ সংরক্ষণ, বীজ সংগ্রহের নানান খবর, চাষের পারিশ্রমিক, টাকা ও আনার ধারণা এবং চাষে জমির পরিমাপ সম্পর্কিত ধারণা।
খ) পরিবারের মধ্যে প্রাত্যহিক কাজের বিভাগ, পরিবারে নারীদের কাজ, মর্যাদা ও স্থান- এ বিষয়ে ধারণা
গ) সাফল্যের ক্ষেত্রে পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই।

উপভাবমূলঃ চাষ-আবাদ, ঋতু ভিত্তিক চাষ, ঋতুভিত্তিক ফসল, চাষের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, বীজ সংরক্ষণ, বীজ সংগ্রহের নানান খবর, চাষের পারিশ্রমিক, টাকা ও আনার ধারণা এবং চাষে জমির পরিমাপ সম্পর্কিত ধারণা।

কৃত্যালি নং- ১

শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল।

শব্দজালঃ-

জায়গা, বিঘে, মজুর, রোজগার, পোঁতা, খোঁড়াখুঁড়ি পাকা ধানের রাশি, সুন্দর ফসল, বিক্রি, বৃষ্টি, চাষা আবাদ, কঠোর পরিশ্রম, হাট-বাজার, জিনিসপত্র, মশলাপাতি, কেনাবেচা, ক্রয়-বিক্রয়, বলদ, হাল, ট্রাক্টর, কোদাল, নিড়ানি, মাচা, মরশুম, আমন, আউশ, রবি, বোরো, বীজ সংরক্ষণ ও বীজ সংগ্রহ, সারি সারি।

- কৃত্যালি নং- ১/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় প্রাপ্ত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজ পাঠ

রশিদ মিয়া চাষ আবাদ করেন। এর থেকেই তার রোজগার। বিঘে দুই জমি আছে, তার জমির এক কোণে তিনি বীজ ফেলেন। বর্ষা আসে ওখানে চারা জন্মায়, সারা মাঠে হাল দেন, মই দিয়ে মাটি সরল করেন, তার পর চারা বোনেন, সারি সারি চারা, সবুজ ধানের চারা। একদিনে অনেক মজুর লাগান। এক দিনে বোনার কাজ শেষ করতে হবে। ধীরে ধীরে চারা বড় হয়, শরতের মরসুমে ধানের শীষে দুধ আসে। দানা গুলো শক্ত হয়ে ওঠে। হেমন্ত এলে ধানগাছ শুকাতে থাকে সারা মাঠ সোনালী দেখায় সোনার মতো। কিছুটা ভালো ফসল বীজের জন্য সংরক্ষণ করেন। বাকিটা অন্যদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। নানা জাতের ধান কোনটা লম্বা, কোনোটা বেঁটে। সবটাই আমন ধান। আমনের আগে আউশ চাষ করেন। আমনের শেষে রবিশস্য। কলাই, তিল, সরিষার বীজ ছড়ান মাঠে। শীতের শেষে মাঠ ফুলে রঙিন হয়ে ওঠে।

- কৃত্যালি নং- ১/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে “পঠন কার্ড” তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগন প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলবেন এবং শিশুরা নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দও লাভ করবে। এর জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ১/৪

শিক্ষক মশাইরা অনুরূপ সহজতর পাঠ তৈরি করবেন এবং শিশুদের স্বপঠনে উৎসাহিত করবেন। দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দ গুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠ

রশিদ মিঞা ধান চাষ করে। আমন আউস চাষ হয় তার জমিতে। দু'বিঘা জমি আছে তার। শরতে ধানের শীষে দুধ আসে। আমন রবিশস্য। শীতের শেষে আমন ধান মাঠে ভরে যায়।

- কৃত্যালি নং- ১/৫

এই ভাবে আরও কয়েকটি 'সহজতর পাঠ' তৈরি করতে হবে এবং বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

কৃত্যালি নং- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষিকা শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের চাষ আবাদ সম্পর্কে ধারণা তৈরির জন্য কৃষিজীবি অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলাবেন। প্রতিবেশীদের চাষের মাঠ পরিদর্শন করাবেন। এই পরিদর্শনের সময়ে ছাত্রছাত্রীরা চাষ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে নোট বুকে লিখবে এবং শ্রেণিকক্ষে এসে তারা শিক্ষক/শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে তাদের প্রাপ্ত ধারণা ও জ্ঞানের আদান-প্রদান করবে।

মূলতঃ- যে সমস্ত বিষয় তথ্য সংগ্রহ করবে-

- বিভিন্ন ধরনের চাষ
- চাষের সময়, ঋতু
- চাষের বীজ
- চাষের জল
- চাষে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি
- জমির মাটি কেমন
- জমির পরিমাপ, বিঘা কাঠা সম্পর্কে কি জানা যায়।
- ধান চাষের/রবিশস্য চাষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

কৃত্যালি নং- ৩

সৃজনমূলক কাজঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা এ বিষয়ে বিভিন্ন ছড়া বানাতে পারেন। একই ভাবে একাধিক বিষয় বস্তু নিয়ে শিশুদের সাহায্যে বিভিন্ন

ছড়া বানানো যেতে পারে। শিশুদের মধ্যে ছন্দবোধ রয়েছে। অনুপ্রাস তারা ভালবাসে। খাপছাড়া হলেও এই অনুপ্রাসের প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে মজা ও ছন্দবোধ তৈরি করতে হবে। অন্যদিকে যতটা সম্ভব চর্চিত শব্দকে ব্যবহার করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে।

চাষ আবাদ নিয়ে নানান রচনা করে তাতে সুর দেওয়া যেতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজের মতন সুর প্রয়োগ করে এই গান করতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হল,

চাষের গান

আলম চাচা লাঙল চষে
হাল বলদ কিনে
সেই জমিতে মজুর খাটে
আরও অনেক জনে
ধানের চারা রুইছে তারা
মই দেওয়াটি হলে
ডগমগে ধান উঠেছে বেড়ে
হাওয়ায় দুলে দুলে।।

এমনি করে শেষে হাল লাঙ্গল এর পরিবর্তে ট্রাক্টর টিলার ব্যবহার করায় অনেকে কিভাবে কাজ হারাচ্ছে তা উল্লেখ করতে পারেন।

- কৃত্যালি নং- ৩/১

শিক্ষক শিক্ষিকা এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ছড়া ছবি সহ গল্পের বই সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যকরী গ্রন্থাগার গড়ে তুলবেন এবং এই সমস্ত বই গুলিকে নিয়ে 'গল্প পাঠের আসর' অনুষ্ঠিত করবেন। আসর শেষে দল ভিত্তিক মতামত নেওয়া হবে।

কৃত্যালি নং- ৪

দৃশ্যশ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিশুদের পাঠে আগ্রহী করে তুলতে একটি অডিও ভিজুয়াল ক্লিপের সাহায্য নেবেন। যেখানে চাষবাসের নানা

কৌশল দেখানো হবে। অতীতে কিভাবে চাষ হতো এখনই বা কিভাবে হয় তার কিছু মজাদার মুহূর্ত তুলে ধরা হবে। নানা সময়ে নানা রকম মরসুমি ফসল ও তার চাষবাস দেখানো হবে। চাষবাসের ক্ষেত্রে কিংবা জীবনের নানা কাজে ছেলে ও মেয়েদের ভূমিকাকে তুলে ধরা হবে। লিঙ্গ বৈষম্যের প্রাথমিক ধারণা 'মিনার কার্টুন' এর মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা যেতে পারে।

উপভাবমূলঃ পরিবারের মধ্যে প্রাত্যহিক কাজের বিভাগ, পরিবারে নারীদের কাজ, মর্যাদা ও স্থান- এ বিষয়ে ধারণা

কৃত্যালি নং- ৫

এ বিষয়েও শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল-

শব্দ জালঃ

বউয়ের পরামর্শ, অলস স্বামী, অসুখ,গড়িমসি, চিরকাল, বুড়ো বাপ, বিশ্বাস, বিরক্তি, অস্থির, গর্ব, গর্বে বুক ভরে যায়, খাবার তৈরি করে, মিছিমিছি খাটানো, বোঝাপড়া, সহযোগিতা, কাজ ভাগাভাগি করে নেওয়া, অবহেলা।

- কৃত্যালি নং- ৫/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় প্রাপ্ত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাঁচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজ পাঠ

আমাদের পরিবার পাঁচজনের। বাবা, মা, ভাই, দিদা আর আমি। দিদা রোজ ভোরে শাঁক বাজায়, আমার ঘুম ভাঙ্গে। মা বলে ওঠো, ওঠো! উঠে দেখি মা রান্না চাপিয়েছে। বাবা আটটায় কারখানা যাবে। একটু পরেই ভোঁ বাজবে। বাবা উঠোন ঝাঁট দিয়ে স্নানে যায়। দিদা গোবর দিয়ে উঠোন নিকোয়, স্নান করে তুলসী তলায় জল দেয়, গুন গুন করে গান করে। বাবা সাইকেল নিয়ে কারখানা বেরোয়। মা আমায় নিয়ে পড়াতে বসে। আমি চিরকাল নিজের পড়া নিজেই করি। গড়িমসি করি না। না পারলে মায়ের কাছে পরামর্শ নিই। অসুখ করলে মা আমার কাছে থাকে। আমাদের মধ্যে বেশ বোঝাপড়া। সবাই সবাইকে সহযোগিতা করে ভাগাভাগি করে কাজ করে। তেমন কোনো ঝগড়াঝাটি নেই। আমাকে সবাই ভালোবাসে। মেয়ে বলে আমাকে অবহেলা করে না মাকেও না।

- কৃত্যালি নং- ৫/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে “পঠন কার্ড” তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ৫/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগন প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী বারে বারে উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলবেন এবং শিশুরা নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দও লাভ করবেন। এর জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ৫/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি 'সহজতর পাঠ' দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দ গুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠঃ

সকালে ভোঁ বাজে কারখানার। রিমি স্কুলের জন্য তৈরি হয়। দিদা জামা পরিয়ে দেন। মা তাড়াতাড়ি মুড়ি দুধ দেন খেতে।তারপর বাবার সাইকেলে চড়ে বসে।বাবা স্কুলে নামিয়ে কাজে যান।

- কৃত্যালি নং- ৫/৫

এই ভাবে আরও কয়েকটি 'সহজতর পাঠ' তৈরি করতে হবে এবং বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

কৃত্যালি নং- ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিশুরা তাদের নিজেদের পরিবারের সবাইকে নজর করবে এবং বাড়িতে কে কি কাজ করে তার একটা চার্ট তৈরি করবে। এই চার্ট টি নিয়ে শিক্ষক আলোচনা করবেন।

কৃত্যালি নং- ৭

সৃজনমূলক কাজঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা বিভিন্ন ছড়া তৈরি করে তাতে সুর দিয়ে সমবেত গান গাইতে পারেন।

ছড়া

নারী আর পুরুষ
নাকি সমান সমান--
ছেলের বেলায় শুধু শঙ্খ আজান।
মেয়ে জন্মালে কেউ হয়না তো খুশী।
পেটে ধ'রে মা যেন
বনে যায় দোষী।

- কৃত্যালি নং- ৭/১

শিক্ষক শিক্ষিকা এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ছড়া ছবি সহ গল্পের বই সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যকরী গ্রন্থাগার গড়ে তুলবেন এবং এই সমস্ত বই গুলিকে নিয়ে গল্প পাঠের আসর অনুষ্ঠিত করবেন। আসর শেষে দল ভিত্তিক মতামত নেওয়া হবে।

কৃত্যালি নং- ৮

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধরনের কাজ করেন। তাই আমরা সুন্দর ভাবে বাঁচি। পরিবারের নানা মানুষের নানা কাজের ছবি দেখিয়ে শিক্ষক শিশুদের মধ্যে সমানুভূতির বোধ তৈরি করবেন এবং কাজের ধারার সাথে তারা যাতে একাত্ম হয় সে বিষয়ে আলোচনা করবেন। কাজের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের নানা দিক তুলে ধরে তা দূর করার জন্যে “মীনার কার্টুনটি” দেখাবেন।

উপভাবমূল - সাফল্যের ক্ষেত্রে পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই।

কৃত্যালি নং- ৯

এ বিষয়েও শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে

সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল-

শব্দ জালঃ

পুরস্কার পাওয়া, বুদ্ধি খাটানো, ষোলো আনা, সফলতা, আলসেমি না করা, বৃথা চেষ্টা নয়, মরিয়া হয়ে কাজ, হতাশা ত্যাগ করা, সাফল্যের জন্যে চেষ্টা, ক্রমাগত কাজ করে যাওয়া, লক্ষ্যে পৌঁছানো।

- কৃত্যালি নং- ৯/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় প্রাপ্ত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ----

সহজ পাঠ

অঙ্ক পারেনা রাজু। ইতিহাসের তারিখ মনে রাখতে পারে না। খেলায় ভাল। কিন্তু পরীক্ষায় সব বিষয়ে পাশ করতে হবে। তবেই ফুটবল টুর্নামেন্টে সুযোগ হবে। পর পর দু'বার পাশ নম্বর ছিল না অঙ্কে আর ইতিহাসে। হেড স্যার নোটিশে লিখে দিয়েছেন প্রতিটি বিষয় পাশ করতেই হবে। তবেই খেলার প্রতিযোগিতায় নাম দিতে পারবে। দিদিমনী বলেছে- তুই নিজে প্রশ্ন তৈরি করবি, ঘড়ি ধরে উত্তর লিখবি। আজ থেকে। সেটি পরের দিনও করবি। সকাল বিকাল দশটা করে অঙ্ক করবি। পরের দশদিন পর থেকে দিনে পনেরোটা অঙ্ক। রাজু সেই ভাবে লিখে লিখে পড়তে আর অঙ্ক করতে শুরু করল। তাতে ভালো ফল পেল।

- কৃত্যালি নং- ৯/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে “পঠন কার্ড” তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ৯/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগন প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলবেন এবং নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দও লাভ করবে। এর জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি নং- ৯/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি 'সহজতর পাঠ' দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দ গুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ

ফতেমার অঙ্কে ভয়। বকা খায় খুব। মনখারাপ করে বসে থাকে। আব্বু মাথায় হাত রাখেন। বললেন, ভয় পেওনা। ফতেমা শুরু করল। ফল পেল বেশ।

- কৃত্যালি নং- ১/৫

এই ভাবে আরও কয়েকটি 'সহজতর পাঠ' তৈরি করতে হবে এবং বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

কৃত্যালি নং- ১০

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক মহাশয় শিশুদের সাথে নিয়ে শ্রমজীবি মানুষের কাহিনী সংগ্রহ করবে। কি ভাবে পরিশ্রম করে তারা জীবনে বড় হওয়ার চেষ্টা করছে তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে আলোচনা করবে। সমাজের বয়স্ক মানুষদের অভিজ্ঞতা শুনে তারা একটি ছোট বিবরণ তৈরি করবে। এ ব্যাপারে দলগত আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসবে।

কৃত্যালি নং- ১১

সৃজনমূলক কৃত্যালিঃ

এ নিয়ে শিক্ষকেরা ছোট নাটিকারও ব্যবস্থা করতে পারেন। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

নাটকঃ নতুন আলো

[নাটকটির প্রেক্ষাপট হল এমন একটি শিক্ষাকেন্দ্র যেখানে অরূপ বাবু দুস্থ আদিবাসীদের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। কয়েক বছর আগেও ওখানে কিছুই ছিল না। অরূপবাবুদের একটা পোড়ো জমিতে পুরানো ভাঙা মন্দির ছিল এবং ছিল মস্ত বড় একটা ডাঙা। দেবী ডাঙা নামে ডাকত সবাই। ঐ ডাঙাতেই দেবী বিপত্তারিণীর নামে একটা মিশন খুলেছেন অরূপবাবু। শুরুতে গোটা কতক দুস্থ আদিবাসী শিশু থাকার ব্যবস্থা করে তিনি নিজেই পড়াতেন। ছোট্ট রান্না ঘরে বারো জনের রান্না হত। অরূপবাবু এ গ্রাম ও গ্রাম ঘুরে চেয়ে নিয়ে আসতেন চাল, ডাল, আলু, কুমড়ো, মাসকলাই তাই নিয়ে তাদের খাবার সংস্থান হত। সেই মিশন গত দশ বছরে ফুলে ফলে ভরে উঠেছে- একটা প্রাথমিক, একটা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটা বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র, গ্রামীন নাচ, গান,নাটক, সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র, ইংরাজি ও কম্পুটার শেখার কেন্দ্র। সুন্দর ফুল লাগানো রাস্তা। দু তিনটি সাজানো বড় বাড়ি তৈরি হয়েছে। কয়েকজন ছেলে এখান থেকে পাশ করে বেরিয়ে ভালো ভাবে কাজ করছে। তাঁরা একদিন সবাই এসেছে। অরূপবাবু তাদের কাছে জানতে চাইছেন তাদের সাফল্যের কথা। এই কথোপকথনই নাটকের বিষয় বস্তু।]

চরিত্রঃ- অরূপবাবু, ১ম ছাত্র, ২য় ছাত্র, ৩য় ছাত্র, ৪র্থ ছাত্র এবং হরিদা।

অরূপ বাবুঃ- এসো, এসো। বস তোমরা। কতদিন পর এখানে এলে। কেমন দেখছ সব?

১ম ছাত্রঃ- স্যার, এই ক বছরে তো আমাদের এই প্রতিষ্ঠান তো দারুন দেখতে হয়ে গেছে।

২য় ছাত্রঃ- কত যত্ন নিয়ে স্যার আপনি আমাদের পড়াতেন। কত কিছু শিখেছি আপনার কাছে।

৩য় ছাত্রঃ- কখন ক্লান্ত হতে দেখিনি আপনাকে স্যার।

অরূপবাবুঃ- দেখো পরিশ্রম তো করতেই হবে। না করলে যে টুকু দেখছ তা কি হতো?

৪র্থ ছাত্রঃ- আপনি একা পরিশ্রম করলে তো এটা হত না।

অরূপবাবুঃ- না, তা হত না। এই যে দেখ হরি দাকে। কি যত্ন নিয়ে তিনি তোমাদের সমস্যা সব মিটিয়ে দিতেন। তোমাদের কাগজ, কাঁচি লাগবে, পেন পেন্সিল লাগবে, বলো হরিদাকে। ব্যাস সাবধান হয়ে গেল।

৫ম ছাত্রঃ- তা ঠিক স্যার। তবু আপনার কাছে শুনতে চাই কেমন করে এটা গড়ে উঠল। এটা শুনলে আমাদের শিক্ষা হবে।

অরূপবাবুঃ- ঠিক আছে। বলছি। আগে চা খাও। হরিদা, ওদের চা দাও।

হরিদাঃ- হ্যাঁ, এই তো চা। আমি নিয়েই এসেছি।

অরূপ বাবুঃ- এই দেখো কি ভাবে হরি দা সার্ভিস দেয়। সবার জন্যে।

১ম ছাত্রঃ- তোমরা তো আমার প্রথম ব্যাচের ছেলে। সবই দেখেছ। সে সময় তোমাদের জনা বারো ছেলেদের জন্য বিছানা বালিশ কম্বল আর একটা টালির চালের লম্বা বাড়ি ছাড়া কিছুই ছিল না।

২য় ছাত্রঃ- হ্যাঁ, স্যার। পাশেই ছোট রান্না ঘর। টুনিদি রান্না করত।

৩য় ছাত্রঃ- আর আপনি নিজে বাড়ি ফিরে না গিয়ে আমাদের সাথে থাকতেন।

৪র্থ ছাত্রঃ- ঠিক ভোর পাঁচটায় তুলে দিতেন। শুরু হত প্রেয়ার। তারপর একটু কিছু খেয়ে বসে যেতেন পড়াতে।

৫ম ছাত্রঃ- একটানা পাঁচ ঘণ্টা। কি করে করতেন স্যার?

অরূপবাবুঃ- আমি তো তোমাদের কাজ দিতাম শুধু। তোমরাই করতে আর আমাকে দেখাতে। তাতে আমার কষ্ট হত না। তারপর দুপুরে যখন তোমরা খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম নিতে, তখন আমি চলে যেতাম এলাকার বিশিষ্ট ধনী মানুষদের কাছে। তোমাদের জন্যে চাল ডাল, আলু এ সবের ব্যবস্থা করতাম। তোমরাও দেখেছ যে তারা তোমাদের দেখতে আসতেন। বিস্কুট, চকলেট নিয়ে।

২য় ছাত্রঃ- হ্যাঁ, স্যার, বিকেলে আবার আমাদের সাথে কত রকমের খেলা খেলত। খুব আনন্দ হত।

৩য় ছাত্রঃ- সন্ধ্যে হলে প্রেয়ার করে রাত দশটা পর্যন্ত পড়াশুনা করাতেন। আমরা কেউ ঘুমিয়ে পড়তাম না। মন দিয়ে পড়তাম।

অরূপ বাবুঃ- এই ভাবে সবার দৃষ্টি পড়ল আমাদের প্রতিষ্ঠানের ওপর। ছাত্র বাড়তে লাগল। এখন হল ৩০০ ছাত্র। সরকার আমাদের স্কুলটাকে অনুমোদন দিলেন। সরকারী অফিসে ঘুরে ঘুরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার কেন্দ্রও তৈরি করে ফেললাম।

৫ম ছাত্রঃ- তারপর তো দেখছি ইংরাজি শিক্ষা, কম্পুটার শিক্ষার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। আমাদের স্কুলটা জুনিয়ার হাইস্কুলে পরিণত হয়েছে।

(এই ভাবে কথোপকথন চলবে। ছাত্রছাত্রীরাই রাস্তা তৈরি করেছে, ফুল গাছ লাগিয়েছে। রান্নাঘরের পাশে একটা সবজি বাগান, ধূমহীন চুল্লা তৈরি করেছে। অরূপ বাবু তাদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে যান। গ্রামের যা কিছু ভালো তাদের দেখাবার চেষ্টা করে। পরিবেশ খাদ্য রীতি, হিন্দু মুসলমান সহাবস্থান নিয়ে ধারণা পরিষ্কার করে দেন শেষে ছাত্ররা একযোগে বলবে---------)

সবাইঃ- স্যার আমরা সবাই আপনার সঙ্গে আছি। আমরা কথা দিচ্ছি আমাদের আয়ের ১০ ভাগ প্রতি মাসে আপনার কাজে আমরা ব্যয় করব।

অরূপবাবুঃ- তোমরা সবাই ভালো থাকো, সুন্দর থাকো।

- কৃত্যালি নং- ১১/১

শিক্ষক শিক্ষিকা এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ছড়া ছবি সহ গল্পের বই সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যকরী গ্রন্থাগার গড়ে তুলবেন এবং এই সমস্ত বই গুলিকে নিয়ে গল্প পাঠের আসর অনুষ্ঠিত করবেন। আসর শেষে দল ভিত্তিক মতামত নেওয়া হবে।

কৃত্যালি নং- ১২

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিশুদের পাঠে আগ্রহী করে তুলতে একটি অডিও ভিজুয়াল ক্লিপের সাহায্য নেবেন।

কঠোর পরিশ্রমই যে একমাত্র বিকল্প তা আরও একটি অডিও ভিজুয়াল ক্লিপের সাহায্য তুলে ধরবেন। শিক্ষক সমগ্র শিখন প্রক্রিয়া কে আনন্দদায়ক করে শিশুদের মতামত প্রদানের জন্য সুযোগ তৈরি করে দেবেন তবে সমগ্র শিক্ষন

শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নতুন শব্দ গুলি বারেবারে তুলে ধরে ওদের কথার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন যাতে ধারনাগুলির সাথে ঐ শব্দগুলি মিশে যায় সহজে।

মূল পাঠ্যাংশের কাজঃ

কৃত্যালি নং- ১৩

শিক্ষক মশাই পাঠ্যবই এর শব্দ ও শব্দ গুচ্ছ গুলির তালিকা তৈরি করে শিশুদের স্বপঠনে উৎসাহিত করবেন।

শব্দজালঃ

অসুখ, বুড়ো বাপ, ভারী অসুখ, কঠিন অসুখ, আলসেমি, জায়গা, বিঘে, থলি, দুজন মজুর, বড় লোভ, কপাল, দরকার, রোজগার, চিরকাল, চিরদিনের, গড়িমসি, মিছিমিছি, ভারী অসুখ, পাঁচ, খোঁড়াখুড়ি, পোঁতা, খুঁড়ে, খোঁজা, পোঁতা, বাঁচার, পাকা ধানের রাশি, সুন্দর ফসল, পুরস্কার, স্বামী, বিক্রি, প্রথম, বৃষ্টি, বুদ্ধি, বিশ্বাস, পর্যন্ত, সন্ধ্যে, চেষ্টা, পরামর্শ, বিরক্তি, অস্থির, গর্ব, হাট, বাজার, সপ্তাহে দু'বার, দেওয়া নেওয়া, লেন দেন, মশলাপাতি, জিনিস পত্র।

- কৃত্যালি নং- ১৩/১

সংক্ষিপ্তসারঃ

গল্পটির একটি সংক্ষিপ্ত সার শিশুদের স্বপঠনের জন্যে দেওয়া হল। এটি সহজপাঠ হিসেবেই শিশুদের পাঠ করাতে হবে।

বুড়ো চাষি অসুস্থ হল। তার একমাত্র ছেলে বড়ো অলস। টাকার প্রতি লোভ ছিল প্রবল। বাবার ভালো হওয়ার আশা নেই। ছেলেকে বলে যান যে মাটির নীচে সোনা রাখা আছে। বাবা মারা গেলেন। সোনা খোঁজার জন্য মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করল। সোনা পেলনা। মজুর লাগাল। তাতেও ফল হল না। বউ ছিল বুদ্ধিমতী। দেখল, খোঁড়াখুড়ি তে জমি চাষ করার মতো হয়েছে। হাট থেকে বীজ কিনে আনল। কয়েকদিন পর বৃষ্টি এল। খেত ভরে উঠল পাকা ফসলে। অলস ছেলে বুঝল তার বাবা ঠিকই বলেছে। এই ফসল তো এখন সোনা। ধান বেচে সে অনেক টাকা রোজগার করল। পরিশ্রম করলে সাফল্য আসেই"।

- কৃত্যালি নং- ১৩/২

শিক্ষক মশাই এবার পাঠ্যবই এ মূল গল্পটি পাঠ করানোর ব্যবস্থা করবেন।

(২)

নিজের হাতে নিজের কাজ

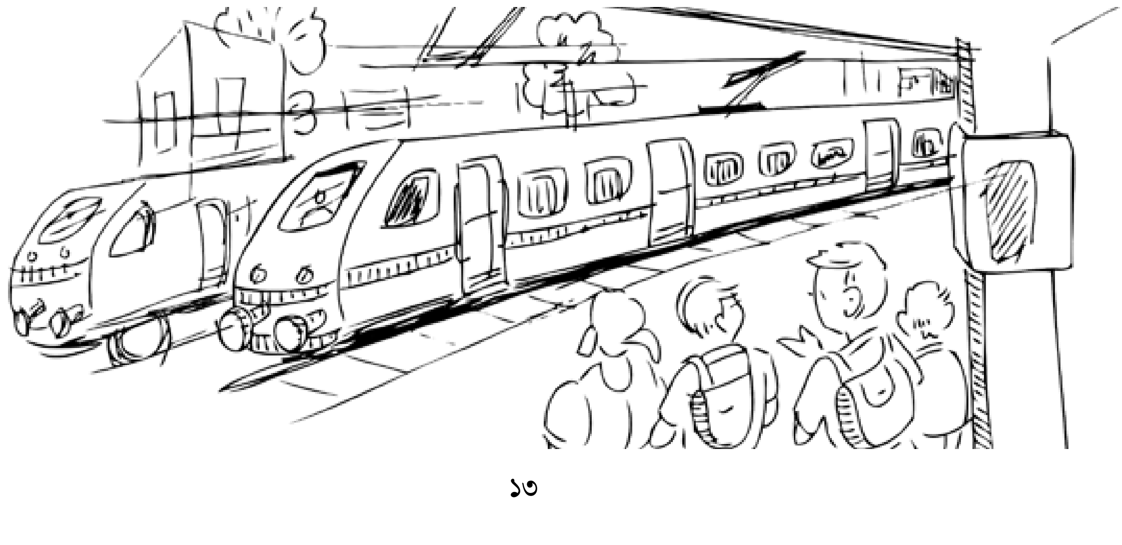

গল্পটির মূলভাব হল কায়িক পরিশ্রমের মর্যাদা। বিদ্যাসাগরের জীবনের একটি ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে যে নিজের কাজ যতটা সম্ভব নিজেই করা উচিত। এখানে তিনটি উপভাবমূল আছে।

ক) রেল স্টেশন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন
খ) যানবাহনের ইতিকথা এবং আধুনিক যানবাহনের নানান তথ্য
গ) কায়িক শ্রমের মর্যাদা

উপভাবমূলঃ-- রেল স্টেশন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন

কৃত্যালি নং- ১

- এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল

শব্দজালঃ

রেলস্টেশনের অভিজ্ঞতা

বাঁধানো প্লাটফর্ম	রেলগাড়ি	ট্রেনের আসা যাওয়া	অভিজ্ঞতা	মানুষ জন
মানুষজন ঘুরছে, পুরনো গাছ, বসার জন্য সিমেন্টের বেদী, সূচাকৃতি রেলিং, ট্রেন এলে জমজমাট ভীর, চায়ের স্টল, ইতস্তত,	রেলক্রসিং, রেললাইন, সিগন্যাল, সবুজ হলুদ আলো। কামরা, যাত্রী, কোলাহল, গার্ডের কামরা, লাল- সবুজ ফ্ল্যাগ	জমজমাট, স্টেশন, ঘোষণা, চঞ্চলতা, কোলাহল, হইচই ট্রেনের আগমন, যাত্রীদের ওঠা নামা, কুলিদের ছোটা ছুটি, ধাক্কা ধাক্কি। ট্রেনের প্রস্থান, যাত্রীদের প্রস্থান, নির্জন প্ল্যাটফর্ম, দূরে হারিয়ে যাওয়া, হুইসেল, শব্দ	কত ঘটনা, কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, সাক্ষী থাকে গাছ আর পাখীরা	ভিখারি, প্রতিবন্ধী ভিখারী, গান গায় বাজনা বাজায় টিকিট চেকার, কালো কোর্ট পরিহিত গার্ড। স্টেশন মাষ্টার। কুলি, মালপত্র বহন, পিঠে মাথায় বোঝা, ঠেলা গাড়িতে বহন। হকার, চা চা চিৎকার, জানলায় চা দেয়।

শব্দ চর্চার সময় শিশু যাতে নিজে বা দলগত ভাবে শব্দের অর্থোদ্ধার করতে পারে তার জন্যে শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিভিন্ন উদাহরণ প্রয়োগ করে শব্দগুলির প্রাসঙ্গিকতা ধরিয়ে দেবেন শিশুদের মধ্যে।

- কৃত্যালি নং- ১/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপভাবমূল কে কেন্দ্র করে ছোট ছোট 'সহজ পাঠ' দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় প্রাপ্ত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজ পাঠঃ

দুপুর বেলা। ঝিকঝিক করতে করতে রেলগাড়ি এল স্টেশনে। স্টেশনে এসে রেলগাড়ি থামল। যাত্রীরা নামল। কিছু মানুষ আবার রেলগাড়িতে চড়ল। হকার এল চা নিয়ে।কুলিদের দেখা গেল।কেউ গামছা কাঁধে ছোটাছুটি করছে। কেউবা মালপত্র মাথা নিয়ে চলেছে। ট্রেনে অনেক কামরা, ওঠানামার জন্য হুড়োহুড়ি, গার্ড সবুজ ফ্ল্যাগ ওড়ালো, টেন চলতে

লাগলো, ট্রেনের আওয়াজ মিলিয়ে গেল, কিছুক্ষনের মধ্যে স্টেশন নির্জন। স্টেশনে একটা গাছ, চায়ের স্টল আর পাখিরা রয়ে গেল।

- কৃত্যালি নং- ১/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে পঠন কার্ড তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে শব্দ চর্চার সময় উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিয়ে ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দ গুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙ্গে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগন প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার পরিস্থিতি ভিত্তিক ও প্রাসঙ্গিক বোধের দিক থেকে উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে অর্থোদ্ধারের আনন্দকে জাগিয়ে তুলবেন

- কৃত্যালি- ১/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দ গুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের শিক্ষার্থীদের মত হবে। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দ গুলিকেও তাকে প্রয়োগ করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজতর পাঠঃ

চারিদিকে কোলাহল। রেল স্টেশন। ঘোষণা হল। ট্রেন আসছে। ট্রেন থামতেই হুড়োহুড়ি। কেউ নামে কেউ ওঠে। কুলিরা ছোটাছুটি করে। মাথায় বোঝা নেয়। পিছে পিছে যাত্রী। ট্রেনে হুইসেল বাজে। চলতে শুরু করে। ধীরে ধীরে শব্দ মিলিয়ে যায়। আর কোলাহল নেই। নির্জন প্ল্যাটফর্ম। নির্জন চায়ের দোকান, পড়ে থাকে রেল লাইন। আর লাল লেবেল ক্রসিং।

কৃত্যালি- ১/৫

এই ভাবে আরও একটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং শিশুদের স্বপঠনের জন্য দিতে হবে।

কৃত্যালি– ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

১) শিক্ষিক/শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের ৫ টি ভাগে ভাগ করে নিকটবর্তী কোনো রেল স্টেশন পরিদর্শনে নিয়ে যাবেন। এক একটি দলকে এক একটি বিষয় ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন। ছাত্র-ছাত্রী নোট বুকে যা যা দেখল ও বুঝল তার একটা তালিকা তৈরি করবে। নিম্নে বিষয়গুলি দেওয়া হল। শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে শিশুরা এই কাজ করবে।

বিষয়- (৫টি দলের)

ক) প্ল্যাটফর্মের দোকান পাট - ছোট বড় স্থায়ী অস্থায়ী ইত্যাদি
খ) প্ল্যাটফর্মে ঢোকার আগে ও পরের অবস্থা, সিগন্যাল এর রঙ পরিবর্তন, লেবেল ক্রসিং, রেল গেট ইত্যাদি।
গ) প্ল্যাটফর্মের ভেতরে ও বাইরে ছোট বড় গাছ
ঘ) প্ল্যাটফর্মের মানুষ জন
ঙ) শ্রমের মর্যাদা ও ন্যায্য মূল্য পায় কিনা

- কৃত্যালি- ২/১

বিদ্যালয়ে ফিরে সংগৃহীত তথ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অলোচনা ও মত বিনিময় করবে। আলোচনার সময় ন্যায্য মজুরী, শ্রমের মর্যাদা স্টেশনের রূপ, প্ল্যাটফর্মের মানুষজন, ট্রেন আসা যাওয়ার বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়গুলি যাতে বিশেষভাবে উঠে আসে, সে বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা বিশেষ নজর দেবেন।

কৃত্যালি –৩

সৃজনমূলক কাজঃ

এইবার শিক্ষক শিক্ষিকাগণ ক্লাস ঘরে একটি ভূমিকা নাটক অনুষ্ঠিত করতে সাহায্য করবেন। নির্দিষ্ট কোন সংলাপ নেই। শিশুরা পরিস্থিতি বুঝে সংলাপ বলবে। শুধু তারা যেন সংশ্লিষ্ট চর্চিত শব্দগুলি ব্যবহার করে সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। তবু একটি উদাহরণ দেওয়া হল-

তৃতীয় শ্রেনীর সব শিশুদের নিয়ে রেল গাড়ি ও স্টেশন খেলা খেলা নাটিকাটি করা সম্ভব।

নাটকঃ রেলগাড়ি ও স্টেশন

যেমন- চরিত্রঃ - ২ জন হাত দিয়ে কাউন্টার তৈরি করবে। ১ জন টিকিট দেবে। ৪-৫ জন লাইন দিয়ে টিকিট কাটবে। ২ জন একটা লাঠি দিয়ে রেল গেট তৈরি করবে। ৪ জন কিছু মাল পত্র বহন করে আনবে। কয়েক জন কাঠে ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। এক জন ষ্টেশনের নাম লেখা পর পর প্ল্যাকার্ড নিয়ে (পরিচিত এলাকার) দাঁড়িয়ে থাকবে। ১ জন ঘোষক, ঘোষণা করবে। ২-৩ জন হকার ঘুরবে। ২-৩জন ভিখারি থাকবে। ১০ জন রেল গাড়ি হবে। কয়েকজন নামবে। এরা প্রত্যেকেই কুঝিকি কুঝিকি ছন্দে প্রবেশ করবে।

১মঃ- একটা টিকিট দিন। (অন্য জন টিকিট দেবে।)

২য়ঃ- আরে মাল কোথায় রেখেছিস? ভেন্ডার তো এখানে পড়বে।

৩য়ঃ- চা- এ গরম, চা.........

৪থঃ- পে----পার, পে- পার

৫মঃ- অনুগ্রহ করে শুনবেন, আপ ট্রেনের গাড়ি ১নং প্ল্যাটফর্মে আসবে,

৬ষ্ঠঃ- (গান) ‘মধুর আমার মায়ের হাসি, চাঁদের মত ঝরে, মাকে মনে পড়ে আমার মাকে মনে পড়ে’। অন্ধ জনকে কিছু ভিক্ষা দিয়ে যাও বাবু, কিছু সাহায্য কর মা......

১মঃ- পয়সা দেবে

৭মঃ- আরে গেট পড়ে গেছে, সিগন্যাল হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি আয়।

৮মঃ- দৌড়াতে দৌড়াতে প্রবেশ।

ট্রেনঃ- কুঝিকি ঝিকি...... (স্ট্যাচু)

৯মঃ- নামতে দিন, আগে নামতে দিন

২য়ঃ- আরে সরবেন তো

৩য়ঃ- ভিতরে চাপুন। আরও ভেতরে চাপুন

কোরাসঃ- কিচি মিচি, কিচিমিচি

ট্রেনঃ- কু...... ঝিক ঝিক ঝিক, আমরা রেল গাড়ি। এক সাথে মিলে মিশে, আমরা যে চলি কু...ঝিক্ মিক্... বাকিদের কোরাস- রেল গাড়ি আসে নিয়ে চলে যায়, কোলাহল চেঁচামিচি চিৎকার নির্জনতা

হায়, ষ্টেশনময় শূন্য বিষণ্ণতা চত্তর, (বলতে বলতে প্রস্থান)।

- কৃত্যালি- ৩/১

এ ছাড়া শিক্ষক শিক্ষিকা স্টেশন নির্ভর ছড়া বানাতে পারে। যেমন কুলির জীবনের ছড়াঃ-

ছড়া

কুলি

লাল জামা গায় পাগড়ি মাথায়
গামছা কাঁধে তার কুলি বোঝা বয়,
গাড়ি থেকে নেমে বাবু বোঝাটি বহান,
ঘাম ঝরানোর কাজে নেই সম্মান।
আছে মোর মর্যাদা স্বস্তির শ্বাস
নিজে খাটা অর্থে আত্মবিশ্বাস।

- কৃত্যালি- ৩/২

একই ভাবে হকার, স্টেশনের বট গাছ, গম্ভীর মোটা গোঁফ ওয়ালা স্টেশন মাষ্টার, ভিখারী- বিষয় বস্তুর সাহায্যে একাধিক ছড়া শিশুদের সাহায্যে বানানো যেতে পারে।

- কৃত্যালি- ৩/৩

একটু এগিয়ে থাকা শিশুদের জন্য লাইব্রেরীর বই পড়ানোর ব্যবস্থা করা করা যেতে পারে। উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে কোন ছবি বা গল্পের বই থাকলে তা এখানে ব্যবহার করা যেতে পারে।

- কৃত্যালি নং- ৩/৪

শিক্ষক শিক্ষিকা এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ছড়া ছবি সহ গল্পের বই সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যকরী গ্রন্থাগার গড়ে তুলবেন এবং এই সমস্ত বই গুলিকে নিয়ে গল্প পাঠের আসর অনুষ্ঠিত করবেন। আসর শেষে দল ভিত্তিক মতামত নেওয়া হবে।

কৃত্যালি- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক, শিশুদের পাঠে আগ্রহী করে তুলতে শিক্ষক শিক্ষিকা একটি অডিও ভিজুয়াল ক্লিপের সাহায্য নেবেন। যেখানে একটি ট্রেন রেলওয়ে ক্রসিং পেরিয়ে স্টেশন ঢুকছে। কামরার ভেতরে নামার তাড়া। চেকার বেশ ব্যস্ত। স্টেশন খুবই কর্মচঞ্চল চা ওয়ালার ডাক। কুলিদের আনাগোনা। 'কুলি কুলি' বলে ডাক। ট্রেন ছাড়া শব্দ, স্টেশন মাস্টারের হাতে পতাকা। সিগন্যাল সবুজ গার্ডের হাতেও পতাকা।

এরকম একটি দৃশ্য দেখিয়ে শিক্ষক শিশুদের নিজেদের অভিজ্ঞতা সবার মধ্যে বিনিময় করতে সাহায্য করবেন। পুরো দৃশ্যাবলী দেখাতে দেখাতে শিক্ষক সংশ্লিষ্ট চর্চিত শব্দগুলোকে শিশুদের কথা বলার সাথে মিলিয়ে দেবেন। এতে শিশুদের শব্দ ভান্ডারে নতুন কিছু শব্দ যোগ হবে সহজেই। স্টেশনে যারা দৈহিক শ্রম দিচ্ছে তাদের সম্পর্কে, যাত্রীদের সম্পর্কে এবং ট্রেনের কামরার আশে পাশের দৃশ্য সম্পর্কে শিশুদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত শব্দাকারে বোর্ডে লিখবেন। এই অডিও ভিজুয়াল ক্লিপের মাধ্যমে শিক্ষক শিশুদের কথা বলতে সাহায্য করবেন ও নতুন শব্দ গুলো চর্চার সুযোগ করে দেবেন আনন্দদায়ক ভাবে।

উপভাবমূলঃ যানবাহনের উপকথা ও আধুনিক যানবাহনের নানা তথ্য।

কৃত্যালি- ৫

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল

শব্দ জালঃ

যানবাহন, প্রাচীন যুগ, ঢুলি, পাল্কি, নৌকা, ডিঙ্গি, জাহাজ, স্টীমার, ঠেলা, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মাল পরিবহণ, যাত্রীবাহী পায়ে চালানো রিক্সা, জল যান, স্থল যান, ভ্যান রিক্সা, টোটো, লরী, ট্রাক, ট্যাক্সি, ট্রেন, বাস, আকাশ যান, বিমান, রকেট, মহাকাশ চন্দ্রযান, চাকা আবিষ্কার, জলে কাঠ ভাসা, বেহারা, ঠেলা চালক, রিক্সাওয়ালা, বাসচালক, মাঝি, মল্লার, জাহাজের ক্যাপ্টেন, বিদ্যুৎ চালিত, মানুষ চালিত, পশু চালিত, যন্ত্র চালিত, দাঁড়, পাল, হাল, সীট, হ্যান্ডেল, প্যাডেল, চেন, সীট, স্পীড, কামরা, ব্রেক, কমপার্টমেন্ট, কেবিন, ব্যাঙ্ক, এয়ারপোর্ট, রানওয়ে।

- কৃত্যালি নং- ৫/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। শিক্ষক শিক্ষিকাগণ যে সহজ পাঠ তৈরি করবেন একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ-

তখন চলত গরুর গাড়ি। জল পথে নৌকা। দাঁড় টানত মাল্লারা। আর হাল ধরত মাঝি। পরে এল রিক্সা। তিন চাকার গাড়ি। এলো সাইকেল। তেলে চলল বাস, ট্যাকসি, লরি, মটর সাইকেল। কোনটা চারচাকার, কোনটা দু'চাকার। জলে এল স্টীমার জাহাজ। বিদ্যুৎ চলতি ট্রেন। ট্রাম এল। আকাশ পথে উড়ে গেল বিমান। এয়ারপোর্ট মস্ত বড় ময়দান। বিমান দেশে বিদেশে পাড়ি দেয়।

- কৃত্যালি নং- ৫/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ৫/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগন প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলবেন এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

শিক্ষক শিক্ষিকাগণ স্থল যান, জল যান এবং আকাশ যান সম্পর্কে তিনটি শব্দ চার্ট তৈরি করে শিশুদের স্বপঠনের জন্য দিতে পারেন। শব্দগুলির পাশে ছবি এবং যুক্তাক্ষর হলে বর্ণ ভেঙ্গে উল্লেখ থাকলে চার্টগুলি আকর্ষণীয় হবে।

- কৃত্যালি- ৫/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ

মাটিতে গরুর গাড়ি, জলে নৌকা, মাঝি ধরে হাল, বাকিরা টানে দাঁড়। সাইকেলে যায় ভোলা। দু'চাকার সাইকেল। হারু চালায় রিক্সা। তেলে চলে মটর সাইকেল। এখন এসে গেছে ট্যাক্সি। বাস ছোটে, লরি মাল বয়। আকাশে বিমান ওড়ে। বিমানের ডানা আছে।

- কৃত্যালি- ৫/৫

এই ভাবে আরও কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

কৃত্যালি- ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকাগণ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন যান বাহন নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করতে বলবেন। এলাকায় শিশুরা যে যে যানবাহন দেখেছে তাঁরা তা নিয়ে নোটবুকে লিখবে।

যানবাহনের নামঃ

চাকার সংখ্যা-
বিভিন্ন যন্ত্রাংশের নাম-
চালককে কি নামে ডাকা হয়-
কোথায় চলে-
গতি সম্পর্কে মন্তব্য-
কি দিয়ে সেই যান চলে-

ক্লাসে ফিরে এসে তারা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে স্থল যান, জল যান ও আকাশ যান সম্পর্কে আলাদা আলাদা করে বিবরণ তৈরি করবে।

কৃত্যালি –৭

সৃজনমূলক কাজঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা এ বিষয়ে বিভিন্ন ছড়া বানাতে পারেন। একই ভাবে একাধিক বিষয় বস্তু নিয়ে শিশুদের সাহায্যে বিভিন্ন ছড়া বানানো যেতে পারে। শিশুদের মধ্যে ছন্দবোধ রয়েছে। অনুপ্রাস তারা ভালবাসে। খাপছাড়া হলেও এই অনুপ্রাসের প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে মজা ও ছন্দবোধ তৈরি করতে হবে। অন্যদিকে যতটা সম্ভব চর্চিত শব্দকে ব্যবহার করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে।

চাকা

গাছের গুড়ি পাকা
তৈরি করে চাকা
গড়িয়ে যেতে দেখে
গাড়ি বানাতে শেখে।
নিয়ে শস্য ধান
চালায় গাড়োয়ান
গরু ঘোড়ার গাড়ি

দূর দেশে দেয় পাড়ি।

আকাশযান

আকাশে উড়বে মানুষ
তৈরি হলো ফানুস
তাতেই আকাশযান
দেশ-বিদেশে বিমান।

নৌকা

মনু মাঝি হাল ধরেছে
জোরে বৈঠা বায়
মাঝ নদীতে নৌকা খানি
হেলে দুলে যায়
খুকুরানি বেজায় খুশী
এদিক ওদিক চায়
একটু পরে পৌঁছে যাবে
মামা বাড়ির গাঁয়।

পাল্কি

এদিকে তিন ওদিকে তিন
ছয় বেহারা চলে
রানিমায়ের পাল্কি বয়ে
হুননা হুয়া বলে।
পাল্কি কাঁধে ছোটে তারা
জোরে শ্বাস জাগে
রাজ বাড়িতে যেতে হবে
সন্ধ্যা নামার আগে।

- কৃত্যালি নং- ৭/১

শিক্ষক শিক্ষিকা এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ছড়া ছবি সহ গল্পের বই সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যকরী গ্রন্থাগার গড়ে তুলবেন এবং এই সমস্ত বই গুলিকে নিয়ে গল্প পাঠের আসর অনুষ্ঠিত করবেন। আসর শেষে দল ভিত্তিক মতামত নেওয়া হবে।

কৃত্যালি– ৮

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

একটি দৃশ্য শ্রাব্য দেখানো যেতে পারে কিভাবে চাকার আবিষ্কার হল। যানবাহনের বিবর্তন এবং বিভিন্ন যান বাহণ নিয়ে আলোচনাও করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট শব্দ গুচ্ছ চর্চা করা যেতে পারে ক্লীপটি দেখাতে দেখাতে।

উপভাবমূলঃ কায়িক শ্রমের মর্যাদা-

কৃত্যালি– ৯

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য

শব্দের তালিকা দেওয়া হল

শব্দজালঃ

সাহস, আত্ম বিশ্বাস, নির্ভরশীল, তৃপ্তি, দক্ষ হওয়া, মর্যাদা বোধ, সংকুচিত না হওয়া, উচিৎ শিক্ষা।

- কৃত্যালি- ৯/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজ পাঠঃ

সুমি ভালো মেয়ে। নিজে নিজে অনেক কাজ করে। কলসী থেকে জল গড়িয়ে খায়। মাকেও, দেয়। নিজেই বই গুছিয়ে স্কুলে যায়। সুমি নিজের কাজ নিজে করে মোটেই সংকুচিত হয় না। ফলে মনে সাহস বাড়ে। আত্মতৃপ্তি পায়। পরের উপর নির্ভরশীল হতে হয় না। ধীরে ধীরে দক্ষ হওয়া যায়। আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।

- কৃত্যালি- ৯/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে “পঠন কার্ড” তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ৯/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগন প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলবেন এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি ৯/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ

সুমি নিজের কাজ নিজে করে না। মাকে বলে জল দাও, দিদিকে বলে বই দাও। খেতে না দিলে খায় না। একদিন মা আর দিদি দুজনেরই জ্বর হল। সুমির নিজের কাজ নিজেকেই করতে হল। মাকে বাতাস দিল, দিদিকে সরবত দিল। মনে মনে খুশী হল। ঠিক করল নিজের কাজ নিজেই করবে।

- কৃত্যালি- ৯/৫

এই ভাবে আরও কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

কৃত্যালি- ১০

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিশুরা ক্লাস ঘরে নিজেদের কাজ নিজেরা করে কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করবে। যেমন-

- কি কি কাজ নিজে করে
- করতে কেমন লাগে
- অন্য কেউ করে দিলে তার ভালো লাগে কিনা
- এতে তার কতটা উপকার হয়েছে।

এই বিষয়ে বড়দের কাজ থেকে প্রত্যেকে তাদের অভিজ্ঞতা জেনে এসে ক্লাসে তা বিনিময় করবে। নোট বুকে দু এক কথায় লিখে রাখবে।

কৃত্যালি- ১১

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

বাড়ি তৈরি কাজ করছে রাজ মিস্ত্রি, খাবারের যোগান দিচ্ছেন চাষি, পোশাক বানাচ্ছে দর্জি, রাস্তা পরিস্কার করছে কিছু মানুষ- এ ভাবে শিক্ষক কিছু দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ দেখিয়ে কাজের ভূমিকা আলোচনা করে বুঝিয়ে দেবেন যে কোন কাজ ছোট বা বড় হয় না। সাথে সাথে শিশুরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে এবং সংশ্লিষ্ট শব্দ ও শব্দগুলি ব্যবহার করবে। পরে তাদের নোট বুকে লিখে রাখবে।

কৃত্যালি- ১২

মূল পাঠ্যাংশের কাজঃ

পাঠ্যাংশে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান শব্দগুলিকে তালিকাভুক্ত করে শিশুদের পাঠ করাবেন এবং তারা যাতে নিজেরা অর্থ উপলব্ধি করেন সে বিষয়ে উৎসাহিত করবেন।

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

শব্দজালঃ

ডাক্তারবাবু, সম্মান, লজ্জা, চিৎকার, উদ্যত, উদার, পারিশ্রমিক, উচিৎ শিক্ষা, বিপদ, সাহায্য, চমকে যাওয়া, প্রতিজ্ঞা করা, সংকুচিত না হওয়া।

- কৃত্যালি- ১২/১

পরিশেষে শিক্ষক শিক্ষিকাগণ গল্পটির সহজতর ও সংক্ষিপ্ত রূপ তৈরি করে সমস্ত শিশুকে বিশেষত পিছিয়ে পড়া শিশুদের পড়তে দেবেন।

কামাটার রেলস্টেশনে এক ডাক্তার বাবু নামলেন। তার হাতে ব্যাগ। ব্যাগটি বেশি বড়ো নয়। কিন্তু ডাক্তার তো লজ্জা পেলেন নিজের ব্যাগটি বইতে। ‘কুলি, কুলি’ করে চিৎকার করতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পর এক কুলি এসে তার ব্যাগ বয়ে নিয়ে এল। পারিশ্রমিক দিতে চাইলে সেই কুলি পারিশ্রমিক নিলো না। পরে যখন তার পরিচয় জানতে পারলেন। কুলিটি ছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশাই। নিজের ভুল বুঝে ডাক্তার বাবু প্রতিজ্ঞা করলেন। এখন থেকে তিনি নিজের কাজ নিজেই করবেন।

- কৃত্যালি- ১২/২

সমস্ত কৃত্যালি শেষ হলে শিশুরা মূল পাঠ্যাংশটি পাঠের দিকে এগোবে এবং সংশ্লিষ্ট হাতে কলমে অংশটি নিজে নিজেই করবে।

(৩)

ফুল

এটি একটি রূপকথার গল্প। ফুলের জন্মকথা। প্রকৃতিতে রঙের বাহার বর্ণনা করতে এই গল্পের অবতারণা। উপরন্তু শিশুর কল্প রাজ্যের এক জনপ্রিয় চরিত্র 'পরির' সাথেও শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানো এই গল্পের আর একটি উদ্দেশ্য।

এখানে উপভাবমূল তিনটি।

ক) শিশুর কল্প রাজ্যের চরিত্র 'পরি'
খ) বীজ থেকে ফুল ও ফল বিষয়ক নানা তথ্য
গ) প্রকৃতির রং এবং প্রকৃতি থেকে রং

উপভাবমূলঃ শিশুর কল্প রাজ্যের চরিত্র 'পরি'

কৃত্যালি- ১

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল-

শব্দজালঃ

পরি, যাদুদন্ড, চকচকে, পূর্ণিমার চাঁদ, প্রজাপতির মতো, ডানা, মুকুট, দামি পাথর লাগানো থাকে, আকাশ থেকে উড়ে আসে, ঘুঘুর, মণি মানিক্য, রত্ন খচিত, জ্বলজ্বলে, ঘাঘরা, রেশমি, পোষাক, চাঁদের রেখা, ধরে আসে রঙ্গীন, তুলতুলে, রাংতা দিয়ে মোড়া, চাঁদের রেখা, জমকালো পোশাক।

- কৃত্যালি- ১/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এই উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ-

সহজ পাঠ

আমি পরি। আকাশে থাকি। মেঘের সঙ্গে ভেসে বেড়াই। রাতে পৃথিবীতে নামি। আমার দুটো পাখা আছে। প্রজাপতির মতো রঙিন।ইস্কুলের মেয়েরা পরি সাজবে আজ। আমার মতো যাদু দণ্ড নেবে। সেগুলো রাংতা দিয়ে মোড়ানো। জমকালো পোষাকও পরবে। আমি সাদা পোষাক পরি। আমার মা জরি দিয়ে কাজ করে দিয়েছেন। বর্ষাকালে নীল সাটিনের জামা আর শরতে সোনালী ঘাঘরা পরে থাকি। পায়ে পরি ঘুঁঘুঁর, মাথায় আমার মুকুট। রত্ন খচিত। পূর্ণিমার রাতে উড়ে আসি। চাঁদের রেখা ধরে পৌঁছাই এই পৃথিবীতে।

- কৃত্যালি-১/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগ প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও

একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুসারে বারে বারে উদাহরণ দিয়ে শিশুদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলবেন এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৪

এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ

আজ স্কুলে নাটক হবে। আমি পরি সাজব। আমার দুটো ডানা থাকবে। রঙিন ডানা। রাংতা মোড়া যাদুদন্ড। আর রেশমী সাদা ঘাঘরা। পায়ে ঘুঘুর বাঁধা। মাথায় থাকবে মুকুট। মণি মানিক্য বাসানো। আলোর ফোকাস পড়বে। যেন চাঁদ উঠেছে। আমি তখনই স্টেজে ঢুকব। ঝুম ঝুম করে ঘুঘুর বাজবে। যাদু দন্ড নাড়িয়ে ফুল ফোটাব।

- কৃত্যালি- ১/৫

এই ভাবে আরও কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

অনুরূপ 'সহজ তর পাঠ' তৈরি করতে হবে, দুর্বল শিশুদের জন্য।

কৃত্যালি- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

এলাকায় পরি বা অন্য কল্প চরিত্রের অনেক গল্প প্রচলিত আছে। শিশুরা বাড়ির লোকের কাছে সে সব গল্প শুনে নিজেদের মধ্যে বিনিময় করবে। পারলে এক নোট বই এ দু-এক কথায় গল্পটি লিখে রাখবে। শিক্ষক - শিক্ষিকারা সে গুলোকে প্রয়োজনে সহজ করে পাঠে পরিণত করবেন। পূর্বে চর্চিত শব্দ গুলি প্রয়োগ করে ঐ পাঠগুলি নির্মাণ করতে হবে।

- কৃত্যালি- ২/১

এলাকার কোন দাদু দিদিমা থাকলে তাকে শ্রেণিকক্ষে ডেকে এনে এ ধরনের গল্প পাঠের আয়োজন করা যেতে পারে। শিক্ষক মশাই সেগুলিকে ‘সহজতর’ পাঠে পরিণত করে দেবেন।

- কৃত্যালি- ২/২

আকাশপরি বা জলপরি নিয়ে কোনো লাইব্রেরী বই থাকলে সেগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। ছবি সম্বলিত এই বই গুলি শিশুর স্বপঠনে সাহায্য করবে।

কৃত্যালি- ৩

সৃজনমূলক কাজ

বিষয়টি নিয়ে একটি নাট্যাভিনয় করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে নাটকটির সংলাপ যেন শিশুদের ওপর চাপ সৃষ্টি না করে বরং বিষয়বস্তুটি বুঝিয়ে দিয়ে চরিত্র ঠিক করে দিয়ে তাদের প্রত্যেকের ভূমিকা যেমন হবে তা স্পষ্ট করে দেবেন। এরপর শিক্ষক/শিক্ষিকারা তাঁদের নিজেদের তৈরি নাটকটি একবার পড়ে দেবেন। তার প্রিয় শিশুদের নিজেদের মত করে অভিনয় করতে বলবেন। সংলাপের মধ্যে কোন চরিত্র মূলত কোন কোন শব্দ প্রয়োগ করবে তা তাঁদের আগে থেকে বুঝিয়ে দেবেন। যাই হোক একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

নাটকঃ ফুল পরি

চরিত্র- মা/খোকন/ফুল পরিরা ২ জন

(খোকনের গান-)

পরির দেশের ফুল পরিরা ফুলের মধু খায়,

ঘাগরা পরা রঙ্গিন নরম, পাপড়ি পোশাক গায়।

মেঘের সাথে ভেসে ভেসে আকাশে বেড়ায়,

চাঁদের আলোয় নামে তারা, ফুল ফটাবে তাই।

(বই খুলে পড়বে)

খোকনঃ- অনেক কাল আগে যখন মানুষ জন্মায়নি, তখন পৃথিবীতে ফুল ছিল না।

(মায়ের প্রবেশ)

মাঃ- একি খোকন, তুমি এখনও না ঘুমিয়ে বই পড়ছ? পড়তে বসলেই ঘুম পায়, আর আজ চোখে ঘুম নেই? কি ব্যপার আমার খোকন সোনা?

খোকনঃ- মা, পরিদের দেশ কোথায়?

মাঃ- ও আচ্ছা! তুমি ফুল পড়ছ? খুব ভালো লাগছে, তাই না?

খোকনঃ- হ্যাঁ মা, খুব ভালো লাগছে, আচ্ছা মা, পরিরা কি সবার ইচ্ছে পূরণ করে?

মাঃ- (হেসে,) হ্যাঁ, তো? তুমি এবার ঘুমিয়ে পড়, সকালে উঠে পড়তে হবে, স্কুলে যেতে হবে। চলো, চলো শুয়ে পড়। চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়।

খোকনঃ- ওগো, পরিরা, তোমরা যদি সবার ইচ্ছে পূরণ করো, আমার ইচ্ছে পূরণ করবে তো? আমি যে তোমাকে দেখতে চাই, দেখতে চাই........... বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়বে, (চোখ বন্ধ করে উঠে বসবে)

ঝম ঝম ঝম------ ও কিসের শব্দ? (পরিদের প্রবেশ)

পরিরাঃ- আমাদের পায়ে ঘুঙুরের শব্দ খোকন।

খোকনঃ- তোমরা কারা?

পরিরাঃ- আমরা ফুল পরি।

১ম পরিঃ- তোমার ইচ্ছে পূরণ করতে এসেছি।

২য় পরিঃ- ওঠো চোখ মেলে দেখ আমাদের।

খোকনঃ- (চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে) আহাঃ কি সুন্দর দেখতে তোমাদের। ডানা দুটি ঠিক প্রজাপতির মতো তাই না?

১ম পরিঃ- ঠিক তাই

খোকনঃ- (২য় পরির পোষাকে হাত দিয়ে) তোমাদের পোষাক কি সুন্দর ফুলের পাপড়ির মতো নরম তুলতুলে রঙিন, এটাকে কি বলে?

২য় পরিঃ- ঘাঘরা। একে বলে ঘাঘরা।

খোকনঃ- ঘাঘরা? বাহ! এত চকচকে কেন?

১ম ও ২য় পরিঃ- সিল্ক বলে।

খোকনঃ- ও আচ্ছা। মাথায় ওটা কি? চকচকে কেন?

১ম ও ২য় পরিঃ- মুকুট বলে। রত্ন বসানো তাই চকচকে। একে রত্ন বসানো মুকুট বলে।

১ম ও ২য় পরিঃ- এবার তবে আমরা যাই?

খোকনঃ- আর একটু বসো, আমার আরও কিছু জানার আছে। তোমরা কোথায় বাস কর?

১ম ও ২য় পরিঃ- আমরা আকাশে বাস করি। মেঘের সাথে ভেসে বেড়াই। পূর্ণিমার রাতে জ্যোৎস্নার সাথে চাঁদের আলোর রেখা ধরে পৃথিবীতে নামি।

১ম পরিঃ- সুন্দর সুন্দর জিনিষ গড়ি,

২য় পরিঃ- গান করি, নাচ করি।

১ম পরিঃ- গাছে গাছে ফুল ফোটাই

খোকনঃ- তোমরা কি খাও?

১ম পরিঃ- ওমা ! জানো না? ফুলের মধু গো, ফুলের মধু।

খোকনঃ- তোমরা কি কি ভালোবাসো?

১ম পরিঃ- শিশুদের ভালবাসি, গাইতে নাচতে ভালবাসি।

২য় পরিঃ- মেঘের সাথে শিশুদের সাথে ভেসে বেড়াতে ভালবাসি।

১ম পরিঃ- ফুলের বাগান তৈরি করি। গাছে গাছে ফুল ফোটাতে ভালবাসি। দেখবে? দেখো। (আসতে আসতে হাঁটবে)

খোকনঃ- বাহ! কি সুন্দর বাগান। কিন্তু ফুল কৈ?

পরিরাঃ- আমরা যেখানে যেখানে পা রাখবো সেখানেই ফুল ফুটবে। দেখবে? দেখো।

খোকনঃ- বাহ!, কি সুন্দর ফুল। কত ফুল , এই তো ফুল ফুটল, আবার ফুটল, (হাসি) আরও ফুল। কত ফুল। (হাসতে হাসতে গড়াগড়ি, চোখ বন্ধ করে) মা দেখে যাও, ফুল কত ফুল।

(মায়ের প্রবেশ)

মাঃ- খোকন, ওঠ, বেলা হয়ে গেছে। এই খোকন, (ধাক্কা দিয়ে) কি রে?

খোকনঃ- দেখ মা কত ফুল, ফুল পরিরা, কোথায় গেল? কোথায়?

মাঃ- তুই স্বপ্ন দেখছিলি। ফুল পড়ার পর থেকে ওদের নিয়ে ভেবেছিস তাই ফুল পরিদের স্বপ্ন দেখেছিস। পরি বলে কিছু নেই, ওটা তোর কল্পনা।

খোকনঃ- ইশ! ওটা স্বপ্ন ছিল? হোক কল্পনা, হোক স্বপ্ন, ফুল পরি, তোমাদের মতো আমরা সব শিশুই তোমাদের ভালবাসি।

মা আর খোকনঃ- পরির দেশের ফুল পরিরা ফুলের মধু খায়, ঘাগরা পড়া রঙ্গিন নরম, পাপড়ি পোশাক গায়।

মেঘের সাথে ভেসে ভেসে আকাশে বেড়ায়, চাঁদের আলোয় নামে তারা, ফুল ফোটাবে তাই।

(গান গাইতে গাইতে প্রস্থান।)

- কৃত্যালি- ৩/২

শিক্ষক শিক্ষিকা এ বিষয়ে বিভিন্ন ছড়া বানাতে পারেন। একই ভাবে একাধিক বিষয় বস্তু নিয়ে শিশুদের সাহায্যে বিভিন্ন ছড়া বানানো যেতে পারে। শিশুদের মধ্যে ছন্দবোধ রয়েছে। অনুপ্রাস তারা ভালবাসে। খাপছাড়া হলেও এই অনুপ্রাসের প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে মজা ও ছন্দবোধ তৈরি করতে হবে। অন্যদিকে যতটা সম্ভব চর্চিত শব্দকে ব্যবহার করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক মিলে ‘পরি’ নিয়ে নানান ছড়া তৈরি করতে পারেন।

- কৃত্যালি নং- ৩/৩

শিক্ষক শিক্ষিকা এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ছড়া ছবি সহ গল্পের বই সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যকরী গ্রন্থাগার গড়ে তুলবেন এবং এই সমস্ত বই গুলিকে নিয়ে গল্প পাঠের আসর অনুষ্ঠিত করবেন। আসর শেষে দল ভিত্তিক মতামত নেওয়া হবে।

কৃত্যালি- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিশুদের পাঠে আগ্রহী করে তুলতে একটি আকর্ষণীয় অডিও ভিজুয়াল ক্লিপের সাহায্য নেবেন, যেখানে পরি আকাশ থেকে নেমে আসছে সাদা মেঘের ভেলায়। জাদুর ছোঁয়ায় থলি থেকে বীজ বের করে ছড়িয়ে দেয় মাটিতে। ঐ বীজগুলি সূর্যের তাপে এক পশলা বৃষ্টিতে ভিজে আড়মোড়া ভেঙে গাছ হয়ে ওঠে। তাই দেখে শিশুদের কি আনন্দ। কেউ জল দেয় তো কেউ দেয় সার। গাছগুলো তরতরিয়ে বেড়ে ওঠে, ফুলের কুঁড়ি ধরে, প্রজাপতি নেচে বেড়ায়। ফুল থেকে ফল হয়। ফল মাটিতে ঝরে পড়ে। বীজগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে। একটু জল পেয়ে বীজগুলি গাছে পরিনত হয়।

উপভাবমূলঃ বীজ থেকে ফুল ও ফল বিষয়ক নানা তথ্য

কৃত্যালি- ৫

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল

শব্দ জাল

ফুল-
গন্ধযুক্ত ফুল-গোলাপ, জুঁই, কেয়া, চাঁপা, মালতী, শিউলি , গন্ধরাজ,বেল,গাঁদা ইত্যাদি।
গন্ধ হয় না যে ফুলের– পলাশ,টগর, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া ইত্যাদি।

যে ফুল মানুষ খায়- মোচা, বক ফুল, কুমড়ো ফুল, সজনে ফুল।
রাতে ফোটা ফুল- রজনীগন্ধা, কামিনী, জুঁই, মালতী,
সাদা ফুল- রঙ্গীন ফুল
ফুলের সঙ্গে সম্পর্ক- ফড়িং, মৌমাছি, ভ্রমর, প্রজাপতি,
ফুলের কাজ- পুজা, গৃহ সজ্জা, নিজের সাজ, বাড়ির সাজ
ফুলের চাষের সময়- সারা বছর ফোটে- গোলাপ, জবা
গ্রীষ্মে ফোটে- বেল, জুঁই,
শরতে ফোটে- শিউলি, পদ্ম, দোপাটি
শীতে ফোটে- রজনীগন্ধা, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা,
বসন্তে ফোটে- পলাশ, শিমুল, রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া
বীজ থেকে ফুল, ফল, মাটি তৈরি,সার- জৈব/অজৈব, বাড়ির বর্জ্য পদার্থ, জল দেওয়া, মাটি কোপানর যন্ত্র, টব যত্ন।

- কৃত্যালি-৫/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এই উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ----

সহজ পাঠঃ

আমি ফুল। আমি সাদা ফুল। আমার নাম টগর। আমার বন্ধু আছে অনেক। রঙ্গন, চম্পক, মহুয়া, পিয়ালি, নয়নতারা, যুঁই, জবা, গন্ধরাজ সবাই আমার বন্ধু। আমার বন্ধু হবে তোমরা? গাছের যত্ন নাও।আমাদের ভালোবাসো। বন্ধু হলাম আজ থেকে।

গোলাপ বড় মিষ্টি, বসন্তে ফোটে পলাশ আর কৃষ্ণচূড়া, ওরাও খুব সুন্দর। আমার মত সাদা রজনীগন্ধা রাতে ফোটে, গন্ধে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

- কৃত্যালি- ৫/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে “পঠন কার্ড” তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ৫/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুসারে বারে বারে উদাহরণ দিয়ে শিশুদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

পঠনে দুর্বলতর শিশুদের বাছাই করে নিয়ে চর্চিত শব্দ গুলি বাছাই করে চার্ট তৈরি করবেন এবং পড়তে দেবেন। পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষকের সাহায্যে শিশুরা নিজেরাই অর্থোদ্ধার করবে।

- কৃত্যালি- ৫/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি 'সহজতর পাঠ' দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ

শীতকাল। চারিদিকে ফুল। ডালিয়া, গোলাপ, অপরাজিতা। কত রঙ। ফুলের বন্ধুরা আসে। মৌমাছি, প্রজাপতি ফড়িং আসে। তারা নাচে গায়। ফুলের মধু খায়। পাশে সরসে ক্ষেত। হলুদ সরসে ফুল। সারা মাঠ ছেয়ে আছে। মৌমাছি যায় আর মধু বয়ে নিয়ে আসে। মৌচাকে মধু জমা করে। টুপ টুপ করে মধু ঝরে।

- কৃত্যালি- ৫/৫

অনুরূপ ভাবে নানান সহজতর পাঠ নির্মাণ করে পিছিয়ে পড়া শিশুদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন।

কৃত্যালি- ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

ছাত্র ছাত্রীদের ধারণা তৈরির জন্য- হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে ফুল ফলের রঙ ধরন, গন্ধ, বীজ থেকে ফুল ফোটা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বহির্বিদ্যালয়ের কয়েকটি কাজ দেওয়া হল।

- কৃত্যালি- ৬/১

১) বাগান করা

ক) শিক্ষক শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রী তাদের জন্য নির্দিষ্ট করা স্থানে নিজের হাতে ফুল গাছ লাগাবে।

খ) নিজেরাই গাছের পরিচর্যা করবে। শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্যে।

গ) নিজের নিজের ফুল গাছে নেম ট্যাগ লাগাবে। নেম প্লেট বা নেম ট্যাগ তৈরিতে শিক্ষক/শিক্ষিকা সাহায্য করবেন।

ঘ) বাগান তৈরির শুরু থেকে শেষ অব্দি শিক্ষক/শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে পর পর নথিভুক্ত করবে।

- নোট বুক- এর নমুনা-

ক) মাটি প্রস্তুত- মাটি কোপানর যন্ত্র, জল দেওয়ার ঝারি/বালতি, মগ ইত্যাদি।

খ) বীজ/চারা লাগানো- কোথা থেকে পাওয়া গেল, কিভাবে লাগানো হল ইত্যাদি।

গ) সার দেওয়া- জৈব না অজৈব (জৈব সারের উৎস, মিড ডে মিলের বর্জ্য) কোন সময় সার দিতে হয়।

ঘ) যত্ন করা ও ফুল ফোটান- কিভাবে রক্ষা করা, বড় করে তোলা, কুড়ি থেকে ফুল হওয়া, বিভিন্ন রঙ গন্ধ ইত্যাদি।

ঙ) ফুল লতার পর পতঙ্গের আগমন- মৌমাছি প্রজাপতি

- কৃত্যালি- ৬/২

যে সমস্ত গ্রামে পাশাপাশি অঞ্চলে ফুলের চাষ হয় সেখানে এই ধরনের সমীক্ষা ছাত্র/ছাত্রীদের ধারণা তৈরিতে বিশেষ সাহায্য করবে। ছাত্র/ছাত্রীরা আনন্দ ও পাবে।

ক) শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রথমে ছাত্র/ছাত্রীদের ২টি/৪টি দলে ভাগ করে নেবেন। গ্রুপের এক একটি নাম দেবেন। ছাত্র ছাত্রীদের হাতে একটি সমীক্ষা পত্র দিয়ে দেবেন। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সাথে ছাত্র ছাত্রীরা ফুল চাষীর বাড়ি যাবে। তথ্য সংগ্রহ করবে ও সমীক্ষাপত্রটি পূরণ করবে।

খ) সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ছাত্র ছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে শিক্ষক শিক্ষিকার কাছে রিপোর্ট পেশ করবে। মৌখিক সমীক্ষা থেকে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া তা তারা নিজেদের মধ্যে বিনিময় করবে। সম্ভব্য বিষয় গুলি হল ফুলের রং, গন্ধ, প্রকার, ফুলের চারা, বীজ, সার, ব্যবহার ফোটার সময় ইত্যাদি।

- যে সমস্ত গ্রামে বা অঞ্চলে ফুলের চাষ হয় না সেখানে যদি এমন কোন বাড়ি পাওয়া যায় যাদের বড় ফুলের বাগান আছে অথবা কোন পার্ক যেখানে নানা রকম ফুল গাছ আছে সে সমস্ত স্থানে ও

ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

- ফুল চাষের সাথে যুক্ত এমন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে ও সাক্ষাৎ করে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

সমীক্ষা পত্র

সময়- মাস, দিন বছর

গ্রুপের নাম-

বিদ্যাল্যয়ের নাম-

শ্রেণি-

প্রশ্নাবলী-

১) ফুল চাষীর নাম-

২) আপনি কি ধরনের চাষের সাথে যুক্ত?-
ফুল, ফল, সবজি

৩) আপনি কি-----------------,------------------ একই ধরনের ফুল চাষ করেন?

৪) আপনি এই চাষের সাথে যুক্ত থাকেন –
সারা বছর----------------------, বছরের নির্দিষ্ট সময় -------------------------

৫) কোন কোন ঋতুতে ফুলের চাষ বেশি হয়?
শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ হেমন্ত, বসন্ত

৬) ফুলের নাম-
শীতের ফুল-----------------------,----------------------,--------------------
গ্রীষ্মের ফুল-
বর্ষার ফুল-
শরৎ এর ফুল-

৭) সুগন্ধি ফুলের নাম----------, -----------, --------------, ----------, ----------

৮) দিনের কোন সময় বেশির ভাগ ফুল ফোটে----------------, --------------------

৯) কোন রঙের ফুল রাতে বেশি ফোটে, সাদা--------------- রঙিন ----------------

১০) কোন সময়ের ফুল সাধারণত বেশি সুগন্ধি হয়, দিন---------, রাতে ------------

১১) চাষের জন্য বীজ চারা কোথায় পান,বাজার --------, নিজস্ব সংরক্ষণ -----------

১২) আপনি ফুল চাষে কি ধরনের সার ব্যবহার করেন?
জৈব ------------, অজৈব ....

কৃত্যালি- ৭

সৃজনমূলক কাজঃ

শিক্ষক শিক্ষিকাগণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছড়া রচনা করবেন বা শিক্ষার্থীদের ছড়া রচনায় উৎসাহিত করবেন। শিশুদের মধ্যে ছন্দবোধ রয়েছে। অনুপ্রাস তারা ভালবাসে। খাপছাড়া হলেও এই অনুপ্রাসের প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে মজা ও ছন্দবোধ তৈরি করতে হবে। অন্যদিকে যতটা সম্ভব চর্চিত শব্দকে ব্যবহার করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ এখানে তিনটি বিষয়ে ছড়া তৈরি করে দেওয়া হল।

রাতের ও দিনের ফোটা ফুল শিউলি কামিনী রজনীগন্ধা রাতেরবেলা ফোটে,
জবা গোলাপ পলাশ ফোটে যখন সূর্য ওঠে।
আরও কত ফোটে ফুল দিনে ও রাতে

জেনে বুঝে লেখ দেখি বন্ধুরা এক সাথে।
ফুল ফুটেছে ফুল বাগানে মৌমাছিরা ছোটে
ভ্রমরা বলে মোদের তরে একটু যেন জোটে।
প্রজাপতি হেসে বলে কখনও হয় কি তাই?
এক এক ফোটা মধু না হয় ভাগ করেই সব খাই।
তাই না দেখে ফড়িং নাচে তিড়িং তিড়িং তিং
ফুল ফুটেছে ফুল বাগানে সবাই মধু নিন।

- কৃত্যালি নং- ৭/১

শিক্ষক শিক্ষিকা এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ছড়া ছবি সহ গল্পের বই সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যকরী গ্রন্থাগার গড়ে তুলবেন এবং এই সমস্ত বই গুলিকে নিয়ে গল্প পাঠের আসর অনুষ্ঠিত করবেন। আসর শেষে দল ভিত্তিক মতামত নেওয়া হবে।

কৃত্যালি- ৮

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যেই যে যে ফুলের নামের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, সেই ফুলগুলিকে দৃশ্য শ্রাব্য প্রযুক্তির মাধ্যমে চেনার সুযোগ পেলে তাদের শিখন পূর্ণাঙ্গ হবে। এরপর শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক মশাই বিভিন্ন ফুল, তাদের রঙ, ফোটার সময়, তাদের গন্ধ ইত্যাদি নিয়ে শিশুদের মধ্যে আলোচনার একটি ক্ষেত্র তৈরি করতে পারেন। প্রসঙ্গত সংশ্লিষ্ট শব্দগুচ্ছ আলোচনা করবেন।

উপভাবমূলঃ প্রকৃতির রং এবং প্রকৃতি থেকে রং

কৃত্যালি- ৯

শব্দজালঃ

লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, গোলাপি, বেগুনী, মেরুন, কালো, সাদা, সোনালী, ছাই রং, আকাশী, কমলা, রাসায়নিক রঙ, প্রাকৃতিক রঙ, অন্য রঙ্গে রূপান্তর, কালচে লাল, হলদেটে সাদা, কচি কলা পাতার সবুজ, তুঁতে রঙ, শ্যাওলা সবুজ, বাদামী, গেরুয়া, খয়েরী।

- কৃত্যালি- ৯/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এই উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ-

সহজ পাঠঃ

গোলাপি নানা রঙের হয়। লাল সাদা গোলাপি, কমলা মেরুন, সোনালী অপরাজিতা নীল, গাঁদা হলুদ, চিনে গাঁদা লালচে হয়। এ দিকে আকাশ নীল। মেঘের হরেক রঙ, সূর্যাস্তের সময় মেঘ রঙিন। পাতা সবুজ, অথচ পাতা বাহার গাছের পাতা রঙিন। চুনের সঙ্গে আলতা মেশালে খয়েরি রঙ। হলুদ লাল মেশালে গেরুয়া রঙ পাওয়া যায়। প্রকৃতি কি অদ্ভুদ।

- কৃত্যালি- ৯/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে “পঠন কার্ড” তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ৯/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে

বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুসারে বারে বারে উদাহরণ দিয়ে শিশুদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ৯/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ

নীল আকাশ। সবুজ ঘাস। রঙিন প্রজাপতি উড়ছে। মৌমাছরা ফুলে বসছে। গিরগিটির গায়ে নানা রঙ।

পাতায় এঁকে বেঁকে চলেছে সবুজ একটা পোকা।

- কৃত্যালি- ৯/৫

এই ভাবে আরও কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

অনুরূপ সহজ তর পাঠ তৈরি করতে হবে, দুর্বল শিশুদের জন্য।

কৃত্যালি- ১০

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি

ক) শিক্ষক/শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের এমন কিছু ফুল পাতা ফল সংগ্রহ করতে বলবেন যার থেকে প্রাকৃতিক রং পাওয়া যায়।
যেমন- জবা, সূর্যমুখী, গাঁদা, অপরাজিতা, পলাশ, শিমূল ইত্যাদি আবার বেলপাতা, নীমপাতা হলুদ।

খ) ছাত্র ছাত্রীদের একটি বিগ বুক তৈরি করতে বলবেন। সেই বিগ বুকে ছাত্র- ছাত্রীরা তাদের সংগৃহীত ফুল ফল পাতা লাগিয়ে তার নাম ও তার থেকে কোন রং পাওয়া যায় সেটা লিখবে।

গ) এক রঙের সাথে অন্য রং মিশিয়ে একটা নতুন রং তৈরি করতে বলবেন। সেই রং এর নাম জানাবেন।

-- (ক) কেউ রামধনু দেখেছে কিনা
-- (খ) রামধনুতে কতগুলি রং থাকে
-- (গ) ঐ রং কে দিয়েছে? রামুধনু এত রং কোথায় পেলো?
-- (ঘ) কেউ সূর্যোদয় সময় আকাশ দেখেছে কিনা
-- (ঙ) সূর্যাস্ত দেখেছে কিনা ইত্যাদি

কৃত্যালি- ১১

সৃজনমূলক কাজঃ

শিক্ষক মশাই রং নিয়ে বিভিন্ন ছড়া তৈরি করে শিশুদের সঙ্গে সমবেত আবৃত্তি করতে পারে। শিশুদেরকে মধ্যে রঙের ছড়া তৈরি করে আনতে বলতে পারে। আশে পাশে এবং প্রকৃতিতে যে সব রং তারা দেখবে। তা দিয়েই এই রঙের ছড়া গুলি তৈরি হবে। অন্তমিলের খেলা খেললে শিশুরা মজা পাবে।

- কৃত্যালি- ১১/১

শিক্ষার্থীরা বাড়িতে প্রাকৃতিক রঙ তৈরি করতে পারে। সেগুলিকে বিভিন্ন পাত্রে রেখে তারা নিজেরা খুশী মত ছবি আঁকতে পারে। শিক্ষক মশাই উৎসাহ ও উপযুক্ত নির্দেশ দিতে পারে।

- কৃত্যালি- ১/২

বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারে এই বিষয়ের উপর ছবির বই ও গল্পগুলি বাছাই করে এনে শিশুদের মধ্যে দেবেন এবং তাদের গল্প ও ছবি/কবিতা গুলি পড়তে দেবেন।

কৃত্যালি- ১২

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিশুদের পাঠে আগ্রহী করে তুলতে নানা অডিও ভিজুয়াল এর সাহায্য নিতে পারেন। দৃশ্য শ্রাব্য প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির বিভিন্ন রঙ দেখালে শিশুরা আরও ভালো করে শিখতে পারবে। রঙ চেনানোর জন্য এই মাধ্যমটি খুব উপযুক্ত।

মূল পাঠ্যাংশের কাজঃ

কৃত্যালি- ১৩

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন। এই পাঠের শব্দ গুলি হলঃ

শব্দজালঃ

পৃথিবী, শুঁকে শুঁকে পাতা ভরা, পাপড়ি পোশাক, বলাবলি, চমৎকার, বীজ গজাল, বেগুনি ফুল, ফুল পরি, মৌমাছি, গভীর জঙ্গল, হাত ধরা ধরি, পায়ের চাপ, ঘাস শুকিয়ে পড়া।

- কৃত্যালি- ১৩/১

এবার শিক্ষক শিক্ষিকাগণ গল্পটিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন। “অনেক অনেক আগে ঘাস হত, গাছে পাতা হত। ফুল ছিল না। বাতাস, আলোরা ফুল খুঁজত। এক রাতে ফুল পরিরা ফুলের পাপড়ির পোশাক পরে নেমে এল পৃথিবীতে। এসে চারিদিকে ফুল ছড়িয়ে দিল। কুঁড়ি এল। ফুল ফুটল”।

- কৃত্যালি- ১৩/২

সংক্ষিপ্ত গল্পটি পড়তে পারলে শিক্ষক শিক্ষিকা মূল পাঠ্যাংশে যাবেন এবং স্বপঠনের জন্য শিশুদের দেবেন।

(৪)

সোনা

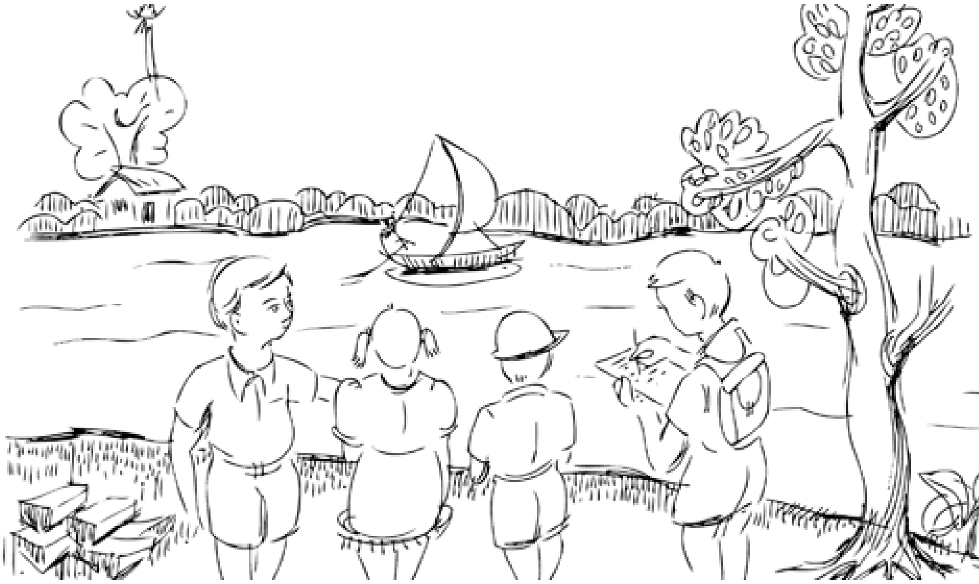

'সোনা' গল্পে নদী নির্ভর জীবনে নদীর প্রয়োজনীয়তা এবং দূষণ মুক্ত নদীর কথা বলা হয়েছে। এখানে উপভাবমূল চারটি।

ক) পাড়া প্রতিবেশীদের সহযোগিতা
খ) সন্তান লালন পালনে বাবা মায়ের ভূমিকা, বিশেষত কন্যা সন্তানের
গ) উন্নয়নের নামে প্রকৃতির বিশেষত জলাভূমির বিপন্নতা
ঘ) জীবন রক্ষায় নদী মায়ের মত

উপভাবমূলঃ পাড়া প্রতিবেশীদের সহযোগিতা

কৃত্যালি- ১

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হলঃ

শব্দ জালঃ

পাড়া প্রতিবেশী, বিপদে সাহায্য, পাশে থাকা, সহমর্মিতা, বন্ধুত্ব, গুজব, রটনা, বিবাদ, সমালোচনা, চন্ডী মণ্ডপ, মীমাংসা, সালিসি, কুসংস্কার, সকলের জন্য সকলে আমরা, রোগবালাই, মানসিক স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য বিধি, খাদ্য বৈষম্য।

- কৃত্যালি- ১/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এই উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ----

সহজ পাঠ

আমরা অনেক মানুষ এক জায়গায় বাস করি। তারা আমাদের পরিচিত। তারা আমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীকে চিনতে হবে। তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে। সবাই মিলে মিশে থাকতে হবে। সকলের জন্য সকলে আমরা।

আমরা বিবাদ করি। আবার পুজো মন্ডপে মীমাংসাও করি। নানান গুজবও রটে। তবে সবার উপরে থাকে বন্ধুত্ব ও সহমর্মিতা।

- কৃত্যালি- ১/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুসারে বারে বারে উদাহরণ দিয়ে শিশুদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজতর পাঠঃ

আমাদের পাশাপাশি বাস। সকলের জন্য সকলে আমরা। মিলে মিশে থাকি। হিংসা করি না। সবাই সবাইকে সাহায্য করি। বিপদে ছেড়ে যাই না। গুজবে কান দিই না। কুসংস্কার মানি না। সবাইকে নিয়ে আমাদের পাড়া। আমরা সবাই পাড়া প্রতিবেশী।

- কৃত্যালি- ১/৫

এই ভাবে আরও কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে সেগুলি প্রয়োগ করতে হবে।

কৃত্যালি- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকার নির্দেশ অনুযায়ী পাড়ার বা গ্রামের বাড়ির বড়দের কাছ থেকে ছাত্রছাত্রীরা এমন ১টি/২টি ঘটনার (সত্যি) কথা জানবে যেখানে- (ক) কোনো এক বিপন্ন মানুষকে গ্রামের সকলে মিলে সাহায্য করে বিপদমুক্ত করেছিল অথবা কোনও এক ব্যক্তি বিপদে পড়ায় তুমি/তোমার বাড়ির কেউ বা পাড়ার কেউ তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে তাকে বিপদমুক্ত করেছিলেন। ছাত্র ছাত্রী শ্রেণিকক্ষে একে অপরের কাহিনী আদানপ্রদান করবে। শিক্ষক/ শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের ঘটনাগুলি শুনে বিশ্লেষণ করবেন ও সহযোগিতার ভালো দিকগুলি তুলে ধরবেন। সামাজিক দায়িত্ববোধের কথা জানাবেন। সামাজিক সুসম্পর্কগুলির সদর্থক চর্চা করবেন। মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাবেন।

কৃত্যালি- ৩

সৃজনমূলক কাজঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা এ বিষয়ে বিভিন্ন ছড়া বানাতে পারেন। একই ভাবে একাধিক বিষয় বস্তু নিয়ে শিশুদের সাহায্যে বিভিন্ন ছড়া বানানো যেতে পারে। শিশুদের মধ্যে ছন্দবোধ রয়েছে। অনুপ্রাস তারা ভালবাসে। খাপছাড়া হলেও এই অনুপ্রাসের প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে মজা ও ছন্দবোধ তৈরি করতে হবে। অন্যদিকে যতটা সম্ভব চর্চিত শব্দকে ব্যবহার করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে। উদাহরণ দেওয়া হলঃ

গুজব

মাঝে মাঝে কোন ঘটনা
গুজব হিসেবে হয় রটনা
ঝগড়া বিবাদ কিংবা হিংসা
পঞ্চায়েতে সালিশি মীমাংসা
সকলে তারা প্রত্যেকের তরে
সত্য যা তাই বিচার করে
(আবার) বিপদ এলে ঝাঁপিয়ে পড়ে
বিবাদ ভুলে সুবাদ করে।
গুজব রটনা রুখতে চাই
পাড়াপ্রতিবেশী ভাই ভাই।

- কৃত্যালি নং- ৩/১

শিক্ষক শিক্ষিকা এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ছড়া ছবি সহ গল্পের বই সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যকরী গ্রন্থাগার তৈরি করে তুলবেন এবং এই সমস্ত বই গুলিকে নিয়ে গল্প পাঠের আসর অনুষ্ঠিত করবেন। আসর শেষে দল ভিত্তিক মতামত নেওয়া হবে।

কৃত্যালি- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিশুদের পাঠে আগ্রহী করে তুলতে নানা অডিও ভিজুয়াল এর সাহায্য নিতে পারেন। বিপদের বন্ধু হিসেবে মানুষের ভূমিকা তুলে ধরে শিশুদের আলোচনা করতে দেবেন। কি ভাবে বন্ধু সাহায্য করতে পারেন তার উদাহরণ হিসেবে অডিও-ভিজুয়াল ক্লীপ তুলে ধরবেন। সাথে সাথে কৃত্যালি ১ এর উল্লিখিত শব্দ চর্চাও করাবেন।

উপভাবমূলঃ সন্তান লালন পালনে বাবা মায়ের ভূমিকা, বিশেষত কন্যা সন্তানের

কৃত্যালি- ৫

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হলঃ

শব্দ জালঃ

কন্যা শিশুর যত্ন, পরিচর্যা, টিকা করণ, রোগ বালাই, মানসিক স্বাস্থ্য বিধি, খাদ্য বৈষম্য, সমালোচনা, বিদুষী মহিলা, কন্যা সন্তান, পরিবারের সম্পদ, অবহেলা নয়, নজরে রাখা, সুস্থ্ রাখা।

- কৃত্যালি- ৫/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ

দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ--

সহজপাঠঃ

কন্যা সন্তান ও পরিবারের সম্পদ। তাকে অবহেলার কারণ নেই। সে ও বড় হয়ে মানুষের মত মানুষ হতে পারে। অতীতে গার্গী মৈত্রেয়ী ছিলেন। তারা বিদুষী মহিলা। রাজিয়া সুলতানা যুদ্ধ করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী দেশের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাই শিশু কন্যাকে যত্ন করতে হবে। তার শরীর স্বাস্থ্য সুস্থ রাখতে হবে। স্বাস্থ্য বিধি মেনে টীকা করণ করতে হবে। কোন বৈষম্য করলে চলবে না। ছেলেদের মত নজর রাখতে হবে।

- কৃত্যালি- ৫/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে “পঠন কার্ড” তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ৫/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুসারে উদাহরণ দিয়ে শিশুদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ৫/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ

মিনি ছোট্ট মেয়ে। সারা পাড়া খেলে বেড়ায়। মা বলে মিনি আয়। ঠিক সময় খেয়ে যা। তার রোগ বালাই কম। টীকা করণ হয়ে গেছে। ভোর হলে সে পড়তে বসে। মা তাকে সাহায্য করে। যত্ন করে। প্রতিদিন সে স্কুলে যায়। বিকেলে বন্ধুদের সাথে খেলে। ওর ভাই আছে, নাম রাজা। মায়ের কাছে ওরা সমান। মেয়ে বলে ওকে অবহেলা করে না। ও পরিবারের সম্পদ। ছেলেদের মতই নজর রাখে।

- কৃত্যালি- ৫/৫

এই ভাবে আরও কয়েকটি 'সহজতর পাঠ' তৈরি করতে হবে এবং বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

কৃত্যালি- ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকার সাথে গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করবে এবং শিশুর যত্ন, পুষ্টি, পানীয়, খাদ্য, প্রতিষেধক ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে নানান তথ্য সংগ্রহ করবে।

মোটামুটি ২ বছরকে ৫ টি ভাগে ভাগ করে তথ্যগুলি সংগ্রহ করতে হবে।

ক) ১ থেকে ৩ মাস পর্যন্ত বয়সের শিশু

খ) ৪ থেকে ৭ মাস পর্যন্ত বয়সের শিশু
গ) ৮ থেকে ১২ মাস পর্যন্ত বয়সের শিশু
ঘ) এক বছর থেকে দেড় বয়স পর্যন্ত শিশু
ঙ) দেড় থেকে দু বছর পর্যন্ত শিশু

কৃত্যালি- ৭

সৃজনমূলক কাজঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা এ বিষয়ে বিভিন্ন ছড়া বানাতে পারেন। একই ভাবে একাধিক বিষয় বস্তু নিয়ে শিশুদের সাহায্যে বিভিন্ন ছড়া বানানো যেতে পারে। শিশুদের মধ্যে ছন্দবোধ রয়েছে। অনুপ্রাস তারা ভালবাসে। খাপছাড়া হলেও এই অনুপ্রাসের প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে মজা ও ছন্দবোধ তৈরি করতে হবে। অন্যদিকে যতটা সম্ভব চর্চিত শব্দকে ব্যবহার করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে। উদাহরণ দেওয়া হলঃ

কন্যাশিশুর অভিমান

বকা ঝকা কেন কর আমি মেয়ে বলে?
দাদাকে তো বেশ খাওয়াও গল্প বলে বলে!
ঠিক মতো স্নান খাওয়া সেটাও করাও না-
কেন তুমি আমার দিকে নজর রাখো না?

- কৃত্যালি নং- ৭/১

শিক্ষক শিক্ষিকা এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ছড়া ছবি সহ গল্পের বই সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যকরী গ্রন্থাগার তৈরি করে তুলবেন এবং এই সমস্ত বই গুলিকে নিয়ে গল্প পাঠের আসর অনুষ্ঠিত করবেন। আসর শেষে দল ভিত্তিক মতামত নেওয়া হবে।

কৃত্যালি- ৮

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক মশাই এমন একটি দৃশ্য শ্রাব্য মিশ্রিত ক্লীপ দেখাবেন যেখানে শিশুর যত্ন ও কন্যা সন্তানের সুরক্ষার ব্যপারে বিভিন্ন দিক দেখানো হয়েছে। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনা করবেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শব্দ ব্যবহার শিখে নেবেন।

উপভাবমূলঃ উন্নয়নের নামে প্রকৃতির বিশেষত জলাভূমির বিপন্নতা

কৃত্যালি- ৯

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল।

শব্দ জালঃ

কারখানা, মৃত, জীবন, প্রতিমা, বাঁধ দেওয়া, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, খাদ্য জীবিকা, যাতায়াত, পশু ভাসিয়ে দেওয়া, বিসর্জন, আবর্জনা।

- কৃত্যালি- ৯/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ--

সহজ পাঠঃ

দূষণ ও নদী রক্ষা---নদী আমাদের মা। ভারতবর্ষ নদী মাতৃক দেশ। বিশেষ করে বাংলা। চাষি , জেলে সব শ্রমজীবী মানুষরা বেঁচে থাকে নদীকে কেন্দ্র করে।আধুনিক জীবনে অনেক উন্নয়ন হয়েছে। কলকারখানা হয়েছে। নদীতে ট্রলার চলে স্টীমার চলে। মানুষের সুবিধা হলেও বিপদ বেড়ছে। কলকারখানার বর্জ্য নদীতে মিশছে। জল দূষিত হয়েছে। জলজ প্রাণীদের, মাছেদের ক্ষতি হচ্ছে। নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে।নদীর জলের স্রোত নিজের গতিতে যেতে পারছ না।নদী শুকিয়ে যাচ্ছে। নদী হল মায়ের মতো। তাকে দূষণ মুক্ত করে রাখা আমাদের কর্তব্য। প্লাস্টিক, ময়লা আবর্জনা নদীতে ফেলা যাবে না।নদীকে আপন মনে চলতে দিতে হবে।

- কৃত্যালি- ৯/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে “পঠন কার্ড” তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে। দুর্বলতর শিশুদের জন্যে শব্দ চার্ট তৈরি করতে হবে। স্বপঠনের জন্যে দিতে হবে।

- কৃত্যালি- ৯/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুসারে বারে বারে উদাহরণ দিয়ে শিশুদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ৯/৪

অনুরূপ ভাবে শিক্ষক শিক্ষিকারা সহজ তর পাঠ তৈরি করবেন এবং পড়ুয়াদের আলাদা ভাবে পড়তে দেবেন।

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ

জল আমাদের জীবন। নদীর পাশেই আমাদের দেশ। নদীকে ময়লা থেকে বাচাতে হবে। নদীতে ক্লকারখানার নোংরা ফেলা যাবে না। মরা পশু ভাসানো যাবে না। প্রতিমা বিসর্জন হবে না। নদী আমাদের মা।

- কৃত্যালি- ৯/৫

এই ভাবে আরও কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

কৃত্যালি- ১০

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

সমীক্ষা

কলকারখানা বা রাস্তা ঘাট করার জন্য এলাকার বিভিন্ন দূষণ ঘটছে এমন কোন উদাহরণ আছে কিনা তা এলাকায় সমীক্ষা করতে হবে।

ক) কি ধরনের শিল্প ও কারখানা
খ) কি ধরনের দূষণ ঘটছে – বায়ু জল, শব্দ দূষণ
গ) এতে প্রকৃতি ও পরিবেশের কি কি ক্ষতি হচ্ছে
ঘ) কি ভাবে তার প্রতিকার করা সম্ভব

এ বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট তৈরি হবে। শব্দ চার্টে চর্চিত সংশ্লিষ্ট শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করবেন শিশুদের মধ্যে।

কৃত্যালি- ১১

শিশুরা ভূমিকা অভিনয় করে দেখাবে কেমনভাবে প্রকৃতি ও জলাভূমির দূষণ হচ্ছে। উন্নয়ন প্রয়োজন তবুও পরিকল্পনা বিহীন কলকারখানা প্রতিষ্ঠা রাস্তা ঘাট তৈরি শহরাঞ্চল গড়ে ওঠার ফলে পরিবেশের যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

নাটকঃ কালবেলা

(নাটকটির প্রেক্ষাপট হল একটি বৃহৎ জলাভূমি। মাছ ছাড়াও অন্যান্য পাখি, জলজ উদ্ভিদ, জলজ প্রাণী, মৎসজীবি মানুষ জন এই জলাভূমির ওপর নির্ভরশীল ছিল। ওখানকার বায়ু ছিল শুদ্ধ। ধোঁয়া ধুলো মোটেই ছিল না। আশেপাশের বাড়ির মানুষেরা এই জল থেকে নানান কাজ করত। পশুদের খাওয়াতো। আশেপাশের জমিতে রবির ফসল ফলাতো। জলজ উদ্ভিদ কেটে নিয়ে গৃহপালিত পশুদের খাওয়াতো। ডিঙি নৌকায় চড়ে মাছ ধরত। ঐ মাছ বাজারে বিক্রি করে সংসার চালাতো কয়েকটি পরিবার। হঠাৎ করেই এই জলাভূমি ভরিয়ে চার লেনের রাস্তা তৈরি হয়েছে আর সরকার ঐ রাস্তার পাশে একটি রাসায়নিক সার তৈরির কারখানা খুলেছে। কিছু লোকের কাজ হয়েছে ঠিকই কিন্তু অন্য অনেক পরিবেশগত সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই নিয়ে বিভিন্ন প্রানীদের কথোপকথন চলছে।)

(জলাভূমির প্রবেশ)

জলাভূমিঃ- হায় আজ আমার কোন স্থান নেই। আমার ওপর দিয়ে কংক্রিটের কালো রাস্তা গড়া হয়েছে। বাস, ট্যাক্সি, লরি ছুটছে। তারি পাশে সার কারখানা হয়েছে। কী বাজে গন্ধ। আমি একটু খানি হয়ে গেছি। আমার ওপর সার কারখানার যত বস্তা, পলিথিন ফেলছে। আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

(কয়েকজন নারীর প্রবেশ)

১ম নারীঃ- এখন সবে সকাল ৯ টা বাজে। দেখে মনে হচ্ছে দুপুর দুটো বাজে। কী গরম।

২য় নারীঃ- আগে কী সুন্দর ছিল এখানটা। গরুর জন্য ঘাস পাতা কাটতে আসতাম। ওগুলো খেয়ে দুধ দিত ভালো।

৩য় নারীঃ- আমার ছেলেরা তো সারাদিন এখানে ডিঙি নৌকা চেপে কত মাছ ধরত। ইয়া বড় বড় বোয়াল, শোল। তা ছাড়াও সরপুঁটি, খোলসে মাছ ধরা পড়ত ছিপে।

৪র্থ নারীঃ- আরে ঐ জন্যে তো টিউকলে খুব চাপ পড়েছে। গ্রামে আর জল ওঠে না। কী জল কষ্ট।

১ম নারীঃ- জায়গাটা কি খারাপ হয়ে গেছে। বাজে একটা গন্ধ। সবসময়। নাক ঝা ঝাঁ করছে।

৩য় নারীঃ- আমার ছেলে বলে, এই গন্ধে নাকি ফুসফুসের রোগ হয়।

[আলোচনা করতে করতে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে কারখানা সরিয়ে নিয়ে জলাভূমি ফিরে আনার জন্যে আন্দোলন করবে। বিডিও অফিস, ডি এম অফিস যাবে। মিছিল করবে। শেষে তারা সবাই শপথ করে]

সবাইঃ- আজ থেকে আমরা শপথ নিচ্ছি, এমন ভাবে জলাভূমি নষ্ট হতে দেব না। যতই উন্নয়ন হোক। এমন সুন্দর পরিবেশ নষ্ট হতে দেব না।

- কৃত্যালি নং- ১১/১

শিক্ষক শিক্ষিকা এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ছড়া ছবি সহ গল্পের বই সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যকরী গ্রন্থাগার গড়ে তুলবেন এবং এই সমস্ত বই গুলিকে নিয়ে গল্প পাঠের আসর অনুষ্ঠিত করবেন। আসর শেষে দল ভিত্তিক মতামত নেওয়া হবে।

কৃত্যালি- ১২

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

উন্নয়নের জন্য কিভাবে বনের ধ্বংস সাধন হচ্ছে, কলকারখানা জন্য বায়ু দূষণ এবং জল দূষণ ঘটছে তা দেখিয়ে দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করা যেতে পারে। ঐ গুলি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন আলোচনা হতে পারে । আলোচনার সময় শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট শব্দ ও শব্দ গুচ্ছ ব্যবহার করতে শিখবে।

উপভাবমূলঃ জীবন রক্ষায় নদী মায়ের মত

কৃত্যালি- ১৩

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল

শব্দ জালঃ

নদী মা, জলই জীবন, চাষের জন্য নদী, যাতায়াত, খাদ্য জীবিকা, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠস্বচ্ছ বায়ু, দূষণ মুক্ত পরিবেশ, মায়ের ওপর অত্যাচার, দূষিত করা হচ্ছে, ব্রীজ দেওয়া, পশুর স্নান, কলকারখানা নির্মাণ, অপরিসীম উপকার, বর্জ্য পদার্থ, প্লাস্টিক, জলজ প্রাণী, আবর্জনা, নর্দমার দূষিত জল।

- কৃত্যালি- ১৩/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এই উপভাবমূলটিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ----

সহজ পাঠঃ

নদী আমাদের মা। বিশেষ করে বাংলার মানুষেরা বেঁচে থাকে নদীকে কেন্দ্র করে। আধুনিক জীবনে অনেক উন্নতি হয়েছে, কলকারখানা হয়েছে। নদীতে ট্রলার চলে। স্টীমার চলে। মানুষের সুবিধার সাথে বিপদ ও হয়েছে। কলকারখানার বর্জ্য মিশছে, জল দূষিত হচ্ছে। জলজ প্রাণীর ক্ষতি হচ্ছে। নদীতে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। নদী গতি হারিয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে।

নদী মায়ের মত। তাকে দূষণ মুক্ত রাখা আমাদের কর্তব্য। প্লাস্টিক, ময়লা, আবর্জনা নদীতে ফেলা যাবে না। নদীকে আপন মনে চলতে দিতে হবে।

- কৃত্যালি- ১৩/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ১৩/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুসারে উদাহরণ দিয়ে শিশুদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ১৩/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ

নদী মায়ের মত। নদীর জলে চাষ হয়। সেই ফসল আমরা খাই। নদীতে নানান মাছ জন্মায়। জেলেরা মাছ ধরে। যাতায়াতের জন্যও নদী উপকারী। এখানে কোন দূষণ নেই। নদীর ধারের প্রকৃতি সুন্দর। এখানে নদীর ভূমিকা অপরিসীম। তবু মানুষই বাঁধ দেয়। কলকারখানা গড়ে তোলে। দূষণ ঘটায়। কালো তেলে জল দূষিত হয়। নর্দমার জল পড়ে মায়ের মৃত্যু ঘটিয়ে ফেলে।

- কৃত্যালি- ১৩/৫

এই ভাবে আরও কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

কৃত্যালি- ১৪

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষিকা শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের কাছাকাছি কোনো নদী পরিদর্শনে নিয়ে যাবেন। নদীর ধারে বর্জ্য প্লাস্টিক পরিষ্কার করার জন্যে একটি কর্মসূচিও গ্রহণ করতে পারেন।

কর্মসূচীর নাম হবে- "নদী দূষণ রোধ কর্মসূচি", অথবা যে কোনো মানানসই একটি নাম দেওয়া যেতে পারে। জনসাধারণকে সচেতন করতে কিছু পোষ্টার স্লোগান ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। এই সব কর্মসূচির জন্য প্রয়োজন কিছু গ্লাভস, মাইক, বড় বস্তা, ভ্যান গাড়ি পোষ্টার ইত্যাদি।

কৃত্যালি- ১৫

সৃজনমূলক কাজঃ

বিষয়টি নিয়ে একটি নাট্যাভিনয় করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে নাটকটির সংলাপ যেন শিশুদের ওপর চাপ সৃষ্টি না করে বরং বিষয়বস্তুটি বুঝিয়ে দিয়ে চরিত্র ঠিক করে দিয়ে তাদের প্রত্যকের ভূমিকা যেমন হবে তা স্পষ্ট করে

দেবেন। এরপর শিক্ষক/শিক্ষিকারা তাঁদের নিজেদের তৈরি নাটকটি একবার পড়ে দেবেন। তার প্রিয় শিশুদের নিজেদের মত করে অভিনয় করতে বলবেন। সংলাপের মধ্যে কোন চরিত্র মূলত কোন কোন শব্দ প্রয়োগ করবে তা তাঁদের আগে থেকে বুঝিয়ে দেবেন। যাই হোক একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

নাটিকাটির মাধ্যমে ছাত্র/ছাত্রীদের বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলাটাই মূল উদ্দেশ্য।

নাটিকাঃ বিপন্ন নদী মা

(১০ জন শিশুকে নিয়ে নাটিকাটি করা সম্ভব), চরিত্র- ১জন নদী মা ৪ জন ঢেউ ৫ জন সূত্রধর

(নদী মার কোমরে ২ টি সাদা ময়লা ওড়না বাঁধা থাকবে। ২টি ওড়নার ৪টি কোনে ৪ জন ধরে গানের তালে তালে ঢেউ তুলবে। নদী মা ও ঢেউদের প্রবেশ)

(সূত্রধরের প্রবেশ)

নদীর ভাঙছে ঢেউ
তাকাস না রে কেউ
যেদিন ছিল শান্ত
সবাই তাকে মানতো
(আজ) আওয়াজ উতরোল
তার সঙ্গে এমন করে
করিস না রে ছল।

১মঃ- নদী আমাদের মা। (স্ট্যাচু)

২য়ঃ- কারণ জলই জীবন।(স্ট্যাচু)

৩য়ঃ- নদীর জল সেচ দিয়ে আমরা চাষ আবাদ করি।(স্ট্যাচু)

৪র্থঃ- নদী আমাদের খাদ্যের উপকরণ যোগায়। (স্ট্যাচু)

৫মঃ- নদীতে নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ ইত্যাদি জলযানের মাধ্যমে দূর দূরান্তে যোগাযোগ করি। (স্ট্যাচু)

১মঃ- ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে নদীর জল ব্যবহার করি।

২য়ঃ- নদী জীব বৈচিত্র্য রক্ষা করে

৩য়ঃ- প্রকৃতিকে গরম হতে দেয় না

৪র্থঃ- নদীর ধারে কত রকম উৎসব হয়।

৫মঃ- মেলা বসে হাট বসে।

নদীঃ- হ্যাঁ, তাই তো আমি আজ বিপন্ন। শুধু তোমাদেরই জন্য।

সমবেতঃ- কেমন করে মা?

নদীঃ- তোরা জানিস না?

সমবেতঃ- না

নদীঃ- কারখানা তৈরি করে বর্জ্য ফেলছিস কিনা?

সমবেতঃ- হ্যাঁ

নদীঃ- বাঁধ দিয়েছিস। ব্রীজ তৈরি করেছিস, জল অপচয় করেছিস, পশুদের স্নান করিয়ে জল বিষাক্ত করছিস, প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে, বালি তুলে তুলে আমার পাড়ে ধরিয়েছিস ভাঙন। আমার গভীরতা কমে যাচ্ছে, জল ধরে রাখতে পারছি না, তার ফল তোরা ভোগ করছিস – বন্যা।

সমবেতঃ- বন্যা-বন্যা- বাঁচাও- বন্যা-

১মঃ- সব ফসল নষ্ট হয়ে গেল

২য়ঃ- ঘর বাড়ি সব ভেঙ্গে গেল,

৩য়ঃ- আমার খোকা ভেসে যাচ্ছে- খোকা- খোকা-

শেষে এই নাটকটি থেকে শিশুরা কি কি শিখল তা তাঁরা তাদের নোটবুকে লিপিবদ্ধ করে রাখবে।

- কৃত্যালি- ১৫/১

এই উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত শিশু পাঠ্য কাহিনী ও ছবির গল্প প্রকাশিত হয়েছে তা নিয়ে একটা গল্প পাঠের আসর বসানো যেতে পারে।

শেষে এই নাটিকাটি থেকে শিশুরা কি কি শিখল তা তারা তাদের নোটবুকে লিপিবদ্ধ করে রাখবে।

- কৃত্যালি নং- ১৫/২

শিক্ষক শিক্ষিকা এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ছড়া ছবি সহ গল্পের বই সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যকরী গ্রন্থাগার তৈরি করে তুলবেন এবং এই সমস্ত বই গুলিকে নিয়ে গল্প পাঠের আসর অনুষ্ঠিত করবেন। আসর শেষে দল ভিত্তিক মতামত নেওয়া হবে।

কৃত্যালি- ১৬

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক মশাই নদী নিয়ে একটি দৃশ্য শ্রাব্য তৈরি করতে পারেন। নদীকে ঘিরে বসতি, চাষবাস, জলসেচ, যানবাহন, ইত্যাদি নিয়ে ছবি তুলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন। নদী কে ঘিরে নানান প্রানীর ছবি তুলে তাও আলোচনা করতে পারেন। মা যেমন ভালবাসেন, খাওয়ার আশ্রয় দেন ঠিক সে রকমই নদী কিভাবে আমাদের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে তা নিয়ে আলোচনা করবেন। শিশুদেরকে কথা বলতে দেবেন। আলোচনার মধ্যে দিয়ে উঠে আসা নানান শব্দ গুলো বলতে দেবেন।

মূল পাঠ্যাংশের কাজঃ

কৃত্যালি- ১৭

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

শব্দজালঃ

হামাগুড়ি, বড্ড মানাত, কাঁকন, উঠোন, টিকরায়, গাঁসুদ্ধ, আশ্চর্য, চোদ্দবার, নাইয়ে ধুইয়ে, নিরীক্ষণ, ঢেকেঢুকে, রান্নাঘরে, উথলোব-উঠলোব, তক্কে তক্কে, চম্পট, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড, কান্নাকাটি, গর্জন, যন্ত্রপাতি, পাততাড়ি, খোঁড়াখুঁড়ি, ইঞ্জিনের আওয়াজ, আঁচল দুলিয়ে, কুলকুল করে, দু-কূল ভরিয়ে, সংস্কৃতের দিদিমণি, নদীমাতৃকা, হিরণ্যবক্ষা ঢেউ, অদ্ভুত ব্যাপার, ভিন গাঁয়ের লোক, নর্দমা, মানুষ না পিশাচ।

- কৃত্যালি- ১৭/১

এবার শিক্ষক শিক্ষিকাগণ গল্পটিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন।

সংক্ষিপ্ত সারঃ

এক চাষির এক মেয়ে ছিল। নাম 'সোনা'। চাষি মেয়েকে সোনার কাঙ্কন কিনে দিতে পারে না। মন খারাপ লাগে।ছোট ঘরে একটু একটু করে বেড়ে ওঠে। একদিন মা সোনাকে নদীতে স্নান করাতে নিয়ে এলেন। গা মোছাতে গিয়ে তিনি অবাক। দেখলেন সোনার গায়ে বালি চিকচিক করছে। চাষি ভালো করে দেখল। অবাক হয়ে বলল যে, নদী মা চাষির বউএর ইচ্ছা পূরণ করেছে। তাই মেয়ের গা সোনায় ভরে গিয়েছে। একজন চোর সোনার গায়ের সোনা দেখতে পেল। সুযোগ বুঝে চাষির মেয়ে সোনাকে চুরি করল। ধরা পড়ে গেল শেষে। বাঁচার জন্য মিছে কথা বলল। সোনার বাবা ও অন্য চাষিরা খবর পেয়ে ছুটে এল। সোনা তার বাবাকে দেখতে পেল। ঝাপিয়ে চলে গেল বাবার কাছে। ছোট্ট মেয়েটির খবর পেয়ে সরকার থেকে লোক এল। যন্ত্রপাতি এল। নদী খুঁড়ে সোনা পেল কম। এত কম যে তারা ফিরে গেল। সেই থেকে গ্রামের নাম 'সোনা' হল। সোনা নদীকে খুব ভালোবাসে । কেউ নদীর ক্ষতি করলে সোনা রেগে যায়। পরিষ্কার করে রাখে সবাই। সোনার কাছে নদী সত্যিকারের মা।

- কৃত্যালি- ১৭/২

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

(৫)

ঢেউয়ের তালে তালে

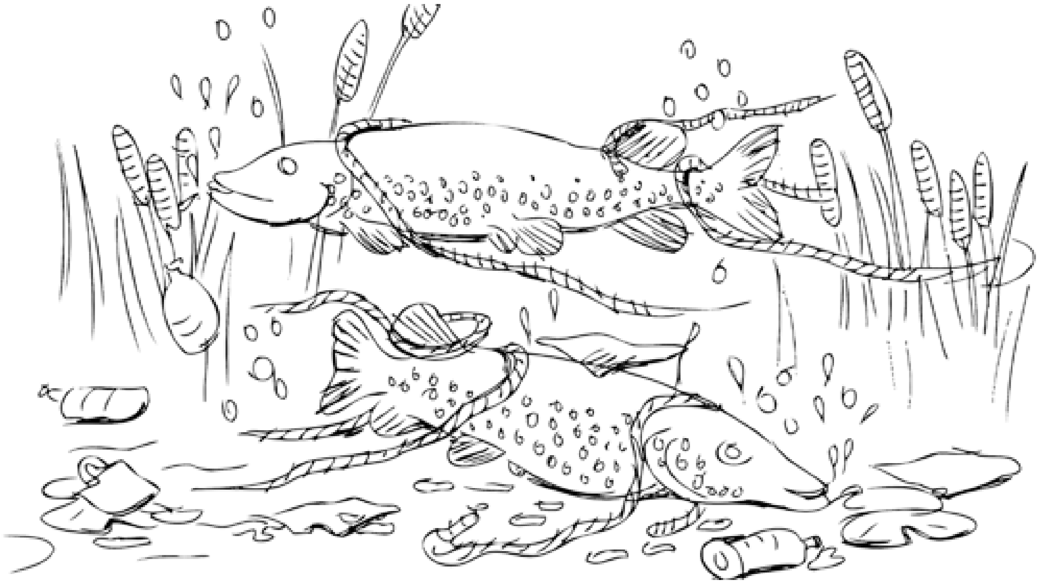

এই পাঠ্যাংশে সামুদ্রিক অভিযানের গল্প আছে। এখানে দুটি উপভাবমূল নিয়ে কাজ হবে।

ক) সাগর, মহাসাগর উপ সাগর নিয়ে ধারণা

খ) সাগরের জীব বৈচিত্র্য ও জীবজগৎ এবং সামুদ্রিক জীবের বিপন্নতা

উপভাবমূলঃ সাগর, মহাসাগর, উপ-সাগর

কৃত্যালি- ১

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল

শব্দ জালঃ

গভীরতা, সামুদ্রিক জীব, জলজ প্রাণী, পৃথিবীর বৃষ্টি পাত, আয়লার মত ঝড়, লবণাক্ত জল, স্থল ভাগ, বিপুল তরঙ্গ, অশান্ত জল ভাগ, বিস্তৃতি, জাহাজ, সামুদ্রিক প্রাণী, ট্রলার।

- কৃত্যালি- ১/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজ পাঠঃ

সাগর, মহাসাগর, উপসাগরের। এদের মধ্যে ঝগড়া লাগল। ছোট্ট পাখির দল উড়তে উড়তে বলল- কি বোকা তোমরা। তোমাদের মধ্যে মহাসাগর সবচেয়ে বড়। তার প্রচুর জল। গভীরতাও বেশী। সামুদ্রিকজীব ও জলজ প্রাণী আছে সেখানে। পৃথিবীর বৃষ্টিপাত কতটা হবে ঠিক করে সে। বুলবুল আয়লা কোন পথে আসবে সেটাও ঠিক করে মহাসাগর। বাস্পীভবন ও জলচক্রকে ঠিক রেখে বৃষ্টিকে সাহায্য করে। প্রশান্ত মহাসাগর হল সবচেয়ে বড়।

সাগর হল মহাসাগরের ছোট বোন। একটু গভীরতা কম। তবু ভীষণ লবণাক্ত। স্থলভাগের কাছাকাছি থাকে। পাখি বলল ঝগড়া কেন কর তোমরা? তোমরা না থাকলে পৃথিবী তো শেষ। জলই তো জীবন।

উপমহাসাগর বলল- এবার আমার কথা কিছু বল। পাখি বলে উঠল- উপমহাসাগর, তুমি তিন দিক ঘেরা জলরাশি। মায়ের কোলে শিশুর মত থাকো। জল কম, গভীরতা কম, ঢেউ কম। তুমি সকলের খুব আদরের। এবার ঝগড়া বন্ধ কর।

- কৃত্যালি- ১/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে “পঠন কার্ড” তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী থেকে উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজতর পাঠঃ

আমি মহা সাগর, আমার গভীরতা সব থেকে বাশি। আমার তলায় কত জীব। উপরে টল টলে জল। যেদিকে তাকাও শুধু নীল।

আমি সাগর। আশান্ত সাগর। বড় বড় ঢেউ। কত সামুদ্রিক প্রাণী। ভীষণ লবণাক্ত জল। স্থলভাগের কাছাকাছি।

আমি উপসাগর। মাটি মায়ের কোলে থাকি। তিন দিকেই স্থল ভাগ। অগভীর জল।ঢেউ কম। কত সামুদ্রিক প্রাণী। প্রাণী বাস করে।

- কৃত্যালি- ১/৫

এই ভাবে আরও কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

কৃত্যালি- ২

তিন দল শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষক সাগর মহা সাগর, উপ সাগর নিয়ে সাধারণ ধারণা নাটিকা আকারে উপস্থাপন করতে পারেন। এখানে বিভিন্ন উপ সাগর সাগর মহাসাগরের নাম উল্লেখ করতে পারেন।

উদাহরণ দেওয়া হলঃ

নাটকঃ সমুদ্র

[এই নাটকটির উপজীব্য বিষয় হল আবস্থান, গভীরতা, ঢেউ এর তীব্রতা, বিভিন্ন জীবের উপস্থিতি, ইত্যাদি ক্ষেত্রে মহাসাগর, সাগর এবং উপসাগরের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা নিয়ে একটি পরিচয় জ্ঞাপন কথোপকথন তৈরি করা। এটি হবে মূলত জ্ঞান মূলক। নাটকে যুক্ত শিশুদের তিনটি ভাগে ভাগ করে নিজেদের বিষয়টিকে তুলে ধরার জন্য ব্যবস্থা করবেন শিক্ষক শিক্ষিকা। যেমন- অবস্থান নিয়ে তর্ক বিতর্কের সময় নিম্নলিখিতভাবে কথোপকথন হতে পারে।]

মহাসাগরঃ- এই যে সাগর ভায়া, তোমরা তো ডাঙ্গার কাছাকাছি থাকো। আমাদের ব্যপারটা বুঝবে না।

সাগর ১ঃ- এই কি এমন ব্যপার ভাই যে আমরা বুঝব না?

মহাসাগরঃ- আমরা মাঝ সমুদ্র। শুধু নীল জল আর জল। এমনিতে ঢেউ ভাঙ্গে না। দুরন্ত হাওয়া টলটলে ঢেউ উঠে আর নামে। দোলনায় দোল দেওয়ার মত।

সাগর ২ঃ- আমাদের তো সাদা ফেনায় ঢেউ ওঠে না ওটা ওঠে উপসাগরে।

উপসাগরঃ- হ্যাঁ, এই তো জন্যে তো আমাকে সুন্দর বলে। আমাকে দেখার জন্যে কত লোক সাগরের পাড়ে আসে।

উপসাগর ২ঃ- আমি ডাঙ্গার একেবারে কাছে থাকি। আমাদের তিন দিকেই ডাঙা। আমি ওকে কোলে করে রাখি। খুব আদুরে তো।

উপসাগর ৩ঃ- আমি তোমাদের মত দুষ্টু না। লোকে আমাদের মধ্যে নেমে স্নান করে।

মহা সাগরঃ- আরে রাখো তোমাদের আদুরে পনা। আমি মহা সমুদ্র। লোকে আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি করে। এই পৃথিবীতে কটা মহা সমুদ্র আছে জানো?

মহা সাগর ৩ঃ- মাত্র ৫টা। হাতে গোনা ৫টা। তোমাদের মত আনাচে কানাচে আমার জন্ম নয়।

সাগর ২ঃ- কেন এত গোল কর তোমরা? আমি তোমাদের মাঝখানে থাকি। আমাদের মাঝে কত জীব বাস করে জানো? উপসাগর ভায়াদের সেই অভিজ্ঞতা নেই।

মহাসাগর ৩ঃ- কেন, মহাসাগরের তলায় কি জীব থাকে না? কত বড় বড় তিমি, হাঙর থাকে। তোমাদের নীচে ছোট ছোট উদ্ভিদ, মাছ এই সব থাকে।

[এইভাবে তিনটি দল নিজেদের মত করে বিষয়টি এগিয়ে নিয়ে যাবে। তর্ক বিতর্কের মধ্যে দিয়ে নিজেদের মত করে সংলাপ তৈরি করবে। নাটকটি উপস্থাপনের আগে খবরগুলি সঠিকভাবে সংগ্রহ করে আলোচনার মাধ্যমে সংলাপ তৈরি করে নেবে]

- কৃত্যালি নং- ২/১

শিক্ষক শিক্ষিকা এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ছড়া ছবি সহ গল্পের বই সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যকরী গ্রন্থাগার তৈরি করে তুলবেন এবং এই সমস্ত বই গুলিকে নিয়ে গল্প পাঠের আসর অনুষ্ঠিত করবেন। আসর শেষে দল ভিত্তিক মতামত নেওয়া হবে।

কৃত্যালি- ৩

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

এমন একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করতে হবে যেখানে উপসাগর সাগর এবং মহা সাগর আলাদা রং প্রয়োগ করে দেখানো গেছে। বিশ্বের ম্যাপের ওপর ঐ কাজটি করতে হবে। গুগুলের সাহায্য নিয়ে। এটি শিক্ষার্থীদের ধারণা আরও স্পষ্ট হবে। ঢেউ গভীরতা সামুদ্রিক জীবের প্রকার এবং সামুদ্রিক ঝড়ের উৎপত্তি এই তিন বিভাজনের বিশেষত্ব তুলে ধরে যেতে পারে। শেষে আলোচনা করে নোটবুক তৈরি করতে হবে।

উপভাবমূলঃ সাগরের জীব বৈচিত্র্য ও জীবজগৎ এবং সামুদ্রিক জীবের বিপন্নতা

কৃত্যালি- ৪

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল

শব্দ জালঃ

সামুদ্রিক প্রাণী, উদ্ভিদ, অক্সিজেন, তলদেশ অন্য জগত, বালির স্তুপ, আজানা উদ্ভিদ, তিমি, কচ্ছপ, শুশুক, অক্টোপাস, ডলফিন, গাঙচিল, আলবালটোস (বিখ্যাত সামুদ্রিক প্রাণী), সাগরের ভিতরের প্রবাল, সিগয়াস, সমুদ্রের ধারের গাছ, নারকেল, ক্যাকটাস।

- কৃত্যালি- ৪/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজ পাঠঃ

কেলভিন উপযুক্ত পোশাক পরে নিল। নেমে গেল মাঝ সমুদ্রে। হাত পা নাড়তে নাড়তে সমুদ্রের নীচে সঙ্গে নিল অক্সিজেন। ওখানে এক অদ্ভুত সামুদ্রিক জগত। কত প্রাণী, অদ্ভুত তাদের আকার। মাছের মত কিন্তু মাছ নয়। তা ছাড়া তিমি, হাঙর, অক্টোপাস, ডলফিন তো আছেই। বিভিন্ন উদ্ভিদ। ক্যাকটাস, মস জাতীয় উদ্ভিদ, জলের নীচে বিশাল বিশাল পাহাড়, বড় বড় অমসৃণ পাথর। স্পষ্ট দেখা যায় এক মাছ অন্য কে খায়। লেজ নাড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়। বড় এ্যাকুরিয়ামে যেমন দেখা যায়।

- কৃত্যালি- ৪/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে “পঠন কার্ড” তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ৪/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে

আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী থেকে বারে বারে উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ৪/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজতর পাঠঃ

সমুদ্রের তলদেশে। যেন অন্য জগত। নুড়ি পাথর আর পাহাড়। বালির স্তুপ। তারই মাঝে নানা প্রাণী। অজানা সব উদ্ভিদ। ছোট বড় মাছ। হাঙর, অক্টোপাস, তিমি লেজ নাড়িয়ে ঘুরছে। সূর্যের আলো পড়ে স্পষ্ট সব দেখা যায়।

- কৃত্যালি- ৪/৫

এই ভাবে আরও কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

কৃত্যালি- ৫

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

ভ্রমণের সুযোগ থাকলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে 'সমুদ্রে' একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করতে পারেন। ভ্রমণে গিয়ে সমুদ্রের পাশের জেলে বস্তি পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করবে। ছাত্রছাত্রীরা সমুদ্রের বিপদ কি কি তা নিয়ে জানবে। বিপদ থেকে ফিরে আসা ২/১ জন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের কাছ থেকে সমুদ্রযাত্রার কাহিনী শুনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে।

সমুদ্রের ধারে বিভিন্ন জীবের জীবাশ্ম সংগ্রহ করবে ও সে বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে সামুদ্রিক জীব সম্পর্কে জেনে নেবে। যেমন –কাঁকড়া, ঝিনুক, স্টার ফিশ ইত্যাদি।

কৃত্যালি- ৬

সৃজনমূলক কাজঃ

সমুদ্রের বিপন্নতা নিয়ে একটি নাটিকা উপস্থাপনা করা যায়। মনে রাখতে হবে নাটকটির সংলাপ যেন শিশুদের ওপর চাপ সৃষ্টি না করে বরং বিষয়বস্তুটি বুঝিয়ে দিয়ে চরিত্র ঠিক করে দিয়ে তাদের প্রত্যকের ভূমিকা যেমন হবে তা স্পষ্ট করে দেবেন। এরপর শিক্ষক/শিক্ষিকারা তাঁদের নিজেদের তৈরি নাটকটি একবার পড়ে দেবেন। তার প্রিয় শিশুদের নিজেদের মত করে অভিনয় করতে বলবেন। সংলাপের মধ্যে কোন চরিত্র মূলত কোন কোন শব্দ প্রয়োগ করবে তা তাঁদের আগে থেকে বুঝিয়ে দেবেন। যাই হোক একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

প্লাস্টিকের কারণে কি ভাবে সমুদ্রের মাছ মারা যাচ্ছে। জাহাজ থেকে নির্গত তেল কি ভাবে জল ভাগ কে বিষ ক্রিয়া করছে। এই সব বিষয় নিয়ে নাটকটি করতে হবে।

নাটকঃ বিপন্নতা

[চরিত্রঃ- হাঙর, তিমি, স্টার ফিস, অক্টোপাস, ফার্ন, প্যাসিডোলিয়া, সামুদ্রিক ঘাস]

হাঙরঃ- দেখ তিমি, কি একটা সাদা মত জিনিস ভেসে ভেসে আসছে। চল দেখি ওটা খাওয়া যায় কিনা।

তিমিরঃ- ওটা খেও না, খেও না। মারা পরবে।

অক্টোপাসঃ- কেন রে? ওটা কি?

তিমিরঃ- আমার এক বন্ধু ভুল করে ওটা খেয়ে নিয়েছিল, পেট ফুলে ভেসে পড়ল।

হাঙরঃ- কোথা থেকে আজকাল এই সব জিনিস সমুদ্রের তলায় আসছে?

তিমিরঃ- আরে, হতচ্ছাড়া মানুষ গুলো জাহাজ নিয়ে ভেসে যায়, আর এই সব মারাত্বক জিনিস গুলো ফেলতে ফেলতে যায়। চল, ঐ পাহাড়ে, দেখবি ঐ সব জিনিস গুলো লেগে আছে।

[সবাই ভেসে ভেসে যেতে লাগল]

তিমিরঃ- ঐ দেখ, কত ভেসে আছে। ওগুলো দাঁতে কাটে না।

হাঙরঃ- ও গুলোর নাম কি?

তিমিরঃ- শুনেছি, প্লাস্টিক। বদমাশ মানুষের সৃষ্টি। এ সব খাওয়া যায় না। নাড়িভুড়ি বরবাদ করে দেয়। বিষাক্ত জিনিস।

প্যাসিডলিয়ারঃ- কি বলছ তোমরা? ঐ প্লাস্টিক আর নাইলনের দড়ি পড়ে আছে আমাদের ঐ দিকে। তাই ঘাস জন্মাচ্ছে না।

স্টার ফিসঃ- কী অলুক্ষুনে কথা।
[এই ভাবে ব্যর্জ্য পদার্থের ছুঁড়ে ফেলায় বিষচ্ছে, তারা সোচ্চার হবে। সব মাছ প্রাণী এক জোট হয়ে বলবে যে এবার যদি কোন জাহাজ থেকে এই সব কেউ ফেলে তবে আমরা ঐ জাহাজ আক্রমণ করব। মানুষগুলোকে খেয়ে ফেলবে]

- কৃত্যালি নং- ৬/১

শিক্ষক শিক্ষিকা এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ছড়া ছবি সহ গল্পের বই সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যকরী গ্রন্থাগার তৈরি করে তুলবেন এবং এই সমস্ত বই গুলিকে নিয়ে গল্প পাঠের আসর অনুষ্ঠিত করবেন। আসর শেষে দল ভিত্তিক মতামত নেওয়া হবে।

কৃত্যালি- ৭

দৃশ্যশ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকাগণ একটি ভিডিও ক্লীপ দেখিয়ে সমুদ্রের তল দেশের প্রাণী ও উদ্ভিদের বিপন্নতা ও সংশ্লিষ্ট শব্দের চর্চা করবেন। তা ছাড়া শিশুদের থেকে মতামত নেবেন।

কৃত্যালি- ৮

মূল পাঠ্যাংশের কাজঃ

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

শব্দ জালঃ

মহাসাগর, নিঃশ্বাস বন্ধ, আস্তে আস্তে, সাঙ্ঘাতিক, তাড়াবার, এগোনোর পথে, অসহ্য ব্যাপার, পাহাড়ের মত ঢেউ, দর্শনীয় বস্তু, ছুঁড়ে ফেলা, কেলেঙ্কারি, অসাবধানী, জুড়িয়ে গেল, আন্দামান।

- কৃত্যালি- ৮/১

পাঠের সংক্ষিপ্ত রূপ তৈরি করে শিক্ষক শিক্ষিকা একবার পাঠ করিয়ে নেবেন। তারপরে পাঠ্যবই এর মূল পাঠে যাবেন।

জল কেটে কেটে জাহাজ চলেছে।ডিউক বলল সবাইকে যে তারা ধীরে ধীরে মহাসাগরের দিকে এগিয়ে চলেছে।একটা কচ্ছপও আসছে পিছন পিছন।আরেকজনের সঙ্গেও জাহাজের ভাব হয়ে ছিল , সে হল ছোট একটা পাখি।নানা বিপর্যস্ত পথ পেড়িয়ে এখন আমরা নিশ্চন্তে চলেছে। আমার আনন্দ হচ্ছে।জল আর জল। টিন থেকে বার করে রসগোল্লা খাওয়া হল। স্রোতের টানে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে।রান্না করতে হবে। আরেকটি কচ্ছপ ধীরে ধীরে জাহাজের পিছনে আসছে।ভয় হয় বন্ধুত্ব করতে। আংরেতে ওঠে পড়ে ভেবে টর্চ ছুঁড়ে মারলাম। ডিউক ভেবেছে আমি আদর করছি। একটু পরে দেখি আংরার বাইরে রঙিন মাছ। ডিউক ধরার চেষ্টা করল। জলে ঝাপাতে যাচ্ছিল আর কি । খেয়েদেয়ে ঘুম দিয়ছি ডিউকের ডাকে ঘুম ভেঙে দেখি একটা বিরাট মাছ আর কচ্ছপের লড়াই চলছে। ভয়ে আংরা দূরে সরানো হল।

- কৃত্যালি- ৮/২

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

(৬)

জুঁই ফুলের রুমাল

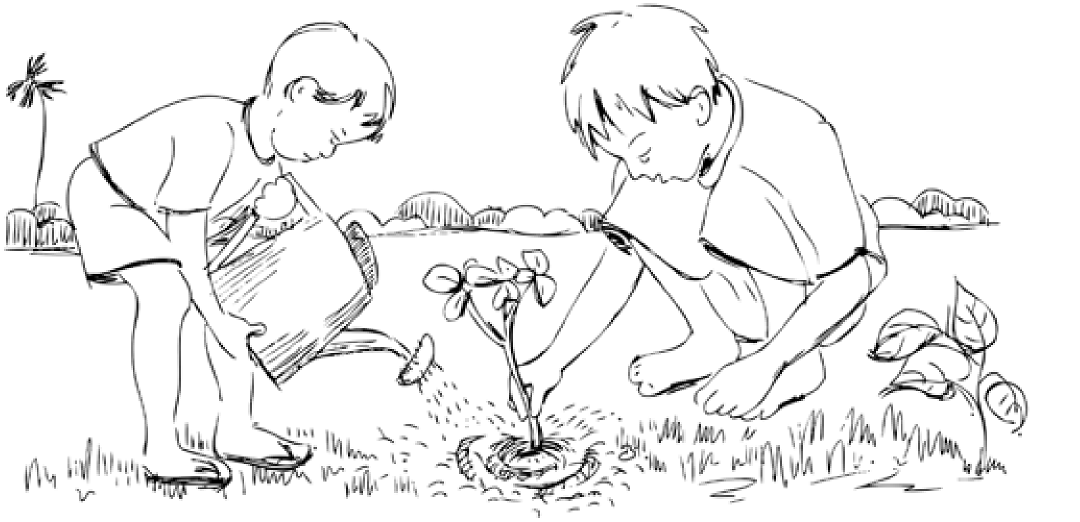

এই গল্পে গাছের সঙ্গে মানুষের সহাবস্থান ও সখ্যতার কথা বলা হয়েছে। পরিবেশ রক্ষা সহ বৃক্ষছেদন রোধে শিশুদের চেতনাকে স্পষ্ট করে তুলতে এই গল্পের অবতারণা। উপভাবমূল আছে একটিই।

ক) চারিপাশের প্রকৃতিকে চেনা, প্রকৃতিকে রক্ষা করতে বৃক্ষ রোপণ, প্রকৃতির ধ্বংস সাধন ও তার প্রতিকারের উপায়- মোট কথা প্রকৃতি বাঁচলে সব বৈচিত্র্যই টিকে থাকে।

উপভাবমূলঃ চারিপাশের প্রকৃতিকে চেনা, বৃক্ষ রোপণ ও বৃক্ষ ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিকারের উপায় সন্ধান এবং জীববৈচিত্র্য

কৃত্যালি- ১

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল

শব্দজালঃ

প্রকৃতি, বৃক্ষ, উদ্ভিদ, গুল্ম, ঘাস, পাখি, পতঙ্গ, সরীসৃপ, আলো, আকাশ, বাতাস, জন্তু, জানোয়ার, পতঙ্গ, সরীসৃপ, পাখি, পশু, উদ্ভিদ, ঘাস ও বৃক্ষের পরিচিত নাম, গাছের যত্ন, কাঠুরিয়া, প্রতিরোধ গড়া, দলবদ্ধ প্রতিবাদ, বৃক্ষছেদন, বৃক্ষ রোপণ, গাছের লালন পালন, একটি গাছ, একটি প্রাণ, পৃথিবী ধ্বংস হবে, জঙ্গল, যন্ত্রপাতি।

- কৃত্যালি- ১/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজ পাঠঃ

মিতু ছোট থেকে গাছ ভালোবাসে। গাছের ফুল ছিঁড়তে ওর মা মানা করেন। মা বলেন, ‘ গাছেদের কষ্ট হয়। মাটিতে পড়ে থাকা ফুল মিতুই তোলে। শহরে বড়ো বড়ো গাছ কাটা চলছে। মিতুর ভালো লাগে না।

মিতুর মা ওকে নয়নতারা, জবা আর লবু গাছের চারা এনে দিয়েছেন। টব কিনে দিয়েছেন বাবা। টবে মাটি রেখে চারা পুতেছে মিতু। রোজ জল দেয়, বেশি রোদে রাখে না। খুব যত্ন করে। কচি পাতা এসেছে গাছে। মিতার আনন্দ হয়েছে। এবার ফুল ফুটল। জবা গাছে কলি এল। ফুল হয়ে ফুটতে প্রায় দিনকয়েক লাগল।গাছের যত্ন না নিলে পৃথিবী ধ্বংস হবে এটা সে স্কুলে পড়েছে। বন্ধুরা মিলে মাঝে মাঝে সাফাই এর কাজ করে।স্কুলের বাগানের গাছেরও যত্ন নেয়। গাছের পাতা ছিঁড়লে বকে।

- কৃত্যালি- ১/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে “পঠন কার্ড” তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী থেকে বারে বারে উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজতর পাঠঃ

১) গাছ আমাদের প্রাণী জগৎকে রক্ষা করে। এটি গাছ একটি প্রাণ। মানুষ কার্বনডাই অক্সাইড ছাড়ে। গাছ গ্রহণ করে। গাছ অক্সিজেন দেয় মানুষ তা গ্রহণ করে।দুজন দুজনের জন্য। গাছ না বাঁচলে পৃথিবী ধ্বংস হবে।

২) ভোর হতেই বাইরে আসি। বাংলোর পাশেই জঙ্গল। ঘন সবুজ বন। ওখানে কত পাখি। ময়না, টিয়া,

কাকাতুয়া, ফিঙে, শালিখ, ঘুঘু আরও কত পাখি। কত প্রাণী বাস করে। কাঠবেড়ালি, গিরগিটি, বেজি, সজারু, ইঁদুর আরও কত প্রাণী। ওখানে নানান কীট পতঙ্গ। প্রজাপতি, ফড়িং, ভ্রমর, মৌমাছি আরও কত জীব। সবাই বেঁচে আছে। ওদের মধ্যে কোন লড়াই নেই।

৩) অনেক লোককে দেখা গেল জঙ্গলের কাছে। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা খেলা করছিল। টুনটুনি পাখির কেমন যেন লাগল। মনে হল এরা মন্দ। ওদের হাতে গাছ কাটার যন্ত্রপাতি। বুঝল এরা কাঠুরিয়া। বাধা দেবে কী করে। পাখিরা মিটিং করল। পাখিরা হইচই বাঁধিয়ে দিল। কোন পাখি ঠুকরে দিল।কেউ ছোট ছোট পাথর ছুঁড়ে দিল।কাঠুরিয়া শেষে ছুটে পালাল। ছেলেমেয়েরা আনন্দে মেতে উঠল। হইহই করল। হাততালি দিল।

- কৃত্যালি- ১/৫

এই ভাবে আরও কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

কৃত্যালি- ২

সমীক্ষা ও উৎসব পালন ও বৃক্ষরোপণঃ

- শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য- ছাত্র ছাত্রীরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এবং নিজেদের বাড়িতে বৃক্ষরোপণ ও লালন করবে, তারা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বীজ থেকে চারা তৈরি করবে এবং বাড়ির জন্য ঐ চারা নিয়ে যাবে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ কংক্রিটের হলে থার্মকলের বা গাড়ির টায়ার দিয়ে মাটি ঘিরে তার উপর গাছের চারা তৈরি করা যায়।
- শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রী তথ্য সংগ্রহ করে নিম্নলিখিত সমীক্ষা পত্রে লিখবে। বিদ্যালয়ে ফিরে শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে সংগৃহীত তথ্য নিয়ে আলোচনা ও মত বিনিময় করবে।

ক্রমিক সংখ্যা	গাছের নাম	সংখ্যা	কত দিন পুরনো	কিছুদিনের মধ্যে কাটা পড়েছে বা মরে গেছে এমন গাছ	কি কি উপকার পায়	
					মানুষেরা	জীব জন্তুরা

- এছাড়া সবাই মিলে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। উৎসব পালন করার জন্য বিভিন্ন মিছিল, গান, প্ল্যাকার্ড ইত্যাদি তৈরি করতে হবে।

কৃত্যালি- ৩

সৃজনমূলক কাজঃ

শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে ছড়া বানাতে পারেন, যেমন পাখি নিয়ে একটা উদাহরণ দেওয়া হল। শিক্ষক শিক্ষিকা এ বিষয়ে বিভিন্ন ছড়া বানাতে পারেন। একই ভাবে একাধিক বিষয় বস্তু নিয়ে ছড়া শিশুদের সাহায্যে বিভিন্ন ছড়া বানানো যেতে পারে। শিশুদের মধ্যে ছন্দবোধ রয়েছে। অনুপ্রাস তারা ভালবাসে। খাপছাড়া হলেও এই অনুপ্রাসের প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে মজা ও ছন্দবোধ তৈরি করতে হবে। অন্যদিকে যতটা সম্ভব চর্চিত শব্দকে ব্যবহার করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে।

ছড়ার গান

পাখি

ময়না সোনা গয়না পরে
আজকে যে তার বিয়ে,
বর এসেছে টুকটুকে ঠোঁট
সবুজ রঙের টিয়ে।
বৌ কথা কও
বরণ করে বরণডালা নিয়ে
বেনে বউটি কাঁপিয়ে দিল উলুধ্বনী দিয়ে।
বক দিল তায় সাদা চাদর
ককিল গাইল গান,
মাছরাঙারা মাছ ভেজেছে
বিয়ের ভোজ খান।
কাকাতুয়ার ঝুঁটি দেখে
বায়না বুলবুলির
বাঁধবে ঝুঁটি রঙ্গিন ফিতায়
খুলবে না চুল গুলি।
সানাই বাজায় শালিক চাতক
দোয়েল করুন শিস,
বর কনের ঐ নৌকাটাতে
পানকৌড়ি পাঠিয়ে দিস।
দাঁড় কাকেরা দাঁড় ধরেছে
দেবে তারাও পাড়ি
ময়নাসোনা পৌঁছে যাবে
ভোরে শ্বশুর বাড়ি।

- কৃত্যালি- ৩/১

বিষয়টি নিয়ে একটি নাট্যাভিনয় করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে নাটকটির সংলাপ যেন শিশুদের ওপর চাপ সৃষ্টি না করে বরং বিষয়বস্তুটি বুঝিয়ে দিয়ে চরিত্র ঠিক করে দিয়ে তাদের প্রত্যকের ভূমিকা যেমন হবে তা স্পষ্ট করে দেবেন। এরপর শিক্ষক/শিক্ষিকারা তাঁদের নিজেদের তৈরি নাটকটি একবার পড়ে দেবেন। তার প্রিয় শিশুদের নিজেদের মত করে অভিনয় করতে বলবেন। সংলাপের মধ্যে কোন চরিত্র মূলত কোন কোন শব্দ প্রয়োগ করবে তা তাঁদের আগে থেকে বুঝিয়ে দেবেন। যাই হোক একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

বৃক্ষ ছেদন নিয়ে একটি নাটিকার উদাহরণ দেওয়া হল।

নাটকঃ বড় গাছ যদি না থাকে

চরিত্রঃ- শাল, সেগুন, কৃষ্ণচূড়া, জুঁই, লজ্জাবতী, আকাশমনী, আম, কাঠাল, ৪ জন পাখি, ৪-৫ জন চারা ৫জন ২ জন মৌমাছি, ১জন প্রজাপতি। এর বেশি হলে গাছের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে।

প্রথম দৃশ্য

(ছড়া বলতে বলতে গাছ চারা লতা পাখি মৌমাছি প্রজাপতি সবার প্রবেশ।)

সমবেতঃ- উদ্ভিদ, উদ্ভিদ মোরা উদ্ভিদ, মাটি ভেদ করে উঠি তাই উদ্ভিদ।

সমবেত ছড়া- আমরা গাছের দল আমরা উদ্ভিদ। (সবাই স্ট্যাচু হয়ে হাত দুটো তুলে উপরে দিকে আঙ্গুল গুলি পাতার মতো নাড়বে, বড় গাছের দাঁড়াবে চারা ও লতারা বসবে।)

মৌমাছি ছানাঃ- ওগো আমার মা মৌমাছিদের মা। জুঁই ফুলের মধু খাব যেতে দাও না।

মৌমাছি মাঃ- ওরে আমার সোনা ছোট্ট কচি ছানা,

মধু খেয়ে চাকে এসো করব না তো মানা।

প্রজাপতিঃ- আমি যে প্রজাপতি,

ফুলে ফুলে মাতামাতি,

কত যে গল্প করি পাপড়িটাকে ছুঁয়ে,

ফুলের মধু খেয়ে।

এ ফুলের পরাগ নিয়ে

ও ফুলে দি বিয়ে

তাই তো ফুলে ফল ধরেছে আজকে রাতারাতি,

আমি যে প্রজাপতি।

পাখিরা (কোরাস)ঃ- কিচির মিচির কা-

পোকা ধরে খা, খা-খা-খা-টপ- টপা-টপাটপ- খা

সবাই (কোরাস)ঃ- সূর্জি মামা অস্ত গেছে সন্ধ্যা দিদি কৈ,

সেগুন দাদার মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে ঐ।

পাখির ছানাঃ- কিচিৎ, কিচিৎ, কিচিৎ

[এবার এখানে বিভিন্ন গাছের ভূমিকায় শিশুরা নিজেদের পরিচয় দেবে এবং তারা কিভাবে প্রকৃতিকে রক্ষা করে তা বলবে।]

(কাঠুরিয়াদের প্রবেশ)

১মঃ- ঐ দেখ বড় গাছ দাগ দেওয়া হয়েছে, সব কটাকেই কাটতে হবে।

২য়ঃ- কুড়ুল কাটারি গুলো কৈ?

৩য়ঃ- কাছিটাও আনো ঐ!

৪র্থঃ- আনতো করাত, চালাই সড়াৎ সড়াৎ

(১জন দা , ১জন কুড়ুল, আর দু জন করাত চালায়। ২ জন কাছি ধরে থাকে)

আম গাছঃ- আমাকে কেট না, আমি তোমাদের আম দি

কাঁঠালঃ- আমাকে কেট না, আমি এঁচোড়, কাঁঠাল দি

সমবেতঃ- আমাদের কেট না, আমাদের শিকড় মাটিকে শক্ত করে ধরে রাখে। আমাদের পাতা বৃষ্টির জল আটকায়। মাটির ক্ষয় রোধ করে।

শালঃ- বেইমানের দল, আমরা তোদের ফুল ফল পাতা, শুকনো ডাল সুগন্ধি আঠা ছায়া দিই, আমাদের

কাটছিস কে?

সেগুনঃ- সবচেয়ে বড় কথা আমরা তোমাদের অক্সিজেন দিই, তাতে তোমরা বেঁচে আছো।

গাছের (সমবেত)ঃ- আআআআআ হাহাহাহা (সবাই পড়ে যায়)

১মঃ- এই গুড়িগুলকে আগে গাড়ির কাছে নিয়ে চল

৪র্থঃ- এই মার ঠেলা (বড় গাছের গুড়ি একটু একটু করে গড়িয়ে যাবে)

৩য়ঃ- হেইয়ও মারো মার ঠেলা

গাছের (সমবেত)ঃ- হেঁইও, হেঁইও, আরও জোরে, মার ঠেলা

(গড়িয়ে গড়িয়ে গাছেদের সাথে নিয়ে কাঠুরিয়াদের প্রস্থান)

চারাগাছদেরঃ- কোরাস- আমাদের সবার মাকে ওরা কেটে নিয়ে গেছে। আমরা আর একটু বড় হলে আমাদেরও কেটে নিয়ে যাবে।

[এবার সূর্য এসে কাঠুরিয়াদের আক্রমণ করে বন্যা এসে ওদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সবাই মঞ্চে এসে কোরাস করে বলে "গাছ মরে গেলে কেউ বাঁচবে না না না।]

- কৃত্যালি নং- ৩/২

শিক্ষক শিক্ষিকা এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ছড়া ছবি সহ গল্পের বই সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যকরী গ্রন্থাগার তৈরি করে তুলবেন এবং এই সমস্ত বই গুলিকে নিয়ে গল্প পাঠের আসর অনুষ্ঠিত করবেন। আসর শেষে দল ভিত্তিক মতামত নেওয়া হবে।

কৃত্যালি- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিশুদের পাঠে আগ্রহী করে তুলতে নানা ধরনের অডিও ভিসুয়াল ক্লিপের সাহায্য নেবেন। এরই সাহায্যে শিক্ষক শিশুদের চারপাশে প্রকৃতিকে তুলে ধরবেন। আমাদের প্রকৃতিতে গাছের ভূমিকাকে মজা করে তুলে ধরবেন। গাছ যে আমাদের বন্ধু তা নিয়ে আলোচনা করবেন, ওদের কথা বলতে দেবেন। পৃথিবীকে দূষণের হাত থেকে বাঁচাতে একটি ভিডিও ক্লিপ এর সাহায্য নেবেন নতুন শব্দগুলোকে চর্চার মধ্যে দিয়ে শিক্ষক নানা আলোচনার অবতারণা করবেন। প্রকৃতি বাচলে যে আমরা বাঁচব সে বিষয়ে ছবি দেখিয়ে শিশুদের ভাবনাস্ত্রকে প্রাসঙ্গিক করে তুলবেন। চারপাশের পশুপাখি মানুষ কিভাবে বৃক্ষ, গুল্ম, ঘাস জীব বৈচিত্র্যে এর ওপর নির্ভরশীল তা নিয়েও ছবি দেখানো যেতে পারে। সকল ছবির ক্ষেত্রেই নির্ধারিত শব্দ গুলোকে তাদের কথার সাথে মিলিয়ে দেবেন।

কৃত্যালি- ৫

মূল পাঠ্যাংশের কাজঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা মূল পাঠের থেকে প্রধান প্রধান শব্দ নিয়ে শব্দ চার্ট তৈরি করবেন এবং শিশুদের মধ্যে স্বাধীন পাঠ ও অর্থোদ্ধারের জন্য দেবেন।

শব্দজালঃ

ডগমগ, চকখড়ি, কান্ড, পুকুর টুকুর, কানে কানে, চেঁচিয়ে মেচিয়ে, থই থই, কাঁচা মিঠে, আকাশ ছোঁয়া, বিদঘুটে, কবেকার, কাঠুরে, বড়ো দারোগা, কুচমুচ করে, পুট পুট করে, বাবুই গিন্নি।

- কৃত্যালি- ৫/১

এর পর, শিক্ষক শিক্ষিকা মূল পাঠের সারাংশ তৈরি ছাত্র ছাত্রীদের পাঠ করতে দেবেন।

লিপির বাড়ির কাছে আছে অনেক গাছ। পাখিরা ওকে দেখে মজা পায়। কিচিরমিচির করে খুশি হয়েছে কত কথা বলে। গাছেরাও যেন আনন্দ পায়।বাগান সরয়ে বড়ো বাড়ি হবে। খরগোশ রা দেখল অজানা লোক। টিয়া ডাক দিল বলল সবাই। কাঠুরিয়ারা এসে দেখল গাছ জড়িয়ে ছোটরা দাঁড়িয়ে আছে। গাছ কাটতে দেবে না। দারোগা এল। ছোটদের এই কাজ দেখে আনন্দ পেয়ে চকলেট দিলেন।পাখিরাও খুশি হল। জুঁইফুল তুলে এনে ছোটদের জন্য রুমাল বানালো।

- কৃত্যালি- ৫/২

এবার শিক্ষক মশাই মূল পাঠ্যাংশটি যাতে শিশুরা নিজে নিজে পড়তে পারে তার জন্য ব্যবস্থা নেবেন।

(৭)

আরাম

এই কবিতার মধ্যে ঐক্য সহাবস্থান ও শান্তির বার্তা প্রদান করা হয়েছে, প্রকৃতি, সমাজ ও পরিবার এই তিনটি ক্ষেত্রেই বিভিন্ন প্রাণী মানব গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনে, শান্তিপূর্ণ জীবন ধারণে এবং সার্বিক স্বস্তিবোধের মধ্যে এক আরামবোধ পরিলক্ষিত হয়। শিশুর জীবনেও তাই। এই বোধটিকে উপজীব্য করেই কবিতাটি লিখিত হয়েছে।

এই কবিতাটি পড়লে তিনটি উপভাবমূল আছে।

ক) প্রকৃতির মধ্যে বিরাজিত ঐক্য ও শান্তি এবং নীরব কাজের ধারা
খ) সমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সহাবস্থান ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা
গ) পরিবারের মাতা ও পিতার মধ্যে সহজ ও বিশ্বাসপূর্ণ সম্পর্ক এবং শিশুর নিশ্চিত জীবনযাপন

উপভাবমূলঃ প্রকৃতির মধ্যে বিরাজিত ঐক্য ও শান্তি এবং নীরব কাজের ধারা

কৃত্যালি- ১

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল

শব্দজালঃ

পরিবেশ, জীব বৈচিত্র, প্রাকৃতিক ভারসাম্য, নীরব কাজের ধারা, শান্তি, নিয়মমাফিক কাজ, পাখির কুজন, আশান্তি, হাঙ্গামা, স্বাভাবিক, শীতল বাতাস।

- কৃত্যালি- ১/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজতর পাঠঃ

কাল রাতে ভীষণ ঝড় এসেছিল। এখন কটা বাজে? বড় জোর সাড়ে পাঁচটা। সুয্যি মামা উঠব উঠব করছে। সৌরভ তুমি জানলাটা খুলে দাও। দেখ প্রকৃতিকে। এখন পরিবেশ একেবারে শান্ত। নীল আকাশ, গাছেরা সবুজ চকচক করছে। লাল হয়ে উঠেছে পূর্ব দিক। পাখির কুজনে ভরে উঠেছে পরিবেশ। কাঠবেড়ালি তোমাদের পাঁচিল বেয়ে লাফ দিচ্ছে গাছে। পেয়ারাগুলো পেকেছে। কুট কুট করে খাবে। জানালার পাশে সারি সারি পিঁপড়ে। ওরা খাবার নিয়ে চলেছে। কোথাও কোন অশান্তি নেই। কত বৈচিত্র্য, সবাই আছে তবু কোন হাঙ্গামা নেই। সবাই নিয়মমাফিক কাজ করছে। নীরবে করে চলেছে। ঝড় ছিল কাল রাতে। আজ সূর্যের আলো ঝলমল। স্বাভাবিক ভারসাম্য। প্রাকৃতিক ভারসাম্য থাকে।

- কৃত্যালি- ১/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে “পঠন কার্ড” তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী থেকে বারে বারে উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের আরও কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ

এখন ভোর। সূর্য উঠেছে। লাল আকাশ। পুব দিক সুন্দর। গাছেরা শান্ত। ভীষণ সবুজ। পাখি ডাকছে। কুজনে ভরেছে পরিবেশ। যে যার কাজ করে। কাঠবেড়ালি ফল খায়। পিঁপড়েরা সারি দিয়ে চলে। খাবার বহন করে। ধীরে বাতাস বয়। কী শীতল তার ছায়া। প্রাণ জুড়িয়ে যায়। গোলাপটা একটু বড় ফুটেছে। কাল পুরোপুরি ফুটবে। মৌমাছি উড়ে বেড়াচ্ছে তাই। সবাই কী শান্ত। কোনো ঝগড়া বিবাদ নেই। বৈচিত্র্য আছে একটু শান্তিও আছে। এত প্রাণী উদ্ভিদ। তবু একসঙ্গে আছে। এক দারুন ভারসাম্য। সর্বত্র প্রকৃতিতে।

- কৃত্যালি- ১/৫

এই ভাবে আরও কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

কৃত্যালি- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিয়ে তাদের মধ্যে পর্যবেক্ষন ক্ষমতা বাড়াবার ব্যবস্থা করবেন। আমাদের চারপাশের প্রকৃতি কি কি দিয়ে তৈরি এবং জীব ও জড় সহ বিভিন্ন উপাদানের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক আচরণ নিয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করতে বলতে হবে।

কৃত্যালি- ৩

সৃজনমূলক কাজঃ

প্রকৃতিতে যে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছে এবং যে যার মতো কাজ করে যাচ্ছে তা নিয়ে বিভিন্ন বিশিষ্ট কবিদের ছড়া ও কবিতা রয়েছে। সেগুলো পাঠ ও আবৃত্তি করা যেতে পারে।

- কৃত্যালি নং- ৩/১

শিক্ষক শিক্ষিকা এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ছড়া ছবি সহ গল্পের বই সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যকরী গ্রন্থাগার তৈরি করে তুলবেন এবং এই সমস্ত বই গুলিকে নিয়ে গল্প পাঠের আসর অনুষ্ঠিত করবেন। আসর শেষে দল ভিত্তিক

মতামত নেওয়া হবে।

কৃত্যালি- ৪

শিক্ষক শিক্ষিকাগণ এমন একটি ভিডিও ক্লিপ বানাবেন যেখানে দেখা যাবে ভোরের একটি দৃশ্য। প্রকৃতিতে যে সবাই নিশ্চিন্তে কাজ করছে তা ওখানে দেখানো হবে। দেখানো হয়ে গেলে শ্রেণিকক্ষে শিশুরা ভোরের প্রকৃতি এবং সেখানে স্বাভাবিক শান্তি এবং ঐক্যের কথা বলতে পারবে। উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করতে পারবে।

উপভাবমূলঃ সমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সহাবস্থান ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা

কৃত্যালি- ৫

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল

শব্দজালঃ

আজান, মন্দিরের ঘণ্টা, সিয়ারাম, আল্লা, ঈশ্বর, ভগবান, সম্প্রদায়, ধর্মীয়, জাতিগত, গির্জা, চার্চ, খ্রিষ্টান, অনেক ধর্ম, বৌদ্ধ, গুম্ফা, সামাজিক আচার, শ্রদ্ধা, সম্মান।

- কৃত্যালি- ৫/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজ পাঠঃ

রফিক আর রবি। দুজনে খুব বন্ধু, পাশাপাশি পাড়ায় থাকে। দুজনেই মন্দিরের ঘণ্টা আর আজানের আওয়াজ শোনে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈচিত্র্য অনেক। খাওয়া দাওয়া, পোশাক, সামাজিক আচারে অনেক পার্থক্য তবু হিন্দু-মুসলিম মানুষেরা একসাথে বাস করে। ঝগড়া বিবাদ করে না। উৎসবে এক সম্প্রদায় অন্যদের বাড়ি যায়। সম্মান করে। ইদে রফিক আনে সিমুই এর পায়েস। রবি দিয়ে আসে পুজোর প্রসাদ আর নারকেল নাড়ু। আমাদের দেশে আরও অনেক ধর্ম আছে। খ্রীষ্টানরা আছেন। বৌদ্ধরা আছেন। খ্রীষ্টানরা চার্চে পার্থনা করে, বৌদ্ধরা গুম্ফায়। সবাই শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ায়। সবাই জানে আল্লা আর ভগবান একই শুধু ভিন্ন নাম।

- কৃত্যালি- ৫/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে “পঠন কার্ড” তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ৫/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী থেকে বারে বারে উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ৫/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের আরও কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে

প্রয়োগ করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ

গ্রামের নাম রামপুর। ওখানে বেশির ভাগ হিন্দু। কয়েক ঘর আছে মুসলমান। ওখানে একটা মসজিদও আছে। হিন্দুদের শিব মন্দিরে ভরে ঘণ্টা বাজে আবার মসজিদে আজানও হয়। কোনো সম্প্রদায়ের বিরোধ নেই। একে অপরের বাড়ি আসে। শান্তি ও সুখে বাস করে। ছেলেমেয়েরা এক স্কুলে পড়ে। একই ভাবে বড় হয় এটাই ভারতবর্ষ। এখানে জাতিগত বিভেদ নেই। সবাই সবাইকে শ্রদ্ধা করে। সম্মান করে। ধর্ম আলাদা কিন্তু মনটা একই। আল্লা আর ভগবান একই এখানে। শুধু তার নাম আলাদা।

- কৃত্যালি- ৫/৫

এই ভাবে আরও কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

কৃত্যালি- ৬

সৃজনমূলক কাজঃ

বিষয়টি নিয়ে একটি নাট্যাভিনয় করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে নাটকটির সংলাপ যেন শিশুদের ওপর চাপ সৃষ্টি না করে বরং বিষয়বস্তুটি বুঝিয়ে দিয়ে চরিত্র ঠিক করে দিয়ে তাদের প্রত্যকের ভূমিকা যেমন হবে তা স্পষ্ট করে দেবেন। এরপর শিক্ষক/শিক্ষিকারা তাঁদের নিজেদের তৈরি নাটকটি একবার পড়ে দেবেন। তার প্রিয় শিশুদের নিজেদের মত করে অভিনয় করতে বলবেন। সংলাপের মধ্যে কোন চরিত্র মূলত কোন কোন শব্দ প্রয়োগ করবে তা তাঁদের আগে থেকে বুঝিয়ে দেবেন। যাই হোক একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

নাটিকাঃ সবার উপরে মানুষ সত্য

চরিত্রঃ-	১জন গাছ, ১জন টিয়া পাখি, ১ জন সাধু বাবা, ১ জন মৌলবী চাচা, ১জন দোকানদার, বাকি সব গ্রামবাসী।

প্রথম দৃশ্যঃ

(নেপথ্যে আজান- আল্লাই আকবর, আল্লা – হু আকবর

ঘণ্টা ও শঙ্খ পু, পু...... ঘণ্টা টুং টাং তালে তালে নেচে নেচে গাছ ঢুকবে

গাছ ঠিক মাঝখানে দাঁড়াবে পাখি গাছে বসবে

টিয়া পাখিঃ- ক্যাঁক ক্যাঁক ক্যাঁক

(সাধুবাবার প্রবেশ)

সাধুঃ- হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, পাখিটা কি বলছে? (শুনে নিয়ে) হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কি মজা পাখিটা বলছে, নেচে নেচে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ,

মৌলবীর প্রবেশ,

মৌলভীঃ- ও সাধুবাবা নাচছো কেন? কি হয়েছে?

সাধুঃ- শোন পাখিটা বলছে হরে কৃষ্ণ, শুনে দেখ মৌলভী ভাই।

মৌলভীঃ- (শুনে নিয়ে) না, পাখি বলছে আল্লা রসুল খোদা

সাধুঃ- না, বলছে হরে কৃষ্ণ,

মৌলভীঃ- না, পাখি বলছে আল্লা রসুল খোদা(ঝগড়া চলবে)

(দোকানদারের প্রবেশ)

দোকানিঃ- কি নিয়ে ঝগড়া করছেন আপনারা?

সাধুঃ- শোন পাখিটা বলছে হরে কৃষ্ণ, আর মৌলভী বলছে পাখি বলছে আল্লা রসুল খোদা

মৌলভীঃ- আপনি ঠিক করে শুনে বলুন ঐ পাখি বলছে আল্লা রসুল খোদা

দোকানিঃ- আচ্ছা ঠিক আছে আমি ঠিক করে শুনে দেখি তো, (শুনে নিয়ে) আরে কি মুস্কিল ঐ পাখি বলছে পেঁয়াজ রসুন আদা

সাধুঃ- না, বলছে হরে কৃষ্ণ,

মৌলভীঃ- না, পাখি বলছে আল্লা রসুল খোদা(ঝগড়া চলবে)

২য় দৃশ্যঃ

১মঃ- ও পাড়ায় দাঙ্গা লেগেছে গো--------

২য়ঃ- হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা

৩য়ঃ- হিন্দু মুসলমানরা একে অপরকে ধরে ধরে মারছে

(সকলের প্রবেশ)

গ্রামবাসীঃ- (কোরাস) কেন গুজব ছড়াচ্ছেন?

আপনারা গুজবে কান দেবেন না,

সাধুঃ- ভুল শোনার জন্য আমাদের মধ্যে একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল, এখন ঠিক হয়ে গেছে,

মৌলভীঃ- হ্যাঁ। আমার মেয়ে আমিনাকে রক্ত দিয়ে প্রান বাঁচিয়েছিল সাধুর ছেলে পরেশ। আমাদের মধ্যে এখন কোন সমস্যা নেই। দোকানি- আমি সবাইকে সম্মান করি, আমরা এক গাঁয়ের লোক, বিপদে আপদে সকলে সকলের সাথে থাকি। এই গাঁয়ে কোন আশান্তি হতে দেব না।

১মঃ- কারো ঘর পুড়লে, কেউ জলে পড়লে আমরা জাত দেখে সাহায্য করি না, মানুষ হিসেবে সাহায্য করি।

২য়ঃ- আমরা জাত ধর্ম বিচার করে নিজেদের ক্ষতি করব না,

সবাইঃ- (কোরাস) আর লজ্জা দেবেন না, আমরা মিলে মিশে ছিলাম, থাকব।

- কৃত্যালি নং- ৬/১

শিক্ষক শিক্ষিকা এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ছড়া ছবি সহ গল্পের বই সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যকরী গ্রন্থাগার তৈরি করে তুলবেন এবং এই সমস্ত বই গুলিকে নিয়ে গল্প পাঠের আসর অনুষ্ঠিত করবেন। আসর শেষে দল ভিত্তিক মতামত নেওয়া হবে।

কৃত্যালি- ৭

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকাগণ এমন একটি ভিডিও ক্লিপ বানাবেন সেখানে দেখা যাচ্ছে সমাজে মানুষের যে যার ধর্ম পালন করছে, উৎসব করছে। অথচ প্রত্যেকে অপরের উৎসবে ধর্মানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছে। এক সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন খাবার

অন্য সম্প্রদায়ের কাছে প্রিয় হচ্ছে। নিজেদের মধ্যে আদান প্রদান হচ্ছে। তাদের মধ্যে ঐক্য শান্তি বজায় আছে। আলোচনা হতে পারে কিভাবে সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং ঐক্য বজায় রাখা চলছে। এতে লাভ কি? এই সম্প্রীতি বিঘ্নিত হলে কি কি ক্ষতি হতে পারে?

উপভাবমূলঃ পরিবারের মাতা ও পিতার মধ্যে সহজ ও বিশ্বাসপূর্ণ সম্পর্ক এবং শিশুর নিশ্চিত জীবনযাপন

কৃত্যালি- ৮

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল।

শব্দ জালঃ

স্বামী স্ত্রী সংযত আচরণ, বিশ্বাস, বিবাদ, সম্মান, শ্রদ্ধা, অহেতুক, সন্দেহ, চিৎকার, চেঁচামিচি, নিরাপদ, নিরাপত্তা বোধ, আরাম লাভ, স্বস্তি বোধ, জীবন যাপন, আশান্তি, সহজ, সম্পর্ক, বিশ্বাস পূর্ণ, শান্তি পূর্ণ, জীবন, পরিবার।

- কৃত্যালি- ৮/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজ পাঠঃ

উদাহরণ- একটা পরিবার মানে কয়েক জন মানুষ। ওখানে স্বামী থাকেন। স্ত্রী থাকেন, পুত্র কন্যা থাকেন। বৃদ্ধ বাবা মা থাকেন। যে যার কাজ করেন। প্রত্যেকেই সংযত আচরণ করেন। কোন বিষয়ে অহেতুক চিৎকার চেঁচামিচি নেই। বাবা মা কে অন্যরা শ্রদ্ধা করেন। সম্মান দিয়ে কথা বলেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অহেতুক সন্দেহ নেই। দিনের শেষে সবাই একসাথে খায়। গল্প করে। স্বস্তি বোধ করে। তাদের জীবনযাত্রা সহজ ও বিশ্বাস পূর্ণ। তেমন কোন বড় অশান্তি নেই। এক কথায় নিশ্চিন্ত জীবন যাপন।

- কৃত্যালি- ৮/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে “পঠন কার্ড” তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ৮/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী থেকে বারে বারে উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ৮/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

সহজতর পাঠঃ

আমাদের পরিবারে আমরা পাঁচজন। বাবা মা আমি দাদু আর দিদা। বাবা কাজ করেন খেতে। মা বাড়ির কাজ করেন। রাতে এক সঙ্গে খেতে বসি। দাদু খুব ভালো বাসে আমাকে। গল্প বলে। কেউ খারাপ আচরণ করে না। বড়োদের শ্রদ্ধা করি। সম্মান দিয়ে কথা বলি। কেউ কাউকে সন্দেহ করে না। আমাদের জীবন যাপন সহজ। শান্তিপূর্ণ, বিশ্বাস পূর্ণ। বড় অশান্তি নেই। নিশ্চিত জীবন যাপন।

কৃত্যালি- ৯

সৃজনমূলক কাজঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা এ বিষয়ে বিভিন্ন ছড়া বানাতে পারেন। একই ভাবে একাধিক বিষয় বস্তু নিয়ে ছড়া শিশুদের সাহায্যে বিভিন্ন ছড়া বানানো যেতে পারে। শিশুদের মধ্যে ছন্দবোধ রয়েছে। অনুপ্রাস তারা ভালবাসে। খাপছাড়া হলেও এই অনুপ্রাসের প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে মজা ও ছন্দবোধ তৈরি করতে হবে। অন্যদিকে যতটা সম্ভব চর্চিত শব্দকে ব্যবহার করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে।

ছড়া

পুটুর বাবা মা
ঝগড়া করেন রাতদিন
তাই তো পুটুর
ঘুম খাওয়া নাই
রোগা ফিন ফিন,
পুটু ভাবে মা-বাবা মোর
ঝগড়া যদি থামান
আমি তবে শান্তি পেতাম,
পেতাম একটু আরাম।

- কৃত্যালি নং- ৯/১

শিক্ষক শিক্ষিকা এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ছড়া ছবি সহ গল্পের বই সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যকরী গ্রন্থাগার তৈরি করে তুলবেন এবং এই সমস্ত বই গুলিকে নিয়ে গল্প পাঠের আসর অনুষ্ঠিত করবেন। আসর শেষে দল ভিত্তিক মতামত নেওয়া হবে।

কৃত্যালি- ১০

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

সমীক্ষা

শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের প্রথমে তাদের নিজেদের বাড়ির ও পরে প্রতিবেশিদের আচার আচরণ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। ছাত্র ছাত্রীদের একটি তালিকা দেবেন। তালিকার বিষয়গুলি মাথায় রেখে ছাত্র ছাত্রীরা পর্যবেক্ষণ করবে ও নোট বুকে লিখে রাখবেন।

বিষয় তালিকাঃ
ক) সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির পরিবেশ কেমন থাকে?
খ) বাবা মায়ের আচরণ
গ) বাড়ির অন্যদের আচরণ

ঘ) ঝগড়া বিবাদ হয় কিনা

ঙ) ঝগড়া হলে মনটা কেমন লাগে, না হলে মনটা কেমন লাগে?

চ) প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক কেমন।

এই রকম কয়েকটি বিষয় নির্বাচন করে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছাত্র ছাত্রীদের বিবরণ প্রস্তুত করতে বলবেন।

- কৃত্যালি নং- ১০/১

শিক্ষক শিক্ষিকা এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ছড়া ছবি সহ গল্পের বই সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যকরী গ্রন্থাগার তৈরি করে তুলবেন এবং এই সমস্ত বই গুলিকে নিয়ে গল্প পাঠের আসর অনুষ্ঠিত করবেন। আসর শেষে দল ভিত্তিক মতামত নেওয়া হবে।

কৃত্যালি- ১১

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা এমন একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করতে পারেন যেখানে একদিকে দেখা যাচ্ছে স্বামী স্ত্রী র সঙ্গে ভয়ঙ্কর কথা কাটাকাটি হচ্ছে। অন্য দিকে স্বামী স্ত্রী একটি মেলায় বা কাজে সন্তানকে নিয়ে গেছেন অথবা বাড়িতে আরামে বসে গল্প করছেন। একটি কার্টুন ফিল্মের আদলে তৈরি করলেও ভালো হবে। এই ক্লিপটি দেখানোর পর শিক্ষকশিক্ষিকা বিষয়টি নিয়ে শিশুদের মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা করবেন। তাদের মতামত জানতে চাইবেন। কোন পরিবার টি তাদের কাছে অনেক বেশি গ্রহণ যোগ্য এবং ভালো বলে মনে হচ্ছে এবং কেন তা নিয়ে তারা দলগত মতামত পেশ করবে। মতামত দানের সময় তারা যাতে সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি ব্যবহার করতে পারে সে দিকে শিক্ষক শিক্ষিকা নজর রাখবেন।

কৃত্যালি- ১২

মূল পাঠ্যাংশের কাজঃ

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

শব্দ জালঃ

কূজনে, বেঘোরে, টুং টাং, আজান, সিয়ারাম, আরাম, ঠিকঠাক, নেচে ওঠে, ঘুম ভেঙ্গে, ঘুমভরে

- কৃত্যালি- ১২/১

এবার শিক্ষক শিক্ষিকাগণ কবিতাটিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন।

একটি শিশুর ঘুম ভেঙেছে পাখির ডাকে(কূজন)। বাবা ,মা আছে পাশে।পাশের ঘরে আছে জিজি যে পাশের ঘরে ঘুমাচ্ছে।অন্য দিকথেকে সিয়ারাম আর আজানের সুর শুনছে সে।খুব ভালো লাগছে । মনে মনে আনন্দ লাগছে। আরামবোধ করছে

- কৃত্যালি- ১২/২

এবার শিক্ষক মশাই মূল কবিতাটি যাতে শিশুরা নিজে নিজে পড়তে পারে তার জন্য ব্যবস্থা নেবেন।

(৮)

মন কেমনের গল্প

এই গল্পে একটি মেঘলা দিনের বর্ণনা আছে। এমনই দিনে একটি শিশুর ভালো লাগা মন্দ লাগা বিষয়টি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। গল্পটি থেকে তিনটি উপভাবমূল পাওয়া যেতে পারে।

ক) মেঘলা ছুটির দিনে গ্রাম ও শহরের মধ্যে পার্থক্য
খ) সূর্য – গাছ – ক্লোরোফিল এই প্রক্রিয়া নিয়ে শিশুর অভিজ্ঞতা
গ) ঋতু সম্পর্কে সহজ ধারণা- বর্ষা ও শরৎ এর পার্থক্য ও মিল

উপভাবমূলঃ মেঘলা ছুটির দিনে গ্রাম ও শহরের মধ্যে পার্থক্য

কৃত্যালি- ১

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল

শব্দ জালঃ

মেঘলা আকাশ, বাদল ছুটি, আনন্দ, মুক্তি, যা ইচ্ছে তাই করা, একলা আমির আনন্দ, নিজের মত থাকা, মন পাখির মত ওড়ে, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প, রেনি ডে।

- কৃত্যালি- ১/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজ পাঠঃ

খুব বৃষ্টি পড়ছে, বর্ষাকালে বেশি বৃষ্টি হয়। আজ তবু স্কুলে যেতে হলো। আকাশ কালো করে এসেছে, মাঝে মাঝে মেঘ ডাকছে। খেলতে ইচ্ছা করছে, স্কুল বাস থেকে আকাশ দেখে মন উদাস হল, মনে হলো মাঝপথেই নেমে যাই। স্কুলে যেতেই বৃষ্টি শুরু করে, মেঘের গর্জন, স্কুলের বাগানে ফুল তুলতে গিয়ে ভিজলাম।

পরেরদিন, বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছে। স্কুলে গেলাম না। বন্ধুরা মিলে চড়ুইভাতি করলাম। মায়েরা রেঁধে দিলেন। বন্ধুরা মিলে তেতুল মাখা খেলাম। কত আনন্দ হল।

- কৃত্যালি- ১/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী থেকে বারে বারে উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ

বৃষ্টি পড়ছে। আজ আর ইস্কুল নয়। একলা থাকতে ভালো লাগছে। ছবি আঁকব। মেঘের ছবি। অখানে দুটো বক উড়ছে তার ছবি। নারকেল গাছ হাওয়ায় দুলছে তারও ছবি। একটা ডাইরি আছে। ছড়া লিখব। 'জল' এর সঙ্গে 'কল' এখানে মেলাব। কাগজের নৌকা বানাব। গলি দিয়ে জল বইছে। এখানে ছেড়ে দেব নৌকা। ও হেলে দুলে যাবে। আমি সাথে সাথে হাটব দালান দিয়ে। রমা, মিনু আর স্বপ্না এলে খেলব। লুড, চোর পুলিশ- কী মজা হবে সারাদিন।

- কৃত্যালি- ১/৫

এই ভাবে আরও কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

কৃত্যালি- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

ছাত্রছাত্রীরা একটি মেঘলা ছুটির দিন নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করবে এবং অভিজ্ঞতার আদান প্রদান করবে।

শিক্ষক শিক্ষিকা এ বিষয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক নির্দেশ দিয়ে দেবেনঃ-

যেমনঃ-

ক) তোমার মেঘলা দিন কেমন লাগে?
খ) কোনটা বেশি ভালো লাগে? রৌদ্রজ্জ্বল দিন নাকি মেঘলা দিন
গ) তোমার অভিজ্ঞতার কথা বলো, ছুটির দিন- আকাশে খুব মেঘ করেছে- কি করছিলে? কি কি করতে ইচ্ছে করছিলো?
ঘ) মনটা কেমন লাগছিল? এমন দিনে বাড়িতে তুমি একা ছিলে তখন কেমন লেগেছিল? ইত্যাদি।

শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথমে একটি মেঘলা দিন বাড়িতে বসে খুব ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলবেন। মেঘলা দিনে প্রকৃতির অবস্থা। গাছ, আকাশ কেমন দেখতে লাগে। মনের অবস্থা কেমন হয় কি করতে ইচ্ছে করে ইত্যাদি নিয়ে ছবি আঁকতে বলবেন।

কৃত্যালি- ৩

সৃজনমূলক কাজঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা এ বিষয়ে বিভিন্ন ছড়া বানাতে পারেন। একই ভাবে একাধিক বিষয় বস্তু নিয়ে ছড়া শিশুদের সাহায্যে বিভিন্ন ছড়া বানানো যেতে পারে। শিশুদের মধ্যে ছন্দবোধ রয়েছে। অনুপ্রাস তারা ভালবাসে। খাপছাড়া হলেও এই অনুপ্রাসের প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে মজা ও ছন্দবোধ তৈরি করতে হবে। অন্যদিকে যতটা সম্ভব চর্চিত শব্দকে ব্যবহার করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে।

বাদল দিনের ছুটি ও আনন্দ

বাদল দিনের ছুটি
আনন্দেতে মাতি
বন্ধুরা সব খেলা খেলা
চলছে খুনসুটি
প্রতিদিনকার কাজ
নেই তো কিছু আজ
বাঁধা নিষেধ নাই
করব যা ইচ্ছে তাই
মাঝে মাঝে মনটা আমার
করছে কেমন ভার
এমন দিন ফিরে কবে
আসবে যে আবার।
ব্যাঙের ডাক ঘ্যানর ঘ্যান
ভিজে কাক কা-কা
মস্তি করি বন্ধুরা সব
থাকব কেন একা।

- কৃত্যালি নং- ৩/১

শিক্ষক শিক্ষিকা এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ছড়া ছবি সহ গল্পের বই সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যকরী গ্রন্থাগার তৈরি করে তুলবেন এবং এই সমস্ত বই গুলিকে নিয়ে গল্প পাঠের আসর অনুষ্ঠিত করবেন। আসর শেষে দল ভিত্তিক মতামত নেওয়া হবে।

কৃত্যালি- ৪

দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপঃ

শিক্ষক শিশুদের পাঠে আগ্রহী করে তুলতে একটি ভিডিও ভিজুয়াল ক্লিপের সাহায্য নেবেন। বৃষ্টিমুখর দিনের নানা মজার ছবি তুলে ধরে ওদের পার্টি কে আনন্দদায়ক করে তুলবেন। গ্রামের বৃষ্টি ও শহরের বৃষ্টির ছবি দেখিয়ে তুলনা করতে দেবেন। দেখবেন সবাই যেন কথা বলে। কথার মাঝে নতুন শব্দ গুলোকে বারে বারে শুনিয়ে ওদের গল্প পাঠে আগ্রহী করে তুলবেন।

উপভাবমূলঃ সূর্য – গাছ – ক্লোরোফিল

কৃত্যালি- ৫

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল

শব্দ জালঃ

সূর্য, গাছ, ক্লোরোফিল, সবুজ পাতা, জল, রোদ/আলো, সালোকসংশ্লেষ, জলীয় রসদ, রান্নাঘর মূল কান্ড খনিজ পদার্থ

- কৃত্যালি- ৫/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে।

পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজ পাঠঃ

সূর্য আমাদের আলো দেয়। গাছের পাতায় আছে ক্লোরোফিল। গাছকে সূর্যের আলো সংগ্রহ করতে সাহায্য করে। মাটি থেকে জলীয় রসদ কান্ড বেয়ে পৌঁছায় পাতায়। সেখানে ঘটে রান্না পর্ব। তারপর সব খাদ্য ছড়িয়ে পড়ে গাছের শরীরে। এই প্রক্রিয়াকে বলে সালোকসংশ্লেষ।

- কৃত্যালি- ৫/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে "পঠন কার্ড" তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ৫/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী থেকে বারে বারে উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ৫/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ

গাছের পাতা সবুজ। সবুজ মানেই ওখানে ক্লোরোফিল। সূর্য আলো দেয়, শেকড় থেকে রস টানে গাছ। সেই রস কান্ড দিয়ে পৌঁছায় পাতায়। তারপর রান্না চলে। আলো, রস ও ক্লোরোফিল খাদ্য ছড়িয়ে পড়ে গাছের শরীরে। এটাই সালোকসংশ্লেষ।

- কৃত্যালি- ৫/৫

এই ভাবে আরও কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

কৃত্যালি- ৬

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

গাছের সালোকসংশ্লেষে ক্লোরোফিলের ভূমিকা বিষয়টির ধারণা তৈরীর জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে কলমে কয়েকটি পরীক্ষা করাতে পারেন। পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি শেষে ছাত্র-ছাত্রী নোট বুকে লিখবে।

পরীক্ষা-

(ক) টবের গাছকে সূর্যালোক থেকে দূরে রাখা।
(খ) গাছের পাতার মাঝখানে কাপড়/কাগজের ক্লিপ দিয়ে আটকানো।

উভয় ক্ষেত্রেই ছাত্র-ছাত্রী ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। দু রকম পরিস্থিতিতেই কি কি পরিবর্তন হচ্ছে লক্ষ্য করবে শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্যে কেন এই পরিবর্তন নিয়ে বিষয়ে শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করা হবে।

কৃত্যালি- ৭

সৃজনমূলক কাজঃ

বিষয়টি নিয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকারা শিশুদের ছবি আঁকতে বলবেন। বিষয়টি মাথায় রেখে যে যার মতো করে যাতে আঁকতে পারে তার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়টি নিয়ে ছবি আঁকা যেতে পারে।

- কৃত্যালি নং- ৭/১

শিক্ষক শিক্ষিকা এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ছড়া ছবি সহ গল্পের বই সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যকরী গ্রন্থাগার তৈরি করে তুলবেন এবং এই সমস্ত বই গুলিকে নিয়ে গল্প পাঠের আসর অনুষ্ঠিত করবেন। আসর শেষে দল ভিত্তিক মতামত নেওয়া হবে।

কৃত্যালি- ৮

দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপঃ

এমন একটি ভিডিও ক্লীপ তৈরি করতে হবে যেখানে সুন্দর ভাবে ধরা আছে সালোকসংশ্লেষ। উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করতে হবে যাতে শিশুর ধারনার সঙ্গে ঐ শব্দগুলো তারা শিখে ফেলতে পারে।

উপভাবমূলঃ ঋতু সম্পর্কে সহজ ধারণা-

কৃত্যালি- ৯

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল

শব্দ জালঃ

ঋতু বৈচিত্র্য, গ্রীষ্ম, প্রচন্ড গরম, অবিশ্রাম বৃষ্টি, বর্ষা, শিশির, হিমেল হাওয়া, হেমন্ত, পাকা ধান, কুয়াশা, কঙ্কনে ঠাণ্ডা, শীত, জুবুথুবু, দখিনের বাতাস, নতুন পাতা, ফুল

- কৃত্যালি- ৯/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজ পাঠঃ

ছয় ঋতু , ছয় কাল। গরম কাল, গ্রীষ্ম। দারুন গরম। মানুষ হাঁপিয়ে ওঠে। এরপর আসে বর্ষা। গুমোট কিন্তু অবিশ্রাম বৃষ্টি। এই জলেই চাষ হয় বাংলায়। এরপর আসে শরৎ। পুজোর মাস। পাতায় পাতায় শিশির। হিম পড়ে। এবার আসে হেমন্ত। কুয়াশা আর হিমেল হাওয়া। তারপ্রেই শীত। কনকনে ঠাণ্ডা। শীতে জুবুথুবু। এরপর আসে দখিনের অল্প গরম হাওয়া। গাছে গাছে নতুন পাতা। আরাম আর ভালোলাগা।

- কৃত্যালি- ৯/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে “পঠন কার্ড” তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে।

- কৃত্যালি- ৯/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী থেকে বারে বারে উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ৯/৪

সহজতর পাঠঃ

ছটা ঋতু। তবুও সোনার ভালো আগে শীত কাল। চারিদিকে গাঁদা, ডালিয়া কত ফুল হয়। কমলালেবু খেতে ভালবাসে সে। ছোলা গুড় দিয়ে রুটি খেতে খুব ভালো লাগে তার। তাই শীতের কন কনে হাওয়া তার বেশ মজাই লাগে।

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

- কৃত্যালি- ৯/৫

এই ভাবে আরও কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

কৃত্যালি- ১০

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের ছয় ঋতু নিয়ে তাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা নোটবুকে ধরতে বলবেন। এজন্য ছয়টি দল তৈরি করে দিতে পারেন। আকাশ, মাটি, বাতাস, গাছপালা, ফুল ফল এবং মানুষের অবস্থা নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করতে বলবেন।

কৃত্যালি- ১১

সৃজনমূলক কাজঃ

শিক্ষক মশাই বিভিন্ন ঋতু নিয়ে গানের অনুষ্ঠান করবেন। রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয় ঋতু ভিত্তিক গানের দু-এক লাইন নিয়ে কোলাজ করে এই পাঠটি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করতে পারেন।

কৃত্যালি- ১২

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা ঋতু সম্পর্কে একটি অডিও ভিডিও ক্লীপ দেখাতে পারেন। ঋতু নিয়ে আলোচনার সময় সংশ্লিষ্ট শব্দগুলি আলোচনা করতে পারেন।

কৃত্যালি- ১৩

মূল পাঠ্যাংশের কাজঃ

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

শব্দ চর্চাঃ

বিষ্টি (বৃষ্টি) মেঘলা আকাশ, আঁধার, আওয়াজ, পতাকা, বারান্দা, জরুরি, টিফিন, রোদ্দুর, ক্লোরোফিল, ক্লান্তি, নিশ্চয়, রাস্তা, আশ্চর্য, দিনের বেলা, ধুলো ভরা, বৃষ্টি বাদলার, ধবধবে, পরপর, খুশি খুশি, ভারি ভারি, হবো হবো, মিষ্টি মিষ্টি, উদাস উদাস, অল্প অল্প, দৌড়াদৌড়ি

- কৃত্যালি- ১৩/১

এবার শিক্ষক শিক্ষিকাগণ গল্পটিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন।

বৃষ্টি ভীষণ ভালো লাগে রুবাইয়ের। বৃষ্টি হলে গাছের আনন্দ পায়। তারা সব মাথা তুলে দাঁড়ায়। ক্লাসরুমে জালনা দিয়ে আকাশে তাকালেই মন চলে যায় রুবাইয়ের অনেক দূর। কিন্তু বৃষ্টির পড়ে কিন্তু পড়ে না যখন তখন মনে মিষ্টি মিষ্টি ভাব অনুভব করে চারদিকে।

গরমকালে রোদ্দুরে গাছপালাকে অনেক নিস্তেজ লাগে। গাছেরা ছায়া ভরা দিন যেমন পছন্দ করে তেমনি রোদ্দুর ও সূর্যের আলোতে ক্লোরোফিল তৈরি করে।

ছায়াঘন দিনে ক্লাসে আলো জ্বালাতে হয় তখন মন চলে যায় অন্য খানে। কলকাতা শহরে বন জঙ্গল নেই, তবুও মন আনমনা। ছোটমামুর দেওয়া খাতায় লিখতে শুরু করলো। স্বাধীনতা দিবস পালনের কথা। পতাকার উপর দিয়ে একদল ধবধবে সাদা পাখি উড়ে গেল, মনে হলো পতাকা ওড়ানোকে ওরা স্যালুট করলো। সুন্দর কিচিরমিচির করে ওরা চলে গেল। এই শব্দ হলো পাখির কুজন। এই কথা বলে খাতা লেখা বন্ধ করলো। ছুটি ছিল সবার। রুবাইয়ের স্কুলে সব সময় মজা হয়। সেখানে গান খেলা আর গানের কথা মনে হলো।

এর পর পাঠ্য বই এর মূল পাঠটি পাঠের উদ্যোগ নিতে হবে।

- কৃত্যালি- ১৩/২

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

(৯)

কে ছিলেন ঈশপ

এই গল্পটি ঈশপ সম্পর্কে লেখা। এখানে একটি ভাবমূল রয়েছে।

উপভাবমূলঃ জীবনের নানান ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও তার থেকে জীবনের পাঠ উপলব্ধি।

কৃত্যালি- ১

এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হলঃ

শব্দ জালঃ

দ্রুত গতি, অবজ্ঞা, নিজেকে বড় ভাবা, ধীর গতি, নিজের সংকল্পে অটুট, ধৈর্য, নৈতিকগুণ, দয়া মায়া, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ভক্তি, বন্ধুত্ব, সাহস, সহযোগিতা, সোনার ডিম, লোভ, আরও চাই, দামী, অবাস্তব, রাখাল ও বাঘ, মিথ্যা কথা, ঘাড়ে চড়া, লোক কে ভুল ভাবানো, মজা পাওয়া, ভয় দেখানো, সত্য নীতি কথা।

- কৃত্যালি নং- ১/১

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। তিনটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ----

সহজ পাঠ

১ম গল্পঃ

স্কুলে দৌড় প্রতিযোগিতা। অনেকে নাম দিল। বিড়াল, কাঠবেড়ালি, কাক, কচ্ছপ, খরগোশ এবং আরও অনেকে। কিছু দূর গিয়ে, বিড়াল অন্য দিকে চলে গেল, কাক, উড়ে গেল, কাঠবেড়ালি গাছে উঠে পড়ল। খরগোশ বলল আমি ই জিতব। কচ্ছপ তো পারবেই না। এই বলে খরগোশ একটা গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়ল। কচ্ছপ ধীরে ধীরে চলতে থাকল। সে জানে সে ধীরে চলে তাই না থেমে চলতে থাকল। খরগোশ ঘুম থেকে উঠে দেখল কেউ নেই আশে পাশে। কিন্তু পৌঁছে দেখল কচ্ছপের হাতে মেডেল।

নীতি কথা- ধৈর্য ধরলে জয় হবেই।

দ্বিতীয় গল্পঃ

এক চাষী ছিল। পথে কুড়িয়ে পেল এক হাঁস। হাঁসটি কিছুদিন বাদে সোনার ডিম দিল। চাষি বেজায় খুশি হল। ডিম বেচে অনেক পয়সা পেল। হাঁস রোজ সোনার ডিম দেয় আর চাষি বেচে দেয়। এখন তার অনেক টাকা হয়েছে। ধীরে ধীরে লোভ বাড়তে লাগলো চাষির। ভাবল- হাঁসের পেটে যত ডিম আছে কেটে নিয়ে যাবে বাজারে। ধনবান হবে রাজার মতন। কিন্তু দেখল হাঁসটি মরে গেল। চাষির আর সোনার ডিম পাওয়া হল না।

৩য় গল্পঃ

রাখাল ছেলে ভেড়ার পাল নিয়ে মাঠে যায় আর দুষ্টুমির ফন্দি আটে। একদিন বাঘ বাঘ বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করল। চারদিকের লোকজনেরা ছুটে এল। রাখাল হা হা করে হেসে উঠল। দু'দিন পর আবার চিৎকার করল বাঘ এসেছে বলে। এবারও গাঁয়ের লোকেরা ছুটে এল। দেখল বাঘ আসেনি। রাখালকে হাসতে দেখে গ্রামের লোকেরা রেগে গেল। এবার সত্যি সত্যি বাঘ এল ভেড়ার পালে। রাখাল চিৎকার করল কিন্তু কেউ এলো না। ভেড়াগুলোকে মেরে রাখালকে জখম করে বাঘ চলে গেল।

- কৃত্যালি- ১/২

অনুরূপভাবে আরো কয়েকটি সহজপাঠ তৈরি করে বড় বড় হরফে “পঠন কার্ড” তৈরি করতে হবে। ঐ অংশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণির পঠনোপযোগী হবে। উপরের কৃত্যালির মতই তা ব্যবহার করতে হবে। আরও একটি উদাহরণ দিতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৩

যদি দেখা যায় শিশুর পঠন ক্ষমতা আরও নীচে, তবে মানস মানচিত্র থেকে উঠে আসা শিশুর জানা অজানা শব্দগুলিকে বড় কার্ডবোর্ডে সাটিয়ে দিতে হবে এবং ঐ শিশুকে বা শিশুদের দলটিকে বিশেষ নজর দিয়ে শব্দ উচ্চারণে অভ্যস্থ করাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণের শব্দগুলিকে আলাদা চার্টে ধরতে হবে। যুক্ত বর্ণে কোন কোন বর্ণ আছে তা ভেঙে দেখিয়ে দিতে হবে। সাথে সাথে শিক্ষক শিক্ষিকাগনকে প্রাসঙ্গিক ভাবে শব্দ বা শব্দের অর্থ সরাসরি না বলে দিয়ে আরও একবার প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি অনুযায়ী থেকে বারে বারে উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শব্দের বোধ গড়ে তুলতে হবে এবং শিশুরা যাতে নিজের চেষ্টায় অর্থোদ্ধারের আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের যথেষ্ট ধৈর্যশীল হতে হবে।

- কৃত্যালি- ১/৪

দু এক দিনের মধ্যে শব্দগুলি রপ্ত হলে তাদের কয়েকটি সহজতর পাঠ দিতে হবে। তার মান হবে প্রথম শ্রেণির শেষের দিকের পাঠের মত। দুটি বা তিনটি শব্দ সম্মলিত বাক্য হবে। চর্চিত শব্দ বা শব্দগুলিকেও সেখানে প্রয়োগ করতে হবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

সহজতর পাঠঃ

পিঁপড়েরা চলেছে নদীর ধার দিয়ে।পড়ে গেল জলে। ঘুঘু পাখি দেখতে পেয়ে একটা পাতা দিল। পাতায় পিঁপড়ে উঠল। ঘুঘু মুখে করে পাতা তুলে নিল। একদিন বনে শিকারী এল। পিঁপড়ে দেখল ঘুঘু পাখির দিকে তাক করেছে। পিঁপড়ে গিয়ে শিকারীর পায়ে দিল কামড়। ঘুঘু গেল উড়ে।

- কৃত্যালি- ১/৫

এই ভাবে আরও কয়েকটি সহজতর পাঠ তৈরি করতে হবে এবং বেশি পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

গল্প ঈশপের গল্প অনুসরণে আরও একটি উদাহরণ দিতে হবে।

কৃত্যালি- ২

সৃজনমূল কাজঃ

বিষয়টি নিয়ে একটি নাট্যাভিনয় করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে নাটকটির সংলাপ যেন শিশুদের ওপর চাপ সৃষ্টি না করে বরং বিষয়বস্তুটি বুঝিয়ে দিয়ে চরিত্র ঠিক করে দিয়ে তাদের প্রত্যকের ভূমিকা যেমন হবে তা স্পষ্ট করে দেবেন। এরপর শিক্ষক/শিক্ষিকারা তাঁদের নিজেদের তৈরি নাটকটি একবার পড়ে দেবেন। তার প্রিয় শিশুদের নিজেদের মত করে অভিনয় করতে বলবেন। সংলাপের মধ্যে কোন চরিত্র মূলত কোন কোন শব্দ প্রয়োগ করবে তা তাঁদের আগে থেকে বুঝিয়ে দেবেন। যাই হোক একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

নাটকঃ খরগোশ ও কচ্ছপ

(চরিত্র পাঁচজনঃ- গাছ খরগোশ কচ্ছপ শিয়াল হাতি হরিণ। ছড়া বলতে বলতে গাছেদের প্রবেশ)

সবাইঃ- আমাদের সব নিয়ে জঙ্গল।

এসো এসো পশু পাখি

গাছপালা পতঙ্গ দঙ্গল

আমাদের সব নিয়ে জঙ্গল।

গাছেরাঃ- কত কি যে দেখতে পারি, কারো সাথে ভাব আবার কখনো হয় আড়ি। কখনো খেলা বন্ধ আবার কখনো মারামারি। (চারদিকে চারজন ও মাঝখানে একজন গাছ দাঁড়াবে)

খরগোশঃ- (প্রবেশ) বন্ধু, ও বন্ধু, আমি খরগোশ। একটু তাড়াতাড়ি এসো না।

কচ্ছপঃ- আমি কি তোর মত চলতে পারি?

খরগোশঃ- ঠিক আছে তুমি এসো ধীরে ধীরে। আর আমি ছুটে ছুটে। বন্ধু, একটা খেলা খেলবে।

কচ্ছপঃ- কি খেলা?

খরগোশঃ- সেই দূরে মাঠের মাঝে বড় গাছটার নিচে কে আগে যেতে পারে, তুমি না আমি।

কচ্ছপঃ- আমি কি তোর সাথে পারব? আমি যে হেরে যাব।

শিয়ালঃ- কেন পারবি না? ঠিক পারবি।

কচ্ছপঃ- শিয়াল পন্ডিত বলেছে যখন, চল গিয়ে দেখি।

[এখন খরগোশ আর কচ্ছপের দৌড় প্রতিযোগিতা। এল গরু-ছাগল হরিণের দল। দৌড় প্রতিযোগিতা দেখতে ছাগলও এল। প্রতিযোগিতা বড় গাছের নিচে।]

শিয়ালঃ- তোমরা দুজন রেডি?

দুজনে একসাথেঃ- হ্যাঁ, [হুইসেল বাজল। ছোটার মূকাভিনয় করতে লাগল। কচ্ছপ পিছিয়ে পড়ল, কিছুক্ষন পরে খরগোশ থামল]

খরগোশঃ- এখানে কি সুন্দর কচি ঘাস। দেখে জিভে জল আসছে। কচ্ছপের আসতে অনেক দেরি। বসে দুটো ঘাস খাই। ওরে বাবা রে, ঘুম ঘুম পাচ্ছে। কি চমৎকার বাতাস। উঁকি দিয়ে দেখি, কাছা কাছি নাই। আমি এখন একটু ঘুমিয়ে নিই

কচ্ছপঃ-	আমি কি করে খরগোশের সাথে পারব? তবে শেয়াল পন্ডিত যখন বলল, দেখি যাই। আমার সাধ্যমত চেষ্টা করি। ফাঁকি তো দিচ্ছি না। [কচ্ছপ ঘুমন্ত খরগোশের কাছে এল। তাকে রেখে এগিয়ে গেল]
খরগোশঃ-	কচ্ছপ টা এখন ও কাছাকাছি এল না, (খরগোশ ঘুম ভেঙ্গে ভাবল)
	সে আবার পৌঁছে যায় নি তো? তা কি করে হয়? না না-- যাই গিয়ে দেখি, যাই
	[তারপর খরগোশ দৌড়ে বড় গাছের তলায় পৌছে গেল গিয়ে দেখলো কচ্ছপ আগেই পৌঁছে গেছে।]
সবাইঃ-	(সমবেত গান) কাউকে অবজ্ঞা করা ঠিক নয়, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হতে হয়।

নাটকঃ সোনার ডিম

(চরিত্রঃ- হাঁস, চাষি, বৌ)

চাষিঃ-	ভোর হয়ে গেছে, বৌ, ও বৌ...... হাঁসের ঘর খুলে আমাকে ডিম দে। হাটে বেচে টাকা পাবো।
বৌঃ-	আজ ডিম পাড়েনি।
চাষিঃ-	সেকি? বলিস কি? আমাকে ধরে এনে দে।
বৌঃ-	ছাড়ো না, দেখি, হয়ত দু দিন পর পাড়বে।
চাষিঃ-	একদম আর বেশি কথা বলিস না।
বৌঃ-	এই নাও
	[হাঁসের প্যাক প্যাক শব্দ হয়]
চাষিঃ-	ডিম কৈ, দে ডিম (বলে মারতে থাকে) আমার ছুরিটা কোথায়?
বৌঃ-	এই ছুরি দিয়ে কি করবে?
চাষিঃ-	ওর পেট থেকে ডিম বের করব।
বৌঃ-	(কাদতে কাঁদতে) অনেকগুলো ডিম দিয়েছে আজ অব্দি। কদিন পর আবার পাড়বে। তোমার কি দয়া মায়া নেই?
চাষিঃ-	আমার নেই, আমার ডিম চাই।
বৌঃ-	কেঁদে বলল ওকে মেরে ফেলো না। একি? পেট কেটে ফেললে যে, একটাও বড় ডিম নেই। ছোট ছোট গুড়ি গুড়ি ডিমে ভর্তি। আর কদিন বাদেই পাড়তো। এখন তোমার শান্তি তো?
চাষিঃ-	হায় হায়! লোভে পড়ে একি করলাম। সোনার হাঁস মেরে ফেললাম। লোভ করলে এই হয় আর কোনদিনও সোনার ডিম পাবো না।
সমবেত গানঃ-	কি বলছে শোনো, শোনো আকাশ বাতাস
	অতি লোভ ভালো নয়, হয় তাতে সর্বনাশ।
	[বলতে বলতে প্রস্থান]

নাটকঃ রাখাল ও বাঘ চরিত্র

(চরিত্রঃ- ৪-৫ জন গরু, ৪-৫ জন গাছ, বাকিরা গ্রামবাসী)

গ্রামবাসীঃ- কিরে রাখাল গরু চরাতে যাচ্ছিস?

রাখালঃ- হ্যাঁ গো দাদু।

গ্রামবাসীঃ- যাচ্ছিস কোথায়?

রাখালঃ- জঙ্গলে যাচ্ছি।

গ্রামবাসীঃ- যাচ্ছিস যা, জঙ্গলে শুনেছি বাঘ আসে। একটু সতর্ক থাকিস।

রাখালঃ- ঠিক আছে মনে থাকবে

এই বন, এতে অনেক গাছ, ছোট বড় গাছ। পশু পাখি, মানুষ খেকো বাঘ আছে। বাপরে বাপ!

এইতো এসে গেছি। এবার যে যার মত যত খুশি ঘাস খাও।

গরু ঘাস খাচ্ছে। আমি একটু মজা করি।

কে কোথায় আছো বাঁচাও! বাঁচাও! বাঘ এসেছে বাঘ।

গ্রামবাসীঃ- [গ্রামবাসী লাঠি নিয়ে এলো। কোথায় কোথায় বাঘ?]

রাখালঃ- [হাসতে হাসতে] আমি তোমাদের ঠকালাম।

[গ্রামবাসীরা চলে গেল।]

[দু'দিন পরে রাখাল বলল বাঁচাও বাঘ! এসেছে বাঘ,]---

[আবার গ্রামবাসীরা এলো] কোন বাঘ তো দেখছি নাা।]

গ্রামবাসীঃ- হাসতে হাসতে বলল রাখাল--- তোমাদের আমি ঠকালাম, বাঘ এসেছে বলে।
[কিন্তু, সত্যি সত্যি একদিন বাঘ এল। রাখাল আবার চেঁচালো, "কে কোথায় আছো? বাঘ এসেছে, বাঁচাও!" কিন্তু কেউ এলোনা। বাঘ এসে রাখালের ঘাড় ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল।]

নাটকঃ পিপীলিকা ও ছোট্ট পাখি

সূত্রধরঃ- জলাশয়ের গাছে পাখি পিপিলিকার বাস

হঠাৎ পা ফসকে গিয়ে পিপীলিকা ধপাস

পিপীলিকাঃ- বাঁচাও বাঁচাও কে কোথায় আছো বাঁচাও, আমি সাঁতার জানি না।

ছোট্ট পাখিঃ- একটু ভেবে একটা পাতা দিল ফেলে পিপীলিকা পাতায় উঠে পড়লো।

পিপীলিকাঃ- বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি, উঠে গেছি। এইতো মাটি।

ছোট্ট পাখি, তোমাকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই।

(এরপর একদিন এক শিকারী পাখিটাকে দেখে খুব খুশী হল। পাখিটাকে দেখে তার ভালো লাগলো। ধরবে বলে সে মারতে গেল পাখিটাকে, তাই না দেখে পিপীলিকা কামড়ে দিল হাতে। তাতে শিকারীর হাত কেঁপে গেল। পাখি উড়ে গেল। পাখি পিপীলিকা কে কৃতজ্ঞতা জানাল।)

পিপীলিকা বললঃ- না, এটি কৃতজ্ঞতা না। একে বলে সহযোগিতা। সহযোগিতার সাথে একে অপরের সাথে থাকলে বেঁচে থাকা যায় ভালো ভাবে।

সবাইঃ- (গান) একসাথে যদি বাঁচা যায় ভাই,

এর চেয়ে আনন্দ আর নাই

[গাইতে গাইতে প্রস্থান]

- কৃত্যালি নং- ২/৫

শিক্ষক শিক্ষিকা এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ছড়া ছবি সহ গল্পের বই সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষে একটি কার্যকরী গ্রন্থাগার তৈরি করে তুলবেন এবং এই সমস্ত বই গুলিকে নিয়ে গল্প পাঠের আসর অনুষ্ঠিত করবেন। আসর শেষে দল ভিত্তিক মতামত নেওয়া হবে।

কৃত্যালি- ৩

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিশুদের পাঠে আগ্রহী করে তুলতে একাধিক কার্টুনের সাহায্য নেবেন। কচ্ছপ ও খরগোশের গল্পের মাধ্যমে শিক্ষক বন্ধুত্বের কথা ওদের সাথে তুলে ধরবেন। কিন্তু রাগ হলে কি হয় তা কচ্ছপের পরিণতি দেখে আলোচনা করবেন। মিথ্যা কথা আর ছলনায় রাখাল বালকের কি হল তা তুলে ধরবেন পরবর্তী কার্টুনে। আর সোনার ডিম পাড়া হাঁস কেন মারা গেল তা ধরে ওদের সাথে আলোচনা করবেন। ওদের এইসব বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা আছে কিনা তা আলোচনা করবেন। ঈশপের এইসব কাহিনী কিভাবে আমাদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তা নিয়ে শিশুদের নিজেদের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে দেবেন।

কৃত্যালি- ৪

মূল পাঠ্যাংশের কাজঃ

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূল পাঠ্যাংশের প্রধান প্রধান শব্দ ও শব্দগুচ্ছগুলিকে চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে দেবেন এবং প্রতিটি শব্দ নিয়ে উদাহরণ দিয়ে তাদের অর্থোদ্ধারে সাহায্য করবেন।

শব্দজালঃ

প্রতিযোগিতা, জেদ, খরগোশ, পৃথিবী, মিছিমিছি, দয়া, ভক্তি, পরোপকার, শ্রদ্ধা, কৃতজনতা, সততা, ভালবাসা, মায়া, উপযোগী, অজস্র, খুঁটিয়ে, খুঁটিয়ে, ব্যবহার, আচার আচরণ, লোকজন, উপহাস, ক্রীতদাস, আহামরি, জ্ঞানী, ভবিষ্যৎবাণী, ছদ্মবেশ।

- কৃত্যালি- ৪/১

এবার শিক্ষক শিক্ষিকাগণ গল্পটিকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করে তৈরি করে শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন।

ঈশপের নাম পৃথিবীতে সবার জানা আছে। তিনি ক্রীতদাস ছিলেন, কিন্তু জ্ঞানী ছিলেন। তার আশেপাশে মানুষদের দেখতেন তাদের গুন দোষ নিয়ে গল্প লিখতেন। পশু পাখির ছদ্মবেশে মানুষের কথাই লিখেছেন। ঈশপকে পাঠানো হল ডেলফিতে। তার প্রভু রাজা ক্রোসাস কিছু টাকা দিলেন তাকে। ডেলফিতে পুরোহিতেরা থাকতো। তারা খুব লোভী ছিল। এখান থেকে ঈশপ সোনার ডিম ও হাঁস এর গল্পটি বলেছিলেন। তার গল্পগুলি ছিল নীতি কথার গল্প। দয়া মায়া, ভালোবাসা, সততা, কৃতজ্ঞতা, পরোপকার শ্রদ্ধা, ভক্তি এই রকম আমাদের অনেক গুণ থাকা জরুরী। ঈশপের গল্পের অনুবাদ হয়েছে পৃথিবীর সারা দেশে। তিনি ছিলেন মানব জাতির শিক্ষক।

- কৃত্যালি- ৪/২

এবার শিক্ষক শিক্ষিকা মূল পাঠ্যাংশটি শিক্ষার্থীদের পাঠ করতে বলবেন।

পাঠবইঃ আমাদের পরিবেশ

(১)

খাদ্য

তৃতীয় শ্রেণির 'আমাদের পরিবেশ' পাঠ্যবই 'খাদ্য' নামে যে অধ্যায়টি রয়েছে সেখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছে।

ক) স্বাদের ভিন্নতা ও বিভিন্ন খাবার
খ) মানুষের খাদ্য ও অন্যান্য জীবজন্তুর খাদ্য
গ) ভালো খাবার মন্দ খাবার, খাদ্য ও অখাদ্য
ঘ) বিভিন্ন শাকসবজি ও প্রাপ্তিস্থান, উপকার
ঙ) ফলের রকমফের, তার সুফল ঋতু ভিত্তিক ফলের ফলন
চ) প্রাণীজ খাবার কোথা থেকে পাওয়া যায় ঐ প্রাণীদের লালন পালন ও তাদের ভালো মন্দ
ছ) ভাজা খাবার ও তাদের ভালো মন্দ
জ) রান্নার আগুন- অতীত ও বর্তমান
ঝ) থালা- বাসন – অতীত ও বর্তমান

কৃত্যালি- ১

প্রথমে শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের নিয়ে ‘খাদ্য’ সম্পর্কে একটি মানসমানচিত্র তৈরি করবেন। যেমন-

শব্দজালঃ

মানুষের খাদ্য সারণী								অখাদ্য		রান্নার সরঞ্জাম	
মরশুম/ কাল	শাক	ফুল	ফল			প্রাণীজ খাদ্য	ভাজা খাবার	জীবজন্তুর খাদ্য	বর্জ্য পদার্থ	বর্তমান	অতীত
		খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত	কাঁচা	পাকা	স্বাদ						
গ্রীষ্ম											
বর্ষা											
শরৎ											
হেমন্ত											
শীত											
বসন্ত											

- কৃত্যালি- ১/১

শিক্ষক শিক্ষিকা কয়েকটি শব্দ চার্ট বানাবেন, নিম্নলিখিত শব্দ দিয়ে।

শাকপাতা ও সবজি		রোগবালাই	ফল	প্রাণীজ খাবার
বেলে শাক	সজনে ডাটা	রক্তাল্পতা	খোসা	মুরগীর মাংস
ব্রাহ্মী শাক	নটে ডাঁটা	খোস পাঁজরা	শাঁস	কাতলা মাছ
ঢেঁকি শাক	পুঁই ডাঁটা	হজমে অসুবিধা	ডাবের জল	রুই মাছ
হিঞ্চে শাক	বরবটি	স্মৃতিশক্তির অভাব	নারকেলের শাঁস	মৌরলা মাছ
লাউ শাক	তেতো উচ্ছে	রাত কানা	খেজুরের রস	খাসির মাংস
পুঁই শাক	কড়াইশুঁটি	কোষ্ঠকাঠিন্য	তালের রস	পাঠার মাংস
পেঁয়াজ কলি	কড়াই এর বীজ	আমাশয়	খেজুর গুড়	চারা মাছ

পটলের বীজ		পাতলা পায়খানা	তাল গুড়	মৃগেল মাছ
কাঁঠালের বীজ	শিমের বীজ	ডায়াবেটিস	পাকা পেঁপে	বেলে
ফুল কপি		অসুখ বিসুখ	পাকা আম	ট্যাংরা
বাঁধা কপি		অঙ্গ প্রতঙ্গ নিস্তেজ	কচি শসা	ইলিশ
কচি বিন	কাঁচা কুমড়ো		আপেল	হাঁসের মাংস
ওল কচু	পাকা কুমড়ো		বেদানা	দুধ , দই
নিম পাতা	বীট- গাজর		কমলা লেবু	ছানা
থানকুনি	কাঁকুড়		মৌসাম্বি লেবু	
হিঞ্চে	ঝিঙে		বিষ ফল	
কাঁচা পেঁপে	চিচিঙ্গে			

রান্না করা খাবার	ভাজা খাবার	রান্নার সরঞ্জাম
দুধভাত	চানাচুর	তেল মশলা
পোলাও মাংস	আলুর চিপস	জিরে, ধনে, হলুদ
চচ্চড়ি/ ছ্যাচড়া	নিমকি	পাঁচফোড়ন
লাউ ডাল	ডালমুট	কালো জিরে
কাঁচ কলার কোপতা	তেলেভাজা	কাঠের উনুন
ছানার ডালনা	বেগুনি	কয়লার উনুন
শুক্তো	আলুর চপ	গ্যাস
মাছের মাথা দিয়ে ডাল	মুড়ির মশলা	দেশলাই বাক্স
আলু ভাতে	ময়দা, বেসন, ডাল থেকে তৈরি	লাইটার
সবজি ভাতে	পলিথিন প্যাকেট	মাইক্রোভেন
মুসুরির ডাল	টক, ঝাল, মিষ্টি	মাটির হাড়ি, থালা, বাসন
ভাজা মুগের ডাল	নোনতা	কাসার বাসন, স্টীলের বাসন,
ডালের বড়ার তরকারি		লোহার কড়া, খুন্তি চাটু

- কৃত্যালি নং- ১/২

যে শিশুরা ভালো ভাবে পড়তে পারে না তাদের জন্য এক একটি উপ ভাবমূলকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট সহজ পাঠ দিতে হবে। সেখানে শব্দ জাল তৈরির সময় উপরের উল্লিখিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে। পাঠটি হবে দ্বিতীয় শ্রেণির উপযোগী। বাক্যে চার পাচটির বেশি শব্দ থাকবে না। এখানে চারটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সহজ পাঠঃ

ক) অরুন আম খেতে ভালোবাসে। আম গরম কালের ফল। তরুণ ভালোবাসে লিচু কলা পেয়ারা। মা রোজ ওদের কলা দেন খেতে। কলায় আয়রন আছে।

ডাসা পেয়ারা খেতে পারেনা তরুণ। দাঁত পড়ে গেছে যে। পুজোর সময়। ওর বাতাপিলেবু ও আখ বেশ লাগে। আখ খেতে পারে না। দাঁতের জন্য আখ খাবে কি করে?

মনি পিসি এলেন পুজোর পর। কমলালেবু আর আপেল নিয়ে। মজা হলো বেশ।

খ) টোটো চেপে চললো চাষি। সঙ্গে গাজর আর ঢ্যাড়শ ঝুড়িতে ঢাকা দিয়ে রেখেছে। গাজর চোঙের মতো দেখতে। গায়ের রং কমলা। ঢ্যাঁড়শ সবুজ লম্বাটে। ইংরেজি ওয়াই এর মতো। টোটোর ঝাকুনি লাগল গাজরের গায়ে। এসে পড়ল ঢ্যাঁড়শের গায়ে। গাজর রেগে গিয়ে বলল- সরে বস। তোমার গায়ে রোয়া কেন?

ঢ্যাঁড়শ বললোঃ- কি করবো আমি?

গাজর বললো’জানো আমি উপকারী সবজি। ভিটামিন আছে।

ঢ্যাঁড়শ বললঃ- আমারও ভিটামিন আছে। আমায় অনেকে ভেন্ডি বলে।

গাজর বললোঃ- বুঝলাম, দুটো নাম তো কি হল? তোমায় তো কাঁচা খাওয়া যায় না। আমাকে কাঁচাও খেতে পারে। রান্না করেও খেতে পারে।

ঢ্যাঁড়শ বললঃ- রেগে গেল সে বলল এত কথা বলবে না। মাটির তলায় বড় হও, গাছের মূল তুমি। আর আমি গাছের উপরের অংশে থাকি।

গাড়িটা থামলো এবার চাষি বাজারে এনে ফেলল। দোকানে রাখা হলো। ছোট ছেলে এসে একটা গাজর ভাঙল, ঢেঁড়শ চেয়ে রইল।

গ) শাক পাতা জরুরি। তবে মানুষের জন্য ঘাস জরুরী নয়। ঘাস তৃণভোজীরা খায়।
ব্রাহ্মী, পালন, পুঁই, হেলেঞ্চা, সরসে, মটর শাকে ভিটামিন আছে।
থানকুনি, নিম, কুলে খাড়া পাতাতেও ভিটামিন আছে।

ঘ) বাগানের একদিকে হলুদ, লাল, সাদা ফুল। অন্যদিকে সবজি বাগানের কত রং লাল কমলা সবুজ। অবাক হল রিয়া। আজও কোন সবুজ ফুল দেখেনি তেমনি দেখেনি নীল সবজিও। মনে পড়ল মায়ের কথা মা বলেন, ‘ভগবান নানা রঙে রঙিন করো চারিধার’। এই ভাবতে ভাবতে কাকের ডাক শুনল। দেখলো পাশের গাছে কালো কাক। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল পায়রা বকম বকম সুরে ডাক দিচ্ছে। হালকা নীল কালো রঙের ঢাকা পায়রা দল। জাম গাছে চোখ পড়ল। দেখল লাল ঠোঁটের টিয়া সারা গায়ে সবুজ পালকে ঢাকা। খয়েরি রঙের শালিক দেখল। ঝুটি বাধা কাকাতুয়া রিয়ার খুব ভালো লাগলো ও নিজেই বলে উঠল কত রং চারিপাশে। চোখ পড়ল নীল আকাশের দিকে। গেয়ে উঠলো- ‘নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা’

- কৃত্যালি নং- ১/৩

অনুরূপ সহজপাঠ তৈরি করে এবং চার্ট বানিয়ে শিশুদের স্বপঠনের জন্য দেওয়া যেতে পারে।

(ক)

সবজির গরমকালে	সবজি শীতকালে	সারা বছর পাই
পটল উচ্ছে করলা ঝিঙে ঢেঁড়স রাঙা আলু, সজনে ডাটা	বাঁধাকপি ফুলকপি ওল কপি মটর শুটি টমেটো সিম	কাচা পেঁপে আলু কাঁচা লঙ্কা কুমড়ো বেগুন ভাজা রসুন পিয়াজ ব্রাহ্মী শাক লেবু
	পালন শাক, সর্ষে শাক	

(খ) সবজি কোথায় হয়/কোন কোন অংশ খাই-------

সবজি	রঙ	কোথায় জন্মায়	দেখতে কেমন/ কি উপকার	খেতে কেমন
ঢ্যাঁড়শ	সবুজ	মাটির ওপরে	লম্বাটে/ভিটামিন আছে।	সিদ্ধ হলে ল্যতল্যাতে, খোসা ছাড়ানো যায় না।
পটল	সবুজ	মাটির ওপরে	করতালের মতো। এতে চুল ভালো হয়।	রান্না করে খায়, খোসা ছাড়িয়ে
পেঁপে (কাঁচা/ পাকা)	সবুজ/ কমলা	মাটির ওপরে	কাঁচা পেঁপে হজম হতে সাহায্য করে, ভিটামিন আছে	খোসা ছাড়িয়ে খায়, কাঁচা পেঁপে রান্না করে এবং পাকা পেঁপে শুধু খায়।
পুঁই শাঁক/পালং শাঁক	সবুজ	মাটির ওপরে	লতানো	রান্না করে খায়
মোচা	পাপড়ির মতো পাতা দিয়ে ঢেকে রাখে ফুল গুলি	গাছে গাছে ঝোলে	শরীরের রক্ত তৈরী করে	রান্না করে খায়
বেগুন	বেগুনি রঙের	মাটির ওপরে	সুস্বাদু	রান্না করে খায়
আলু	গোল মেটে রঙের	মাটির তলায়	পড়ায় সব রান্নাতেই থাকে। এতে কার্বোহাইড্রেট আছে।	পুড়িয়ে খায় আনেকে, রান্না করে খায়
টমেটো	লাল	মাটির ওপর	ভিটামিন আছে	কাঁচা বা রান্না করে খায়

এই চার্টে যে যে তরকারির তালিকা দেওয়া হল তাছাড়াও সেই অঞ্চলে যে সবজি বেশি চাষ হয় তাকে তালিকাভুক্ত করবেন। এছাড়াও বিভিন্ন কার্ডে সবজির ছবি এঁকে ছোটদের সামনে রাখব। ছোটরাই গরমের সবজি, শীতের সবজি আলাদা করে দেবে।

কৃত্যালি নং- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

১) (ক) শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রথমে ছাত্র ছাত্রীদের তাদের বাড়ি ও বাড়ির আশ পাশ থেকে বিভিন্ন ধরনের শাক

পাতা সংগ্রহ করার নির্দেশ দেবেন।

(খ) সংগৃহীত শাক পাতা শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছে জমা করতে বলবেন।

(গ) এবার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আলোচনার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের জানাবেন কোনগুলি খাওয়া যায় কোনগুলি খাদ্য নয় এবং কোনগুলি বিষাক্ত, মানুষ ও জীবজন্তুর খাদ্য অখাদ্য কি একই না ভিন্ন ইত্যাদি তথ্য।

(ঘ) এরপর শিক্ষা শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের একটি বিগ বুক তৈরি করতে বলবেন ছাত্র ছাত্রীরা বিগ বুকে তাদের সংগৃহীত শাকপাতা আটকাবে ও তলায় নাম লিখবে

ছকের নমুনাঃ- অনেক সময় অঞ্চল ভেদে নামের পার্থক্য দেখা যায়। তাই ২ ধরনের নামেরই উল্লেখ রইল।

(১)			(২)			(৩)		
	মান্য নাম	আঞ্চলিক নাম		মান্য নাম	আঞ্চলিক নাম		মান্য নাম	আঞ্চলিক নাম

২) শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীদের দুটি দলে ভাগ করে এলাকার হাট পরিদর্শন করতে নিয়ে যাবেন ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন বিক্রেতাকে শাকপাতা সবজি ও ফল সম্বন্ধে প্রশ্ন করে শাকসবজি ফলের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করবে, যেমন তাদের নাম প্রকার, উপকার, মাটির উপরে হয় না নিচে, কোনটা খাওয়া হয় কোনটার কান্ড খাওয়া হয় কোনটার কুড়ি খাওয়া হয় ইত্যাদি। ছাত্র-ছাত্রীরা এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহের সাথে সাথেই তাদের নোট বুকে তথ্যগুলি লিখে ফেলবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা এ বিষয়ে নজর রাখবেন এবং প্রয়োজনে সাহায্য করবেন

৩) শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয় এর নির্দিষ্ট স্থানে নিজের হাতে শাক-সবজির বাগান তৈরি করবে পরিচর্যা করে বাড়িয়ে তুলবে।

৪) শিক্ষক-শিক্ষিকা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কোন ডাক্তার বুদ্ধিজীবি কবিরাজ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি কে একদিন বিদ্যালয় আমন্ত্রণ জানিয়ে বিভিন্ন ঔষধি গাছ পাতা ফুল ফল সম্বন্ধে আলোচনা সভার আয়োজন করতে পারেন অথবা ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গিয়েও ওনাদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন

৫) বাড়ির বড়রা ছাড়াও হাটের বিক্রেতা ডাক্তার কবিরাজ অভিজ্ঞ ব্যক্তি বিভিন্ন জনের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্য পুস্তকের খোপগুলি পূরণ করবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ কাজটি করতে সহায়তা করবেন।

কৃত্যালি নং- ৩

সৃজনমূলক কাজঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা এ বিষয়ে বিভিন্ন ছড়া বানাতে পারেন। একই ভাবে একাধিক বিষয় বস্তু নিয়ে ছড়া শিশুদের সাহায্যে বিভিন্ন ছড়া বানানো যেতে পারে। শিশুদের মধ্যে ছন্দবোধ রয়েছে। অনুপ্রাস তারা ভালবাসে। খাপছাড়া হলেও এই অনুপ্রাসের প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে মজা ও ছন্দবোধ তৈরি করতে হবে। অন্যদিকে যতটা সম্ভব চর্চিত শব্দকে ব্যবহার করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে।

১) শুশনি শাক খাও যদি ঘুম ঘুম ঘুম
ব্রাহ্মী শাক খেলে পরে বুদ্ধি দ্বিগুণ
ভিটামিন-Aপাবে সজনে ডাটার শাকে
কুলেখাড়া-শাকে রক্ত বাড়তে থাকে।
থানকুনি পাতা গো থানকুনি পাতা
শরীরে শক্তি হবে, হবে না পেট ব্যথা।

২) শরৎ কালের ফল

রসে টলটল
হরেকরকম মৌসম্বি, নেস্পাতি বাতাবীলেবু
আখের রসে পেট ভরে যায় মন ভরে না তবু।
৩) লেপ কম্বল মুড়ি সুড়ি
হাড় কাপানো শীতের বুড়ি
খেজুর গাছে রসের হাঁড়ি
ফেরি করে বাড়ি বাড়ি
রস ফুটিয়ে পাটালি গুড়
পায়েস পিঠা পুলিতে পুর

কৃত্যালি নং- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষিকা শিক্ষিকাগণ এই অধ্যায়ে উল্লিখিত বিষয়বস্তুগুলির উপর বিভিন্ন দৃশ্যশ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করতে পারেন। যেমনঃ শাক পাতা নিয়ে বিভিন্ন শাকের ছবি এবং তার পাশে গুনাগুন সম্পর্কে একটি দুটি শব্দ লিখে দিতে পারেন। এই বিষয়গুলিকে কানে শোনানোর জন্য স্বরারোপও করা যেতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রে মজার খেলার মত কিছু ইউনিট তৈরি করা যেতে পারে। যেখানে ছবিতে ক্লীক করলেই তার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য এসে পড়তে পারে। শিশুরা কোনো শাক সম্পর্কে আলোচনা করার পর তারা ঐ ভিডিও ক্লিপটি দেখে বৃহত্তর জ্ঞান লাভ করতে পারে।

কৃত্যালি নং- ৫

শিশুরা শব্দ চর্চায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলে তাদের মূল পাঠ্যটি স্বপঠনের জন্য দেওয়া যেতে পারে।

(২)

সম্পদ

স্বাস্থ্য যেমন মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ তেমনি প্রাকৃতিক জগতেও আরও কয়েকটি সম্পদ দেখা যায়। যেমন জল ও অরণ্য অন্যদিকে সমাজে শিল্পকর্ম একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ বলে গণ্য করা হয়। এ সব নিয়ে এই অধ্যায়ে মূলতঃ চারটি উপভাবমূল রয়েছে।

ক) স্বাস্থ্য সম্পদ – তার সুরক্ষা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

খ) জল সম্পদ- জলের প্রয়োজনীয়তা জল সংরক্ষণ ও পরিশোধন এবং সম্পদ হিসেবে বায়ু, মাটি আকাশ।

গ) অরণ্য সম্পদ- প্রাকৃতিক কারণে, চাষের জন্য এবং বাগান করার জন্য উৎপন্ন গাছ ও উদ্ভিদ এবং গাছের গুরুত্ব।

ঘ) ঘরোয়া শিল্প ও অন্যান্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প

উপভাবমূলঃ- স্বাস্থ্য সম্পদ – তার সুরক্ষা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

কৃত্যালি- ১

শিক্ষক শিক্ষিকা স্বাস্থ্যকে ভালো রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিশুদেরকে আলোচনা করতে বলবেন এবং নিম্নলিখিত বিষয়ে মানস মানচিত্রের মাধ্যমে শব্দজাল তৈরি করবেন।

শব্দজালঃ

ক) নিজের স্বাস্থ্যঃ- জ্বর, মাথা ব্যথা, পেট খারাপ, সর্দি কাশি শরীরে দুর্বলতা, শুয়ে থাকা, স্নান না করা, ভালো না লাগা, খেলা ধুলা বারন, ভালো না লাগা, কাজের উদ্যোগে ঘাটতি, মোটা হয়ে যাওয়া, ছুটতে না পারা, স্কুলে না যেতে পারা, হন তার হিসাব শাক সবজি খাওয়া, সুস্থ্য শরীর, স্বাস্থ্য সম্পদ।

খ) শ্রম জীবি মানুষের স্বাস্থ্যঃ- কাজে না যাওয়া, মজুরী নষ্ট, খাদ্যে টান পড়া, ওষুধ কিনতে বাড়তি অর্থ, শরীর ভেঙ্গে যাওয়া।

গ) পরিবারের মা-মহিলাদের স্বাস্থ্যঃ- সংসার অচল, সংসার অচল, সময় মত রান্না না হওয়া, শিশুর যত্নের ঘাটতি, ছোঁয়াচে রোগ শিশুদের মধ্যে ছড়ায়, দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়ে, কষ্ট হয়।

- কৃত্যালি- ১/১

শিক্ষক/শিক্ষিকা উপরের শব্দ ও শব্দ গুচ্ছ গুলিকে শব্দ চার্ট বানিয়ে পিছিয়ে পড়া শিশুদের মধ্যে পড়তে দেবেন এবং ঐ শব্দগুলির মধ্যে স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা নিয়ে বারংবার আলোচনা করবে ও উপরি উক্ত শব্দ গুলি ব্যবহার করতে চেষ্টা।

কৃত্যালি- ২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের বাড়িয়ে লোকজনের সঙ্গে আলোচনা করে বছরে কতদিন তারা অসুস্থ হন তার হিসাব নিয়ে আসবে। কি ধরনের রোগে তারা সাধারণত আক্রান্ত হন এ বিষয়ে শিশুরা তথ্য সংগ্রহ করবে। এই আসুস্থতার ফলে তারা কি কি সমস্যায় পড়েন? এই সমস্যা থেকে মুক্তি কি ভাবে পেতে পারে তার সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে জেনে আসবে তারা শিশুরা। শ্রেণিকক্ষে এসে তারা দলগত ভাবে একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট তৈরি করবে।

কৃত্যালি- ৩

সৃজনমূলক কাজঃ

শিক্ষক শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে শিশুরা ব্রতচারি গান ও নৃত্য পরিবেশন করতে পারে। সেই সমস্ত গান নির্বাচন করতে হবে যে গুলিতে শারীরিক শ্রম ও ব্যয়ামকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

কৃত্যালি- ৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা ‘স্বাস্থ্য’ নিয়ে এমন একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করতে পারেন যেখানে স্বাস্থ্যের সঙ্গে আয়, সময় মত উপযুক্ত কাজ এবং পরিষেবার বিষয়টি যুক্ত থাকবে। ফলে রোগমুক্ত শরীর হলে যে প্রতিদিনের আয় উপযুক্ত কাজের পরিবেশ এবং একে ওপরের পরিষেবা ঠিকমত চালু থাকে তা বোঝাতে হবে তিনটি পরিস্থিতি দিয়ে। (১) শ্রমজীবি মানুষের স্বাস্থ্য, (২) ছাত্র ছাত্রীদের নিজেদের স্বাস্থ্য (৩) মায়েদের স্বাস্থ্য। শরীর ভালো রাখার জন্য কি কি করা উচিৎ, কেমন খাবার খাওয়া উচিৎ, কোন কোন রোগে কেমন কেমন প্রতিষেধক ব্যবস্থা করা উচিৎ তা উল্লেখ করতে হবে এই ক্লীপে।

স্বাস্থ্যই যে সম্পদ- এক কথায় তা বুঝিয়ে বলতে হবে এই ক্লীপে। এর পর ছাত্রছাত্রী নিজেরাই বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে এবং পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে কয়েকটি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার সংকল্প করবে।

কৃত্যালি- ৫

মূল পাঠ্যাংশের কাজঃ

এগুলি ঠিক মতো চর্চা হয়ে গেলে পরে শিক্ষক শিক্ষিকা পাঠ্যাটির মধ্যে পাহাড়ে চড়ার আনন্দ ও স্বাস্থ্যই সম্পদ অংশটি স্ব পঠনের জন্যে দেবেন।

উপভাবমূলঃ- জল সম্পদ- ও অনুরূপ ভাবে সম্পদ হিসেবে বায়ু, মাটি আকাশ।

কৃত্যালি- ৬

শিক্ষক শিক্ষিকা সম্পদ হিসেবে বায়ু, মাটি আকাশকে চেনানোর জন্য সংশ্লিষ্ট শব্দ চর্চা করবে এবং মানস মানচিত্রের

মাধ্যমে শব্দজাল তৈরি করবেন।

শব্দজালঃ

ক) জল – জল দূষণ, নোংরা জল, দুর্গন্ধ জল, জীবাণু যুক্ত জল, পরিষ্কার জল, পানীয় জল, জল শেষ হবে, ডীপ টিউব অয়েলের জল, মাটির নীচে পাম্পের জল তোলা, জল নষ্ট হয়, জলের কল খোলা রাখা,
খ) বায়ু – বায়ু দূষণ, বাতাসে ধোঁয়া, চোখ জ্বালা, ধুলো বালি ওড়া, শ্বাস কষ্ট, শরীর জুড়ানো, গাড়ি বাস কারখানা থেকে ধোঁয়া, পরিষ্কার বায়ু, নির্মল বায়ু। শীতল বায়ু, সম্পদ।
গ) মাটি – নোংরা মাটি, পলিথিন ও প্লাস্টিকের ব্যবহার, মাটিতে পড়লে রোদ জল হাওয়া পায় না, নোংরা মুক্ত মাটি, উর্বর মাটি, গাছপালা তাড়াতাড়ি বড় হয়, পুষ্ট হয়, মাটি ও সম্পদ।
ঘ) আকাশ – নির্মল আকাশ, ঘোলাটে ধোঁয়ায় ঢাকা আকাশ, বৃষ্টির জলে জীবাণু নেমে আসে, স্বচ্ছ সূর্যের আলো, গাছের বৃদ্ধির জন্য উপযোগী, আকাশ সম্পদ।

কৃত্যালি- ৭

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা শিশুদের নিয়ে কয়েকটা হাতে নাতে কাজের প্রকল্প নিতে পারেন।

(ক) বাড়িতে আনাজের খোসা ধোয়ার জল গাছে দেওয়া
(খ) বাড়িতে সবজির খোসা একটি পাত্রে রেখে কিছু দিন পরে গাছের গরায় দেওয়া যাতে তা জৈব সার হিসেবে ব্যবহার হয়।
(গ) নিজের বাড়ির চারপাশে যত পলিথিন এলোমেলো পড়ে থাকে বা বাড়িতে যত প্লাস্টিক পেপার ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে জড় করে এনে বিদ্যালয়ে জমা দেওয়া। শিক্ষক সেগুলিকে নষ্ট করার একটি পরিকল্পনা করবেন।
ঘ) টিউবয়েলের জল কম খরচ করার বিকল্প পদ্ধতি আবিষ্কার করা।
ঙ) বিদ্যালয়ের পুকুরে জল শোধন করার প্রকল্প গ্রহণ।
চ) বিদ্যালয়ের কিচেন গার্ডেন তৈরি করা।
ছ) বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের জল ও সবজি খোসাকে প্রয়োজনমত ব্যবহার দল ভেঙে দিয়ে শিশুদের মাধ্যমে উপরের প্রকল্প সফল করতে হবে এবং শিশুদের মধ্যে একটি বিবরণ লেখানো (দু এক কথায়) পদ্ধতি বলে দিতে হবে।

কৃত্যালি- ৮

সৃজনমূলক কাজঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা শিশুদের দিয়ে কিছু স্লোগান তৈরি করাতে পারেন। সে গুলি বড় বড় কার্ড বোর্ডে লিখে দেওয়ালে দালানে এমনকি গাছে গাছে টাঙিয়ে দিয়ে শিশুদের সচেতনতা ও এলাকার সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারেন। কয়েকটি স্লোগান করে দেওয়া হল।

স্লোগান

ক) জলই চালায় জীবন চাকা
আর জীবন মানে বেঁচে থাকা।
খ) উৎস হলো বৃষ্টির জল
ধরে রাখো মিলবে ফল
গ) একই জল নানান কাজে

বন্ধ হবে অপচয় যে।
ঘ) আর নয় বৃক্ষছেদন
করি এবার বৃক্ষ রোপন

কৃত্যালি- ৯

দৃশ্য-শ্রাব্য কাজঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা পরিবেশ দূষণ নিয়ে এমন একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করবেন যেখানে জল, বায়ু, মাটি এবং আকাশ বিভিন্ন ভাবে দূষিত হচ্ছে তাও দেখানো হবে। এরপর শিশুরা চারটি ভাগে ভাগ হয়ে দূষণের কারণ ফলাফল নিয়ে নিজেদের মতামত দেবে এবং এই দূষণ রোধ করতে কয়েকটি অবশ্য কর্তব্য বিষয় তুলে ধরবে সবার কাছে। যেমন- জল দূষণ রুখতে বাড়ির আবর্জনা কোন জলাশয়ে ফেলবে না।

কৃত্যালি- ১০

মূল পাঠ্যাংশের কাজঃ

শিশুদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট শব্দ গুলি পাঠের উপযোগী হয়ে গেলে এ বিষয়ের পাঠটি স্ব পঠনের জন্যে শিশুদের দেবে। যে শিশুরা একেবারেই অক্ষম হচ্ছে তাদের জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা পাঠটিকে আরও সহজ করে লিখে একটি পঠন সামগ্রী তৈরি করে তাদের কাছে স্ব পঠনের জন্য রাখবেন। এ ক্ষেত্রে একটি বাক্যে দুটি তিনটির বেশি শব্দ সংখ্যা থাকবে না। চাই জল চাই বায়ু, চাই আকাশ এবং জল ধরো জল ভরো জল বাঁচাতে চেষ্টা করো। এই দুটি অংশ পাঠ করাবেন।

উপভাবমূলঃ অরণ্য সম্পদ- প্রাকৃতিক কারণে, চাষের জন্য এবং বাগান করার জন্য উৎপন্ন গাছ ও উদ্ভিদ এবং গাছের গুরুত্ব।

কৃত্যালি- ১১

শিক্ষক শিক্ষিকা শিশুদেরকে মানস মানচিত্রের মাধ্যমে শব্দজাল তৈরি করবেন। নিম্ন লিখিত শব্দ গুলির প্রাসঙ্গিক চর্চা হতে পারে।

শব্দজালঃ

প্রকৃতির সম্পদ, সবুজ সম্পদ, মানুষের তৈরি বন সম্পদ, বাগিচা সম্পদ, ফলের বাগা, কৃষি কাজ ও চাষ, কৃষি সম্পদ, শাল, সেগুন, গ্রান, সুন্দি, রাকে, বকুল গাছ, কাঁঠাল চাঁপা, আম, ছাতিম, শিমুল, বাঁশ, ধান, পাট, ঘৃত কুমারি, গাঁদা, গোলাপ, জুঁই, জবা, বাসক, কাল মেঘ, বৃক্ষ রোপণ, জীবদের উপকার, খাদ্য পাওয়া, পাখির বাসা, নৌকা, বাঁশ দিয়ে কাগজ তৈরি, ছেঁড়া কাগজ দিয়ে ভালো কাগজ তৈরি, একটি গাছ অনেক প্রান রক্ষা, সামাজিক গুরুত্ব।

- কৃত্যালি- ১১/১

শিক্ষক শিক্ষিকা পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য শব্দ চার্ট তৈরি করবেন এবং ঐ শব্দ গুচ্ছ বারংবার পাঠ করাবেন এবং শব্দের অর্থ মাথায় রেখে প্রাসঙ্গিক ভাব গুলি শিশুদের মধ্যে সঞ্চারিত করবেন।

কৃত্যালি- ১২

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

বৃক্ষরোপন নিয়ে পোস্টার মিছিল করতে পারে শিক্ষার্থীরা। এনিয়ে বিভিন্ন পাড়ায় গিয়ে তারা বড়দের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে যাতে ওখানকার পরিবারগুলির দখলে থাকা বিভিন্ন পোড়ো জমিতে তারা নানান ধরনের বৃক্ষ রোপণ করতে পারে। বিডিওর সঙ্গে ছাত্র প্রতিনিধিরা দেখা করে চারা গাছ সংগ্রহ করতে পারে এবং সে গুলি বিনামূল্যে

পাড়ায় পাড়ায় বিলি করতে পারে। এমনও হতে পারে তারা বিভিন্ন জমিতে গাছ লাগিয়ে দিয়ে আসতে পারে।

- কৃত্যালি- ১২/১

ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের বিদ্যালয়ের পড়ে থাকা জমিতে বৃক্ষ রোপন করতে পারে। এমনকি বিদ্যালয়ের কংক্রিটের উঠানে গাড়ির টায়ার থার্মোকলের বাক্সতে মাটি দিয়ে বিভিন্ন শাক সবজির চাষ করতে পারে। এক্ষেত্রে শিশুরা তাদের নোট বুকে বৃক্ষ রোপনের প্রয়োজনীয়তা কি ধরনের গাছ বা সবজি চাষ করা হলো তা থেকে কি কি উপকার পাওয়া যায় তা নিয়ে একটি ছোট বিবরণ রচনা করবে।

কৃত্যালি- ১৩

সৃজনমূলক কাজঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা বৃক্ষরোপণ নিয়ে নিজস্ব ভাবনা তুলে ধরতে শিশুদের “ইচ্ছে খুশী” আঁকার আসরে বসাতে পারেন।

- কৃত্যালি- ১৩/১

গাছ নিয়ে সরল ছবি আর গল্পের বইগুলি জড়ো করে শিক্ষক শিক্ষিকা একটি আনন্দ পাঠ এর ব্যবস্থা করতে পারেন। এ'জন্য বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকে আরো শক্তিশালী করতে বিভিন্ন বইপত্র জোগাড় করতে পারেন।

- কৃত্যালি- ১৩/২

নাটিকাঃ সবুজ সম্পদ

(চরিত্রঃ- দাদু/মিমি/বাবা/মা/৬-৮ জন মজুর)

(দাদুর প্রবেশ)

দাদুঃ- কই গো বৌমা -- জলখাবার গুলি গুছিয়ে দাও -- মাঠে ওদের দিয়ে আসি।

মাঃ- আসছি বাবা – (খাবারের বোচকা হাতে) এই নিন। (শ্বশুরের হাতে দেবে)

(মিমির প্রবেশ)

মিমিঃ- মা- মা- দাদু কোথায় যাচ্ছে?

দাদুঃ- মাঠে গো দিদিভাই। জল খাবার দিতে যাচ্ছি।

মিমিঃ- (বায়নার সুরে) আমিও যাবো –

মাঃ- না- মুখ ধুয়ে একটু খেয়ে পরতে বসো।

মিমিঃ- ও দাদু বলো না মাকে। আজ তো রবিবার।

দাদুঃ- যাক না বৌমা প্রকৃতিকে না দেখেলে চিনবে কি করে? শুধু বই পড়ে?

মাঃ- যাক বাবা। আমার ওদিকে অনেক কাজ, আমি যাই। সাবধানে যাবি- দাদুকে বিরক্ত করবি না।– (প্রস্থান)

মিমিঃ- ঠিক আছে। (দাদু আর মিমি চলতে শুরু করবে এরিয়ার মধ্যেই ঘুরবে) আচ্ছা দাদু প্রাকৃতিক সম্পদ কি??

দাদুঃ- যেসব গাছ কেউ লাগায় না নিজে থেকেই জন্মায় প্রকৃতির জানি বাঁচে . এই যেমন ওই ঠাকুর থানের বটগাছ আমাদের ওই বেল গাছ হাবুদের সেগুনবাগান কেউ লাগায়নি নিজে থেকেই হয় তাই এরা প্রাকৃতিক সম্পদ

মিমিঃ- এই গাছেদের বয়স কত?

দাদুঃ- তাতো প্রায় ২০০- ৩০০ বছর হবে।

মিমিঃ- আর মানুষের তৈরি করা সম্পদ?

দাদুঃ- যাদের মানুষ বসায় লালন-পালন করে বড় করে। ওই যে নারিকেল গাছগুলি এইযে কাঁঠালিচাঁপা, গোলাপজাম পেয়ারা সবেদা আমার ঠাকুরদা লাগিয়েছিলেন। আর ওই আশফল আম কাঁঠাল কদবেল আমার বাবা বসিয়েছিলেন।

মিমিঃ- আর তুমি? কিছু বসাও নি?

দাদুঃ- হ্যাঁ ওই আতা জামরুল লেবু কলা জাম শিমুল শিউলি পলাশ ও তো আমার হাতে বসানো।

মিমিঃ- আর বাবা কারা!

দাদুঃ- তোমার বাবা মেহগনি আকাশমনি জারুল শাল সেগুন। তোমাকে বিয়ে দিতে হবে না।

মিমিঃ- ধ্যাত- শুধু বাজে কথা। এবার কাকার টা বলো।

দাদুঃ- কাকা? ওতো তুলসী বাসক থানকুনি কালমেঘ ঘৃতকুমারী সব ওষুধ গাছ লাগায়।

মিমিঃ- বাহ! গাছ থেকে ওষুধ হয়?

দাদুঃ- হয় বৈকি। ঐ সব গাছ এলাকার সম্পদ।

মিমিঃ- আচ্ছা দাদু মাঝে বাড়িতে সবজি বাগান করেছে। আমরা স্কুলে সবজিও ফুলের বাগান করেছি এগুলো কি?-

দাদুঃ- মানুষের তৈরি বন সম্পদ। একটু পা চালিয়ে চলো দিদিভাই বেলা বেড়ে যাচ্ছে।

মিমিঃ- হ্যা চলো চলো। (দাদু মিমির প্রস্থান)

(মজুররা ও বাবার প্রবেশ) (গানের তালে তালে নেচে নেচে মজুররা ধান কাটবে, বাবা তালে তালে তদারকি করবে)

গানঃ- {ধান কাটি কাটি ধান} ৩ {ধান কাটি সোনা ফলে}২

মাটি হইল সুখের শীতল পাটি। ধানে ধানে সোনা ফলে মাটি হইল খাটি। ধান কাটি, কাটি ধান, ধান কাটি।

(দাদু ও মিমির প্রবেশ)

মিমিঃ- না কাটবে না কাটবে না (কান্না) ওদের কাটবেনা।

বাবাঃ- কেন মিমি মা... কান্না থামিয়ে বলতো। ধান না কাটলে খাবো কি ?

মিমিঃ- গাছ আমাদের অনেক কিছু দেয়, অক্সিজেন দেয়, ওরা আমাদের সবুজ সম্পদ। গাছ না বাঁচলে আমরাও যে মরে যাব বাবা।

বাবাঃ- ঠিক একদম ঠিক গাছ কাটতে নেই।

মিমিঃ- তাহলে ধানগাছ গুলোকে কাটছো কেন?

বাবাঃ- (হেসে) ধান, পাট, গম, ডাল, শাকসবজি এরা বেশি দিন বাঁচে না। মরশুমে হয়। আবার মারা যায়। তাই ওদের কেটে শস্য গুলি নিয়ে আবার নতুন মরশুমের নতুন ফসল লাগাতে হয়।

মিমিঃ- কিন্তু দিদিমণি যে বললেন।

বাবাঃ- সে তো বড় বড় গাছ। যাদের আমরা বৃক্ষ বলি। ওরা দীর্ঘজীবী হয়। অনেক অনেক বছর বাঁচে।

বৃক্ষদের ছেদন করা যাবে না। মানে কাটা যাবে না। এবার বুঝেছো মিমি মা-

মিমিঃ- হ্যাঁ

বাবাঃ- চলো ধানের বোঝা তোল সবাই।

কোরাসঃ- মিমিরানির জন্য আমরা আজ কত কিছু জানলাম। চলো ধানের বোঝা উঠাই

গানঃ- নতুন ধানের নতুন চিরা তপ্ত দুধের কাটি হায় হায় তপ্ত দুধের কাটি। আমি গয়না দিয়া ভইয়্যা দিমু রাঙা বউয়ের মাটি গো- রাঙা বউয়ের মাটি।

অথবা

প্রথম কলিঃ- ধান কাটি, কাটি ধান, ধান কাটি

(গান গেয়ে নাচের তালে তালে মজুররা বোঝা মাথায় সবার প্রস্থান)

কৃত্যালি- ১৪

দৃশ্য-শ্রাব্য কৃত্যালিঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা এমন একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করবেন যেখানে অরণ্য ধ্বংসের দৃশ্য থাকবে (এটা প্রতীকী হতে পারে) এবং এর ফলে সারা এলাকার যে যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে তাও থাকবে। এই ক্লিপটি দেখার পর শিশুরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে এবং অরণ্য রক্ষা করার প্রয়োজন নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতামত দেবে। পরে অরণ্য সংরক্ষণের জন্য কয়েকটি বিধি বা প্রয়োজনীয় কর্তব্য তারা ঠিক করবে।

কৃত্যালি- ১৫

মূল পাঠ্যাংশের কাজঃ

শিশুরা সংশ্লিষ্ট শব্দগুলির চর্চায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলে ‘আমাদের পরিবেশ’ বইয়ের ‘সবুজ সম্পদের ডাক’ এবং ‘একটি গাছ অনেক প্রাণ’ অংশ দুটি স্ব পঠনের জন্য দিতে পারেন। পঠনে যারা খুব পিছিয়ে তাদের জন্য পাঠ্যানশের প্রয়োজনীয় অংশ সহজতর করে পড়তে দিতে পারেন।

উপভাবমূলঃ- ঘরোয়া শিল্প ও অন্যান্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প

কৃত্যালি- ১৬

শিক্ষক শিক্ষিকা শিশুদেরকে মানস মানচিত্রের মাধ্যমে শব্দজাল তৈরি করবেন। নিম্ন লিখিত শব্দ গুলির প্রাসঙ্গিক চর্চা হতে পারে।

নিচে দাগ দেওয়া পাঁচ প্রকার শিল্প মাথায় রেখে শব্দ গুলির মানুষ মানচিত্র তৈরি করতে হবে।

শব্দজালঃ

মানুষের হাতে তৈরি সম্পদ- ভাঁড়, কলসি, লোহার কোদাল, পিতলের বাসন, ঘরোয়া শিল্প বাঁশের ঝুড়ি, ঘাসের মাদুর, হাতের কাজ, কাঁচামাল, কুটির শিল্প, নির্মাণ শিল্প, বাড়ি তৈরি, ইট খোলা, চাল কল, বয়লারে ধান ঢালা, ধান সিদ্ধ করা, শুকোতে দেওয়া, ধান নাড়া, বড় মাপের শিল্প, বড় বড় মেশিন, মসলা মিকচার, রাস্তা তৈরির রোলার, ট্রাক্টার, পাওয়ার টিলার, হস্ত শিল্প, বাঁশের সরু বাখারি, ফুল কাঁটা ঝুড়ি, ঝিনুক দিয়ে পুতুল, হাতের সুক্ষ কাজ, নাটকের শিল্পী, ছবি আঁকার শিল্পী, স্পষ্ট উচ্চারণ, শরীরের ভঙ্গী দিয়ে অভিনয়, সৌন্দর্য সৃষ্টির শিল্প, মনে আনন্দ দেওয়ার শিল্প।

- কৃত্যালি- ১৬/১

শিক্ষক শিক্ষিকা পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য শব্দ চার্ট তৈরি করবেন এবং ঐ শব্দ গুচ্ছ বারংবার পাঠ করাবেন ও

শব্দের অর্থ মাথায় রেখে প্রাসঙ্গিক ভাব গুলি শিশুদের মধ্যে সঞ্চারিত করবেন।

কৃত্যালি- ১৭

বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালিঃ

এলাকায় কি কি ধরনের ঘরোয়া এবং কুটির শিল্প রয়েছে তা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা একটা সমীক্ষা চালাতে পারে। যে বিষয়গুলি মাথায় রেখে ওই সমীক্ষা হবে তা হলোঃ

ঘরোয়া বা কুটির শিল্পের নাম

কি দিয়ে তৈরি হয় -
কোথায় ওই শিল্প আছে -
কতজন পরিবার এই শিল্পে যুক্ত আছে -
মাসে কত আয় হয় -

নাট্য চিত্র বা সংগীত শিল্প হলে ব্যক্তিদের নাম, কি বিষয়ে শিল্প এবং কত জন মানুষ এই চর্চা করছেন এবং কি ভাবে?

- কৃত্যালি- ১৭/১

এলাকার কোনও হস্ত শিল্পীকে ডেকে এনে শিশুদের মধ্যে হাতের কাজ শেখানোর কোন ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দল তৈরি করে এই কাজটি করা যেতে পারে।

- কৃত্যালি- ১৭/২

এলাকার কোনো ব্যক্তি সৃজনমূলক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে বিদ্যালয়ে ডেকে এনে গান, ছবি আঁকা বাজনা শেখার ব্যবস্থা করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে শিশুদের দল তৈরি করে তাদের আগ্রহ অনুসারে এই শিল্পের চর্চা হতে পারে।

কৃত্যালি- ১৮

সৃজনমূলক কাজঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা এ বিষয়ে বিভিন্ন ছড়া বানাতে পারেন। একই ভাবে একাধিক বিষয় বস্তু নিয়ে ছড়া শিশুদের সাহায্যে বিভিন্ন ছড়া বানানো যেতে পারে। শিশুদের মধ্যে ছন্দবোধ রয়েছে। অনুপ্রাস তারা ভালবাসে। খাপছাড়া হলেও এই

অনুপ্রাসের প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে মজা ও ছন্দবোধ তৈরি করতে হবে। অন্যদিকে যতটা সম্ভব চর্চিত শব্দকে ব্যবহার করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে।

বাঁশ কাটতে কুড়ুল-দা
বুনবে ঝুড়ি ছোটন কা
তুলবে কিছু চেঁচাড়ি
বুনবে কুলো চেঙরী
বেড়া জাফরি দর্মা
সে যেন বিশ্বকর্মা।

কৃত্যালি- **১৯**

দৃশ্য-শ্রাব্য কাজঃ

শিক্ষক শিক্ষিকা পরিবেশ দূষণ নিয়ে এমন একটি দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ তৈরি করবেন যেখানে দেখা যাবে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন কুটির শিল্পের কাজ করছে। বিভিন্ন ঘরোয়া শিল্প থেকে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেগুলির কেনা বেচার প্রক্রিয়াও উল্লেখ করা থাকবে। এ গুলি যে গ্রামীন সম্পদ তা বোঝাতে হবে। এই ক্লিপটি দেখে শিশুরা মতামত দেবে কেন এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা উচিৎ। এ ক্ষেত্রে গ্রামীন অর্থনীতি এবং গ্রামীন নান্দনিকতার কথাও চলে আসতে পারে।

কৃত্যালি- **২০**

মূল পাঠ্যাংশের কাজঃ

শিশুদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট শব্দ গুলি পাঠের উপযোগী হয়ে গেলে এ বিষয়ের পাঠটি স্বপঠনের জন্যে শিশুদের দেবে। যে শিশুরা একেবারেই অক্ষম হচ্ছে তাদের জন্য শিক্ষক শিক্ষিকা পাঠটিকে আরও সহজ করে লিখে একটি পঠন সামগ্রী তৈরি করে তাদের কাছে স্ব পঠনের জন্য রাখবেন। এ ক্ষেত্রে একটি বাক্যে দুটি তিনটির বেশি শব্দ সংখ্যা থাকবে না। “হাতে গড়া শিল্প সম্পদ” হরেক রকম শিল্প কথা, ঘরোয়া শিল্পের নানান কথা”।

পরিশিষ্ট (১) পাঠ ভিত্তিক কৃত্যালি সমূহ

পাঠ্য পুস্তকঃ পাতাবাহার

পাঠের নাম	উপভাবমূল/আলোচ্য বিষয়বস্তু	কৃত্যালি
সত্যি সোনা	চাষ-আবাদ, ঋতু ভিত্তিক চাষ	১) কৃত্যালি- ২ বহির্বিদ্যালয় কৃত্যালি- শিক্ষিকা শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের চাষ আবাদ সম্পর্কে ধারণা তৈরির জন্য কৃষিজীবি অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলাবেন। প্রতিবেশীদের চাষের মাঠ ইত্যাদি পরিদর্শন করাবেন। এই পরিদর্শনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী চাষ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে নোট বুকে লিখবে এবং শ্রেণিকক্ষে এসে তারা শিক্ষক/শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে তাদের প্রাপ্ত ধারণা ও জ্ঞানের আদান-প্রদান করবে। ২) শিক্ষার্থী চাষবাস নিয়ে মজার মজার ছড়া তৈরি করবে এবং তাতে নিজের মত সুর প্রয়োগ করবে। ৩) ছড়া ছবি গল্প পাঠের আসর
	সাফল্যের ক্ষেত্রে পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই।	১) কৃত্যালি -১০ শিক্ষক মহাশয় শিশুদের সাথে নিয়ে শ্রমজীবি মানুষের কাহিনী সংগ্রহ করবে। কি ভাবে পরিশ্রম করে তারা জীবনে বড় হওয়ার চেষ্টা করছে তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে আলোচনা করবে। সমাজের বয়স্ক মানুষদের অভিজ্ঞতা শুনে তারা একটি ছোট বিবরণ তৈরি করবে। এ ব্যাপারে দলগত আলোচনা করে সিধান্তে আসবে। ২) পরিশ্রমের যে কোন বিকল্প নেই তা নিয়ে নাটক অনুষ্ঠান করবে। ৩) ছড়া ছবি গল্প পাঠের আসর
	পরিবারের মধ্যে প্রাত্যহিক কাজের বিভাগ, পরিবারের নারীদের কাজ, মর্যাদা, স্থান-	১) পরিবারের মধ্যে কর্ম কর্ম বিভাগ পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট তৈরি করবে এবং আলোচনা করা। ২) সমাজে ও পরিবারে নারী –পুরুষ-ছেলে মেয়ের মধ্যে সমতা নিয়ে ছড়া, খেলা ও তাতে সুর বসানো। ৩) ছড়া ছবি গল্প পাঠের আসর
নিজের হাতে নিজের কাজ	রেল স্টেশন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন	১) কৃত্যালি- ২ শিশুরা ক্লাস ঘরে নিজেদের কাজ নিজেরা করে কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করবে। যেমন- • কি কি কাজ নিজে করে • করতে কেমন লাগে • অন্য কেউ করে দিলে তার ভালো লাগে কিনা • এতে তার কতটা উপকার হয়েছে। ২) শ্রেণি কক্ষে রেল স্টেশনের অভিজ্ঞতা নিয়ে নাটিকা করা ৩) রেলষ্টেশনের ছবি নিয়ে কোলাজ তৈরি ৪) ছড়া ছবি গল্প পাঠের আসর

	যানবাহনের ইতিকথা এবং আধুনিক যানবাহনের নানান তথ্য	১) অতীত ও বর্তমানের যানবাহন নিয়ে ছবি কেটে নিয়ে চার্ট বানানো ২) ছড়া ছবি গল্প পাঠের আসর
	কায়িক শ্রমের মর্যাদা	১) কৃত্যালি- ১০ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য- ১) শিক্ষিক/শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের ৫ টি ভাগে ভাগ করে নিকটবর্তী কোনো রেল স্টেশন পরিদর্শনে নিয়ে যাবেন। এক একটি দলকে এক একটি বিষয় ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করতে বলবেন। ছাত্র-ছাত্রী নোট বুকে যা যা দেখল ও বুঝল তার একটা তালিকা তৈরি করবে। নিম্নে বিষয়গুলি দেওয়া হল। শিক্ষক শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে শিশুরা এই কাজ করবে। ২) ব্রতচারীর নাচ ও গান ৩) ছড়া ছবি গল্প পাঠের আসর ৪) গল্প বলার আসর
	পাড়া প্রতিবেশীদের সহযোগিতা	১) কৃত্যালি- ২ ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকার নির্দেশ অনুযায়ী পাড়ার বা গ্রামের বাড়ির বড়দের কাছ থেকে ছাত্রছাত্রীরা এমন ১টি/২টি ঘটনার (সত্যি) কথা জানবে যেখানে- (ক) কোনো এক বিপন্ন মানুষকে গ্রামের সকলে মিলে সাহায্য করে বিপদমুক্ত করেছিল অথবা কোনও এক ব্যক্তি বিপদে পড়ায় তুমি/তোমার বাড়ির কেউ বা পাড়ার কেউ তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে তাকে বিপদমুক্ত করেছিলেন। ছাত্র ছাত্রী শ্রেণিকক্ষে একে অপরের কাহিনী আদানপ্রদান করবে। শিক্ষক/ শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের ঘটনাগুলি শুনে বিশ্লেষণ করবেন ও সহযোগিতার ভালো দিকগুলি তুলে ধরবেন। সামাজিক দায়িত্ববোধের কথা জানাবেন। সামাজিক সুসম্পর্কগুলির সদর্থক চর্চা করবেন। মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাবেন। ২) সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নাটিকা উপস্থাপনা ৩) ছবি ছড়া গল্প পাঠের আসর ৪) গল্প বলার আসর
সোনা	সন্তান লালন পালনে বাবা মায়ের ভূমিকা, বিশেষত কন্যা সন্তানের	১) কৃত্যালি– ৬ ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকার সাথে গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করবে এবং শিশুর যত্ন, পুষ্টি, পানীয়, খাদ্য, প্রতিষেধক ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে নানান তথ্য সংগ্রহ করবে। ২) পরিবারের একটি বালক/বালিকার প্রতি মনোভাব নিয়ে নাটিকা পরিবেশন করা ৩) ছবি ছড়া গল্প পাঠের আসর
	উন্নয়নের নামে প্রকৃতির বিশেষত জলাভূমির বিপন্নতা	১) কৃত্যালি– ১০ কলকারখানা বা রাস্তা ঘাট করার জন্য এলাকার বিভিন্ন দূষণ ঘটছে এমন কোন উদাহরণ আছে কিনা তা এলাকায় সমীক্ষা করতে হবে। শিক্ষিকা শিক্ষিকা ছাত্র ছাত্রীদের কাছাকাছি কোনো নদী পরিদর্শনে নিয়ে যাবেন। নদীর ধারে বর্জ্য প্লাস্টিক পরিষ্কার করার জন্যে একটি কর্মসূচিও গ্রহণ করতে পারেন।

		২) প্লাস্টিক বর্জন নিয়ে বিশেষ অভিযান ও উদ্যোগ ৩) ছবি- ছড়া গল্প পাঠের আসর
	জীবন রক্ষায় নদী মায়ের মত	১) কৃত্যালি– ১৪ কর্মসূচীর নাম হবে- "নদী দূষণ রোধ কর্মসূচি", অথবা যে কোনো মানানসই একটি নাম দেওয়া যেতে পারে। জনসাধারণকে সচেতন করতে কিছু পোষ্টার স্লোগান ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। এই সব কর্মসূচির জন্য প্রয়োজন কিছু গ্লাভস, মাইক, বড় বস্তা, ভ্যান গাড়ি পোষ্টার ইত্যাদি। ২) নদী রক্ষার আন্দোলন নিয়ে ছোট নাটিকা পরিবেশন ৩) ছবি ছড়া গল্প পাঠের আসর
	শিশুর কল্প রাজ্যের চরিত্র 'পরি'	১) ছবি আঁকা ও কাগজ ও রঙিন কাপড় কেটে পুতুল বানানো ২) গল্প বলার আসর ৩) ছবি ছড়া গল্প বলার আসর
ফুল	বীজ থেকে ফুল ও ফল বিষয়ক নানা তথ্য	১) বীজ থেকে ফুল ফোটার পরীক্ষা নিরীক্ষা ২) প্রকৃতির সহনশীলতা এবং তার প্রতি সহমর্মিতা নিয়ে নাটিকা উপস্থাপন ৩) ছবি ছড়া গল্প বলার আসর
জুঁই ফুলের রুমাল	চারিপাশের প্রকৃতিকে চেনা, বৃক্ষ রোপণ ও বৃক্ষ ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিকারের উপায় সন্ধান এবং জীববৈচিত্র্য	১) কৃত্যালি– ২ সমীক্ষা ও উৎসব পালন ও বৃক্ষরোপণ। ২) বৃক্ষ বাঁচিয়ে রাখার নাটকা পরিবেশন ৩) জীব বৈচিত্র্য নিয়ে ছবি আঁকা ৪) ছবি ছড়া গল্প বলার আসর
	সাগর, মহাসাগর উপ সাগর নিয়ে ধারণা	১) দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ দেখা এবং আলোচনা করা ২) ছবি ছড়া গল্প বলার আসর
ঢেউয়ের তালে তালে	সাগরের জীব বৈচিত্র্য ও জীবজগৎ এবং সামুদ্রিক জীবের বিপন্নতা	১) কৃত্যালি– ভ্রমণের সুযোগ থাকলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে 'সমুদ্রে' একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করতে পারেন। ভ্রমণে গিয়ে সমুদ্রের পাশের জেলে বস্তি পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করবে। ছাত্রছাত্রীরা সমুদ্রের বিপদ কি কি তা নিয়ে জানবে। বিপদ থেকে ফিরে আসা ২/১ জন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের কাছ থেকে সমুদ্রযাত্রার কাহিনী শুনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে। সমুদ্রের ধারে বিভিন্ন জীবের জীবাশ্ম সংগ্রহ করবে ও সে বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে সামুদ্রিক জীব সম্পর্কে জেনে নেবে। যেমন– কাঁকড়া, ঝিনুক, স্টার ফিশ ইত্যাদি। ২) সামুদ্রিক জীবের বিপন্নতা নিয়ে নাটিকা উপস্থাপনা ৩) ছড়া ছবি গল্প পাঠের আসর
আরাম	প্রকৃতির মধ্যে বিরাজিত ঐক্য ও শান্তি এবং নীরব কাজের ধারা	১) শান্ত ও সুন্দর প্রকৃতির ছবি আঁকা ২) ছবি ছড়া গল্প পাঠের আসর

	সমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সহাবস্থান ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা	১) ছবি ছড়া গল্প পাঠের আসর ২) সামাজিক অস্থিরতা ও দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি যে ভালো কাজ নয় তা নিয়ে নাটিকা উপস্থাপনা ৩) ছবি ছড়া গল্প পাঠের আসর
	পরিবারের মাতা ও পিতার মধ্যে সহজ ও বিশ্বাসপূর্ণ সম্পর্ক এবং শিশুর নিশ্চিত জীবনযাপন	১) কৃত্যালি– ৮ এ বিষয়ে শিশুদের সাহায্যে মানস মানচিত্র তৈরি করে একটি সম্ভাব্য শব্দ জাল নির্মাণ করে নিতে হবে। এখানে সম্ভাব্য শব্দের তালিকা দেওয়া হল। ২) ছড়া ছবি গল্প পাঠের আসর
মন কেমনের গল্প	মেঘলা ছুটির দিনে গ্রাম ও শহরের মধ্যে পার্থক্য	১) দৃশ্য শ্রাব্য ক্লীপ দেখে গ্রাম ও শহর নিয়ে তর্ক বিতর্ক ২) এ নিয়ে ছড়া বানানোর খেলা ৩) ছড়া ছবি গল্প পাঠের আসর ৪) গল্প বলার আসর
	সূর্য – গাছ – ক্লোরোফিল এই প্রক্রিয়া নিয়ে শিশুর অভিজ্ঞতা	১) সূর্যের আলোর প্রভাব নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা গাছের ওপর ২) ছবি ছড়া গল্প পাঠের আসর
	ঋতু সম্পর্কে সহজ ধারণা- বর্ষা ও শরৎ এর পার্থক্য ও মিল	১) ঋতু ছবি নিয়ে কোলাজ তৈরি ২) ঋতু নিয়ে গান গাওয়া ৩) ঋতু নিয়ে কবিতা ছড়া আবৃত্তি ৪) ছড়া ছবি এবং গল্প পাঠের আসর।
কে ছিলেন ঈশপ	জীবনের নানান ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও তার থেকে জীবনের পাঠ উপলব্ধি।	১) মিথ্যে কথা না বলা, কথায় বড় না হয়ে কাজে বড় হওয়া, লোভ না করা, উপকারীর উপকার করা নিয়ে নাটক উপস্থাপনা করা ২) গল্প থেকে ছড়া তৈরি করা ৩) ছবি ছড়া গল্প পাঠের আসর

পাঠ্য পুস্তক – আমাদের পরিবেশ

পাঠের নাম	উপভাবমূল/ আলোচ্য বিষয়বস্তু	কৃত্যালি
সম্পদ	স্বাস্থ্য সম্পদ – তার সুরক্ষা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ	১) কৃত্যালি– ২ শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের বাড়িয়ে লোকজনের সঙ্গে আলোচনা করে বছরে কতদিন তারা অসুস্থ্য হন তার হিসাব নিয়ে আসবে। কি ধরনের সাধারণ রোগে তারা আক্রান্ত হন এ বিষয়ে শিশুরা তথ্য সংগ্রহ করবে। এই অসুস্থ্যতার ফলে তারা কি কি সমস্যায় পড়েন? এই সমস্যা থেকে মুক্তি কি ভাবে পেতে পারে তার সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে জেনে আসবে তারা শিশুরা। শ্রেণিকক্ষে এসে তারা দলগত ভাবে একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট তৈরি করবে। ২) কৃত্যালি– ৩ শিক্ষক শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে শিশুরা ব্রতচারি গান ও নৃত্য পরিবেশন করতে পারে। সেই সমস্ত গান নির্বাচন করতে হবে যে গুলিতে শারীরিক শ্রম ও ব্যায়ামকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ৩) ছবি ছড়া গল্প পাঠের আসর
	জল সম্পদ- জলের প্রয়োজনীয়তা জল সংরক্ষণ ও পরিশোধন এবং সম্পদ হিসেবে বায়ু, মাটি আকাশ।	১) কৃত্যালি- ৭ শিক্ষক শিক্ষিকা শিশুদের নিয়ে কয়েকটা হাতে নাতে কাজের প্রকল্প নিতে পারেন। ২) কৃত্যালি- ৮ শিক্ষক শিক্ষিকা শিশুদের দিয়ে কিছু স্লোগান তৈরি করাতে পারেন। সে গুলি বড় বড় কার্ড বোর্ডে লিখে দেওয়ালে দালানের এমনকি গাছে গাছে টাঙিয়ে দিয়ে শিশুদের সচেতনতা ও এলাকার সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারেন। কয়েকটি স্লোগান করে দেওয়া হল। ৩) ছবি ছড়া গল্প পাঠের আসর
	অরণ্য সম্পদ- প্রাকৃতিক কারণে, চাষের জন্য এবং বাগান করার জন্য উৎপন্ন গাছ ও উদ্ভিদ এবং গাছের গুরুত্ব।	১) কৃত্যালি- ১২ বৃক্ষরোপন নিয়ে পোস্টার মিছিল করতে পারে শিক্ষার্থীরা। এনিয়ে বিভিন্ন পাড়ায় গিয়ে তারা বড়দের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে যাতে ওখানকার পরিবারে গুলির দখলে থাকা বিভিন্ন পোড়ো জমিতে তারা নানান ধরনের বৃক্ষ রোপণ করতে পারে। বিডিওর সঙ্গে ছাত্র প্রতিনিধিরা দেখা করে চারা গাছ সংগ্রহ করতে পারে এবং সে গুলি বিনামূল্যে পাড়ায় পাড়ায় বিলি করতে পারে। এমনও হতে পারে তারা বিভিন্ন জমিতে গাছ লাগিয়ে দিয়ে আসতে পারে। ২) কৃত্যালি- ১৩ শিক্ষক শিক্ষিকা বৃক্ষরোপণ নিয়ে নিজস্ব ভাবনা তুলে ধরতে শিশুদের “ইচ্ছে খুশী” আঁকার আসরে বসাতে পারেন। ৩) কৃত্যালি- ১৩/১ গাছ নিয়ে সরল ছবি আর গল্পের বইগুলি জড়ো করে শিক্ষক শিক্ষিকা একটি আনন্দ পাঠ এর ব্যবস্থা করতে পারেন। এ’জন্য বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকে আরো শক্তিশালী করতে বিভিন্ন বইপত্র জোগাড় করতে পারেন। ৪) ছবি ছড়া গল্প পাঠের আসর

	ঘরোয়া শিল্প ও অন্যান্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প	১) কৃত্যালি– ১৭ এলাকায় কি কি ধরনের ঘরোয়া এবং কুটির শিল্প রয়েছে তা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা একটা সমীক্ষা চালাতে পারে। যে বিষয়গুলি মাথায় রেখে ওই সমীক্ষা হবে ২) কৃত্যালি– ১৭/১এলাকার কোনও হস্ত শিল্পীকে ডেকে এনে শিশুদের মধ্যে হাতে কাজ শেখানোর কোন ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দল তৈরি করে এই কাজটি করা যেতে পারে। ৩) কৃত্যালি– ১৭/২এলাকার কোনো ব্যক্তি সৃজনমূলক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে বিদ্যালয়ে ডেকে এনে গান, ছবি আঁকা বাজনা শেখার ব্যবস্থা করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে শিশুদের দল তৈরি করে তাদের আগ্রহ অনুসারে এই শিল্পের চর্চা হতে পারে। ৪) কৃত্যালি– ১৮শিক্ষক শিক্ষিকা এ বিষয়ে বিভিন্ন ছড়া বানাতে পারেন। একই ভাবে একাধিক বিষয় বস্তু নিয়ে শিশুদের সাহায্যে বিভিন্ন ছড়া বানানো যেতে পারে। শিশুদের মধ্যে ছন্দবোধ রয়েছে। অনুপ্রাস তারা ভালবাসে। খাপছাড়া হলেও এই অনুপ্রাসের প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে মজা ও ছন্দবোধ তৈরি করতে হবে। অন্যদিকে যতটা সম্ভব চর্চিত শব্দকে ব্যবহার করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে।
খাদ্য		১) ছবির কোলাজ তৈরি করা– (ক) শাক পাতা (খ) ফল (গ) সবজি ২) কৃত্যালি– ২ শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রথমে ছাত্র ছাত্রীদের তাদের বাড়ি ও বাড়ির আশ পাশ থেকে বিভিন্ন ধরনের শাক পাতা সংগ্রহ করার নির্দেশ দেবেন। ৩) শাক পাতা ফল সবজি নিয়ে ছড়া তৈরি ৪) এলাকার হাট বাজার পরিদর্শন ও খাদ্যের গুনাগুন নিয়ে তথ্য সংগ্রহ

পরিশিষ্ট (২) পাঠ ভিত্তিক শব্দ ও শব্দগুচ্ছের তালিকাঃ পাতাবাহার

পাঠের নাম	বিষয়বস্তু ও উপভাবমূল	শব্দ ও শব্দগুচ্ছ
সত্যি সোনা	চাষ-আবাদ, ঋতু ভিত্তিক চাষ	জায়গা, বিঘে, মজুর, রোজগার, পোঁতা, খোঁড়াখুঁড়ি পাকা ধানের রাশি, সুন্দর ফসল, বিক্রি, বৃষ্টি, চাষা আবাদ, কঠোর পরিশ্রম, হাট-বাজার, জিনিসপত্র, মশলাপাতি, কেনাবেচা, ক্রয়-বিক্রয়, বলদ, হাল, ট্রাক্টর, কোদাল, নিড়ানি, মাচা, মরশুম, আমন, আউশ, রবি, বোরো, বীজ সংরক্ষণ ও বীজ সংগ্রহ, সারি সারি।

	সাফল্যের ক্ষেত্রে পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই।	পুরস্কার পাওয়া, বুদ্ধি খাটানো, ষোলো আনা, সফলতা, আলসেমি না করা, বৃথা চেষ্টা নয়, মরিয়া হয়ে কাজ। হতাশা ত্যাগ করা, সাফল্যের জন্যে চেষ্টা, ক্রমাগত কাজ করে যাওয়া লক্ষ্যে পৌঁছানো।
	পরিবারের মধ্যে প্রাত্যহিক কাজের বিভাগ, পরিবারের নারীদের কাজ, মর্যাদা, স্থান-	বউয়ের পরামর্শ, অলস স্বামী, অসুখ,গড়িমসি, চিরকাল, বুড়ো বাপ, বিশ্বাস, বিরক্তি, অস্থির, গর্ব, গর্বে বুক ভরে যায়, খাবার তৈরি করে, মিছিমিছি খাটানো, বোঝাপড়া, সহযোগিতা, কাজ ভাগাভাগি করে নেওয়া, অবহেলা।
	রেল স্টেশন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন	বাঁধানো প্লাটফর্ম- পুরনো গাছ, বসার জন্য সিমেন্টের বেদী, সূচাকৃতি রেলিং, ট্রেন এলে জমজমাট ভীর, চায়ের স্টল, ইতস্তত মানুষজন ঘুরছে রেলগাড়ি- রেলক্রসিং, রেললাইন, সিগন্যাল, সবুজ হলুদ আলো,কামরা, যাত্রী, কোলাহল, গার্ডের কামরা, লাল-সবুজ ফ্ল্যাগ ট্রেনের আসা যাওয়া- জমজমাট স্টেশন, ঘোষণা, চঞ্চলতা, কোলাহল, হৈ চৈ, ট্রেনের আগমন, ধাক্কা ধাক্কি, ওঠা-নামা, কুলিদের ছোটাছুটি, ট্রেনের প্রস্থান, যাত্রীদের প্রস্থান, নির্জন প্ল্যাটফর্ম, দূরে হারিয়ে যাওয়া, হুইসেল শব্দ, অভিজ্ঞতা- কত ঘটনা, কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, সাক্ষী থাকে গাছ আর পাখীরা। মানুষ জন- ভিখারি- প্রতিবন্ধী ভিখারি, গান গায়, বাজনা বাজায়, টিকিট চেকার, গার্ড, কালো কোট পরিহিত, হকার- চা চা চিৎকার, জানলায় চা দেয়, কুলি- মালপত্র বহন, পিঠে মাথায় বোঝা, ঠেলাগারিতে বহন, স্টেশন মাষ্টার
	যানবাহনের ইতিকথা এবং আধুনিক যানবাহনের নানান তথ্য	যানবাহন, প্রাচীন যুগ, ঢুলি, পাল্কি, নৌকা, ডিঙ্গি, জাহাজ, স্টীমার, ঠেলা, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মাল পরিবহণ, যাত্রী বাহী পায়ে চালানো রিক্সা, জল যান, স্থল যান, ভ্যান রিক্সা, টোটো, লরী, ট্রাক, ট্যাক্সি, ট্রেন, বাস, আকাশ যান, বিমান, রকেট, মহাকাশ চন্দ্রযান, চাকা আবিষ্কার, জলে কাঠ ভাসা, বেহারা, ঠেলা চালক, রিক্সাওয়ালা, বাসচালক, মাঝি, ম্লার, জাহাজের ক্যাপ্টেন, বিদ্যুৎ চালিত, মানুষ চালিত, পশু চালিত, যন্ত্র চালিত, দাঁড়, পাল, হাল, সীট, হ্যান্ডেল, প্যাডেল, চেন, সীট, স্পীড, কামরা, ব্রেক, কমপার্টমেন্ট, কেবিন, বাঙ্ক এয়ারপোর্ট, রানওয়ে।
	কায়িক শ্রমের মর্যাদা	সাহস, আত্ম বিশ্বাস, নির্ভরশীল, তৃপ্তি, দক্ষ হওয়া, মর্যাদা বোধ, সংকুচিত না হওয়া, উচিৎ শিক্ষা- এই সমস্ত শব্দগুলি পূর্বের পদ্ধতিতে চর্চা করা যেতে পারে।
সোনা	পাড়াপ্রতিবেশীদের সহযোগিতা	পাড়া প্রতিবেশী, বিপদে সাহায্য, পাশে থাকা, সহমর্মিতা, বন্ধুত্ব, গুজব, রটনা, বিবাদ, সমালোচনা, চন্ডী মণ্ডপ, মীমাংসা, সালিসি, কুসংস্কার, সকলের জন্য সকলে আমরা, রোগবালাই, মানসিক স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য বিধি, খাদ্য বৈষম্য।

	সন্তান লালন পালনে বাবা মায়ের ভূমিকা,বিশেষত কন্যা সন্তানের	কন্যা শিশুর যত্ন, পরিচর্যা, টিকা করণ, রোগ বালাই, মানসিক স্বাস্থ্য বিধি, খাদ্য বৈষম্য, সমালোচনা, বিদুষী মহিলা, কন্যা সন্তান, পরিবারের সম্পদ, অবহেলা নয়, নজরে রাখা, সুস্থ রাখা।
	উন্নয়নের নামে প্রকৃতির বিশেষত জলাভূমির বিপন্নতা	কারখানা, মৃত, জীবন, প্রতিমা, বাঁধ দেওয়া, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, খাদ্য জীবিকা, যাতায়াত, পশু ভাসিয়ে দেওয়া, বিসর্জন, আবর্জনা
	জীবন রক্ষায় নদী মায়ের মত	নদী মা, জলই জীবন, চাষের জন্য নদী, যাতায়াত, খাদ্য জীবিকা, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠস্বচ্ছ বায়ু, দূষণ মুক্ত পরিবেশ, মায়ের ওপর অত্যাচার, দূষিত করা হচ্ছে, ব্রীজ দেওয়া, পশুর স্নান, কলকারখানা নির্মাণ, অপরিসীম উপকার, বর্জ্য পদার্থ, প্লাস্টিক, জলজ প্রাণী, আবর্জনা, নর্দমার দূষিত জল।
	শিশুর কল্প রাজ্যের চরিত্র ‘পরি’	পরি, যাদুদণ্ড, চকচকে, পূর্ণিমার চাঁদ, প্রজাপতির মতো ডানা, মুকুট, দামি পাথর লাগানো থাকে, মুকুটে, আকাশ থেকে উড়ে আসে। ঘুঘুর, মণিমানিক্য, রত্ন খচিত জ্বলজ্বলে ঘাঘরা, রেশমী পোশাক, চাঁদের রেখা, ধরে আসে, রঙীন, তুলতুলে, রাংতা দিয়ে মোড়া, চাঁদের রেখা, জমকালো পোশাক।
ফুল	বীজ থেকে ফুল ও ফল বিষয়ক নানা তথ্য	গন্ধযুক্ত ফুল-গোলাপ, জুঁই, কেয়া, চাঁপা, মালতী, শিউলি , গন্ধরাজ,বেল,গাঁদা ইত্যাদি। গন্ধ হয় না যে ফুলের– পলাশ,টগর, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া ইত্যাদি। যে ফুল মানুষ খায়- মোচা, বক ফুল, কুমড়ো ফুল, সজনে ফুল। রাতে ফোটা ফুল- রজনীগন্ধা, কামিনী, জুঁই, মালতী, সাদা ফুল- রঙীন ফুল ফুলের সঙ্গে সম্পর্ক- ফড়িং, মৌমাছি, ভ্রমর, প্রজাপতি, ফুলের কাজ- পুজা, গৃহ সজ্জা, নিজের সাজ, বাড়ির সাজ ফুলের চাষের সময়- সারা বছর ফোটে- গোলাপ, জবা গ্রীষ্মে ফোটে- বেল, জুঁই, শরতে ফোটে- শিউলি, পদ্ম, দোপাটি শীতে ফোটে- রজনীগন্ধা, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, বসন্তে ফোটে- পলাশ, শিমুল, রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া বীজ থেকে ফুল, ফল, মাটি তৈরি,সার- জৈব/অজৈব, বাড়ির বর্জ্য পদার্থ, জল দেওয়া, মাটি কোপানর যন্ত্র, টব যত্ন।
	প্রকৃতির রং এবং প্রকৃতি থেকে রং	লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, গোলাপি, বেগুনি, মেরুন, কালো, সাদা, সোনালি, ছাই রং, আকাশী, কমলা, রাসায়নিক রঙ, প্রাকৃতিক রঙ, অন্য রঙ্গে রূপান্তর, কালচে লাল, হলদেটে সাদা, কচি কলা পাতার সবুজ, তুঁতে রঙ, শ্যাওলা সবুজ, বাদামী, গেরুয়া, খয়েরী।

জুঁই ফুলের রুমাল	চারিপাশের প্রকৃতিকে চেনা, বৃক্ষ রোপণ ও বৃক্ষ ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিকারের উপায় সন্ধান এবং জীববৈচিত্র্য	প্রকৃতি, বৃক্ষ, উদ্ভিদ, গুল্ম, ঘাস, পাখি, পতঙ্গ, সরীসৃপ, আলো, আকাশ, বাতাস, জন্তু, জানোয়ার, পতঙ্গ, সরীসৃপ, পাখি, পশু, উদ্ভিদ, ঘাস ও বৃক্ষের পরিচিত নাম, গাছের যত্ন, কাঠুরিয়া, প্রতিরোধ গড়া, দলবদ্ধ প্রতিবাদ, বৃক্ষছেদন, বৃক্ষ রোপণ, গাছের লালন পালন, একটি গাছ, একটি প্রাণ, পৃথিবী ধ্বংস হবে, জঙ্গল, যন্ত্রপাতি।
ঢেউয়ের তালে তালে	সাগর, মহাসাগর উপ সাগর নিয়ে ধারণা	গভীরতা, সামুদ্রিক জীব, জলজ প্রাণী, পৃথিবীর বৃষ্টি পাত, আয়লার মত ঝড়, লবণাক্ত জল, স্থল ভাগ, বিপুল তরঙ্গ, অশান্ত জল ভাগ, বিস্তৃতি, জাহাজ, সামুদ্রিক প্রাণী, ট্রলার।
	সাগরের জীব বৈচিত্র্য ও জীবজগৎ এবং সামুদ্রিক জীবের বিপন্নতা	সামুদ্রিক প্রাণী, উদ্ভিদ, অক্সিজেন, তলদেশ অন্য জগত, বালির স্তুপ, আজানা উদ্ভিদ, তিমি, কচ্ছপ, শুশুক, অক্টোপাস, ডলফিন, গাঙচিল, আলবালটোস (বিখ্যাত সামুদ্রিক প্রাণী), সাগরের ভিতরের প্রবাল, সিগয়াস, সমুদ্রের ধারের গাছ, নারকেল, ক্যাকটাস।
আরাম	জীবনের নানান ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও তার থেকে জীবনের পাঠ উপলব্ধি।	পরিবেশ, জীব বৈচিত্র, প্রাকৃতিক ভারসাম্য, নীরব কাজের ধারা, শান্তি, নিয়মমাফিক কাজ, পাখির কুজন, আশান্তি, হাঙ্গামা, স্বাভাবিক, শীতল বাতাস।
	জীবনের নানান ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও তার থেকে জীবনের পাঠ উপলব্ধি।	আজান, মন্দিরের ঘণ্টা, সিয়ারাম, আল্লা, ঈশ্বর, ভগবান, সম্প্রদায়, ধর্মীয়, জাতিগত, গির্জা, চার্চ, খ্রিষ্টান, অনেক ধর্ম, বৌদ্ধ, গুম্ফা, সামাজিক আচার, শ্রদ্ধা, সম্মান।
	জীবনের নানান ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও তার থেকে জীবনের পাঠ উপলব্ধি।	স্বামী স্ত্রী সংযত আচরণ, বিশ্বাস, বিবাদ, সম্মান, শ্রদ্ধা, অহেতুক, সন্দেহ, চিৎকার, চেঁচামিচি, নিরাপদ, নিরাপত্তা বোধ, আরাম লাভ, স্বস্তি বোধ, জীবন যাপন, আশান্তি, সহজ, সম্পর্ক, বিশ্বাস পূর্ণ, শান্তি পূর্ণ, জীবন, পরিবার।
মন কেমনের গল্প	মেঘলা ছুটির দিনে গ্রাম ও শহরের মধ্যে পার্থক্য	মেঘলা আকাশ, বাদল ছুটি, আনন্দ, মুক্তি, যা ইচ্ছে তাই করা, একলা আমির আনন্দ, নিজের মত থাকা, মন পাখির মত ওড়ে, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প, রেনি ডে।
	সূর্য – গাছ – ক্লোরোফিল এই প্রক্রিয়া নিয়ে শিশুর অভিজ্ঞতা	সূর্য গাছ ক্লোরোফিল সবুজ পাতা জল + রোদ/আলো) সালোকসংশ্লেষ, জলীয় রসদ, রান্নাঘর মূল কান্ড

	ঋতু সম্পর্কে সহজ ধারণা- বর্ষা ও শরৎ এর পার্থক্য ও মিল	ঋতু বৈচিত্র্য, গ্রীষ্ম, প্রচন্ড গরম, অবিশ্রাম বৃষ্টি, বর্ষা, শিশির, হিমেল হাওয়া, হেমন্ত, পাকা ধান, কুয়াশা, কঙ্কনে ঠাণ্ডা, শীত, জুবুথুবু, দখিনের বাতাস, নতুন পাতা, ফুল
কে ছিলেন ঈশপ	জীবনের নানান ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও তার থেকে জীবনের পাঠ উপলব্ধি।	দ্রুত গতি, অবজ্ঞা, নিজেকে বড় ভাবা, ধীর গতি, নিজের সংকল্পে অটুট, ধৈর্য, নৈতিকগুণ, দয়া মায়া, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ভক্তি, বন্ধুত্ব, সাহস, সহযোগিতা, সোনার ডিম, লোভ, আরও চাই, দামী, অবাস্তব, রাখাল ও বাঘ, মিথ্যা কথা, ঘাড়ে চড়া, লোক কে ভুল ভাবানো, মজা পাওয়া, ভয় দেখানো সত্য নীতি কথা

আমাদের পরিবেশ

পাঠের নাম	বিষয়বস্তু ও উপভাবমূল	শব্দ ও শব্দগুচ্ছ
সম্পদ	স্বাস্থ্য সম্পদ – তার সুরক্ষা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ	ক) নিজের স্বাস্থ্যঃ- জ্বর, মাথা ব্যথা, পেট খারাপ, সর্দি কাশি শরীরে দুর্বলতা, শুয়ে থাকা, স্নান না করা, ভালো না লাগা, খেলা ধুলা বারন, ভালো না লাগা, কাজের উদ্যোগে ঘাটতি, মোটা হয়ে যাওয়া, ছুটতে না পারা, স্কুলে না যেতে পারা, হন তার হিসাব শাক সবজি খাওয়া, সুস্থ্য শরীর, স্বাস্থ্য সম্পদ। খ) শ্রম জীবি মানুষের স্বাস্থ্যঃ- কাজে না যাওয়া, মজুরী নষ্ট, খাদ্যে টান পড়া, ওষুধ কিনতে বাড়তি অর্থ, শরীর ভেঙ্গে যাওয়া। গ) পরিবারের মা-মহিলাদের স্বাস্থ্যঃ- সংসার অচল, সংসার অচল, সময় মত রান্না না হওয়া, শিশুর যত্নের ঘাটতি, ছোঁয়াচে রোগ শিশুদের মধ্যে ছড়ায়, দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়ে, কষ্ট হয়।
	জল সম্পদ- জলের প্রয়োজনীয়তা জল সংরক্ষণ ও পরিশোধন এবং সম্পদ হিসেবে বায়ু, মাটি আকাশ।	ক) জল– জল দূষণ, নোংরা জল, দুর্গন্ধ জল, জীবাণু যুক্ত জল, পরিষ্কার জল, পানীয় জল, জল শেষ হবে, ডীপ টিউব অয়েলের জল, মাটির নীচে পাম্পের জল তোলা, জল নষ্ট হয়, জলের কল খোলা রাখা, খ) বায়ু– বায়ু দূষণ, বাতাসে ধোঁয়া, চোখ জ্বালা, ধুলো বালি ওড়া, শ্বাস কষ্ট, শরীর জুড়ানো, গাড়ি বাস কারখানা থেকে ধোঁয়া, পরিষ্কার বায়ু, নির্মল বায়ু। শীতল বায়ু, সম্পদ। গ) মাটি– নোংরা মাটি, পলিথিন ও প্লাস্টিকের ব্যবহার, মাটিতে পড়লে রোদ জল হাওয়া পায় না, নোংরা মুক্ত মাটি, উর্বর মাটি, গাছপালা তাড়াতাড়ি বড় হয়, পুষ্ট হয়, মাটি ও সম্পদ। ঘ) আকাশ– নির্মল আকাশ, ঘোলাটে ধোঁয়ায় ঢাকা আকাশ, বৃষ্টির জলে জীবাণু নেমে আসে, স্বচ্ছ সূর্যের আলো, গাছের বৃদ্ধির জন্য উপযোগী, আকাশ সম্পদ।

	অরণ্য সম্পদ- প্রাকৃতিক কারণে, চাষের জন্য এবং বাগান করার জন্য উৎপন্ন গাছ ও উদ্ভিদ এবং গাছের গুরুত্ব।	প্রকৃতির সম্পদ, সবুজ সম্পদ, মানুষের তৈরি বন সম্পদ, বাগিচা সম্পদ, ফলের বাগা, কৃষি কাজ ও চাষ, কৃষি সম্পদ, শাল, সেগুন, গ্রান, সুন্দি, রাকে, বকুল গাছ, কাঁঠাল চাঁপা, আম, ছাতিম, শিমুল, বাঁশ, ধান, পাট, ঘৃত কুমারি, গাঁদা, গোলাপ, জুঁই, জবা, বাসক, কাল মেঘ, বৃক্ষ রোপণ, জীবদের উপকার, খাদ্য পাওয়া, পাখির বাসা, নৌকা, বাঁশ দিয়ে কাগজ তৈরি, ছেঁড়া কাগজ দিয়ে ভালো কাগজ তৈরি, একটি গাছ অনেক প্রান রক্ষা, সামাজিক গুরুত্ব।
	ঘরোয়া শিল্প ও অন্যান্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প	মানুষের হাতে তৈরি সম্পদ- ভাঁড়, কলসি, লোহার কোদাল, পিতলের বাসন, ঘরোয়া শিল্প বাঁশের ঝুড়ি, ঘাসের মাদুর, হাতের কাজ, কাঁচামাল, কুটির শিল্প, নির্মাণ শিল্প, বাড়ি তৈরি, ইট খোলা, চাল কল, বয়লারে ধান ঢালা, ধান সিদ্ধ করা, শুকোতে দেওয়া, ধান নাড়া, বড় মাপের শিল্প, বড় বড় মেশিন, মসলা মিকচার, রাস্তা তৈরির রোলার, ট্রাক্টার, পাওয়ার টিলার, হস্ত শিল্প, বাঁশের সরু বাখারি, ফুল কাঁটা ঝুড়ি, ঝিনুক দিয়ে পুতুল, হাতের সুক্ষ কাজ, নাটকের শিল্পী, ছবি আঁকার শিল্পী, স্পষ্ট উচ্চারণ, শরীরের ভঙ্গী দিয়ে অভিনয়, সৌন্দর্য সৃষ্টির শিল্প, মনে আনন্দ দেওয়ার শিল্প।
খাদ্য		বেলে শাক, ব্রাহ্মী শাক, ঢেঁকি শাক হিঞ্চে শাক, লাউ শাক, পুঁই শাক, পেঁয়াজ কলি, পটলের বীজ, কাঁচা পেঁপে,ফুল কপি বাঁধা কপি, কচি বিন, ওল কচু, নিম পাতা, থানকুনি হিঞ্চে, কাঁঠালের বীজ, সজনে ডাটা রক্তাল্পতা খোসা, মুরগীর মাংস, নটে ডাঁটা, খোস পাঁজরা, শাঁস কাতলা মাছ পুঁই ডাঁটা, হজমে অসুবিধা ডাবের জল, রুই মাছ, বরবটি, স্মৃতিশক্তির অভাব. নারকেলের শাঁস, মৌরলা মাছ, তেতো,উচ্ছে, রাত কানা, খেজুরের রস, খাসির মাংস, কড়াইশুঁটি, কোষ্ঠকাঠিন্য তালের রস, পাঠার মাংস, কড়াই এর বীজ, আমাশয়, খেজুর গুড়, চারা মাছ, পাতলা পায়খানা, তাল গুড়, মৃগেল মাছ, শিমের, বীজ, ডায়াবেটিস, পাকা পেঁপে, বেলে, অসুখ বিসুখ , পাকা আম, ট্যাংরা , অঙ্গ প্রতঙ্গ নিস্তেজ কচি শসা, ইলিশ কাঁচা কুমড়ো, আপেল হাঁসের মাংস পাকা কুমড়ো, বেদানা, দুধ , দই বীট- গাজর, কমলা লেবু, ছানা, কাঁকুড়, মৌসাম্বি লেবু ঝিঙে, বিষ ফল চিচিঙ্গে, দুধভাত চানাচুর, তেল মশলা পোলাও মাংস, আলুর চিপস জিরে, ধনে, হলুদ চচ্চড়ি/ছ্যাচড়া নিমকি পাঁচফোড়ন লাউ ডাল, ডালমুট, কালো জিরে, কাঁচ কলার কোপতা তেলেভাজা কাঠের উনুন, ছানার ডালনা বেগুনি, কয়লার উনুন শুক্তো আলুর চপ, গ্যাস, মাছের মাথা দিয়ে ডাল মুড়ির মশলা দেশলাই বাক্স আলু ভাতে, ময়দা, বেসন, ডাল থেকে তৈরি লাইটার, সবজি ভাতে পলিথিন প্যাকেট, মাইক্রোভেন মুসুরির ডাল টক, ঝাল, মিষ্টি মাটির হাড়ি, থালা, বাসন, ভাজা মুগের ডাল নোনতা কাসার বাসন, স্টীলের বাসন, ডালের বড়ার তরকারি লোহার কড়া, খুন্তি চাটু পাপড়ির মতো পাতা দিয়ে ঢেকে রাখে ফুল গুলি, বেগুনি রঙের গোল মেটে রঙের লাল, শরীরের রক্ত তৈরী করে , সুস্বাদু, কার্বোহাইড্রেট আছে। কাঁচা বা রান্না করে খায়, পুড়িয়ে খায় আনেকে, রান্না করে খায়, ঢ্যাঁড়শ লম্বাটে/ভিটামিন আছে। করতালের মতো। কাঁচা পেঁপে হজম হতে সাহায্য করে, ভিটামিন আছে রান্না করে খায়, খোসা ছাড়িয়ে সিদ্ধ হলে ল্যতল্যাতে, খোসা ছাড়ানো যায় না।

পরিশিষ্ট (৩) পাঠ ভিত্তিক মূল্যবোধ ও সামর্থ্যের বিকাশ
পাতাবাহার

পাঠের নাম	মূলভাব	উপভাবমূল	নৈতিক মূল্য বোধ ও নানান সামর্থ্যের বিকাশ
সত্যি সোনা	কাজের মর্যাদা এবং তার জন্য স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্য পুরস্কার	ক) চাষ-আবাদ, ঋতু ভিত্তিক চাষ খ) সাফল্যের ক্ষেত্রে পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। গ) পরিবারের মধ্যে প্রাত্যহিক কাজের বিভাগ, পরিবারের নারীদের কাজ, মর্যাদা, স্থান-	ক) পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই খ) নারীদের সম্মান প্রদর্শন
নিজের হাতে নিজের কাজ	কায়িক পরিশ্রমের মর্যাদা/যে কাজ নিজে করা সম্ভব তা নিজেই করা উচিত	ক) রেল স্টেশন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন খ) কায়িক শ্রমের মর্যাদা গ) যানবাহনের ইতিকথা এবং আধুনিক যানবাহনের নানান তথ্য	ক) আত্ম নির্ভরশীল হওয়া প্রয়োজন খ) কায়িক শ্রম কোনো খাটো ব্যাপার নয় গ) অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া
ফুল	রূপকথায় ফুলের জন্মের কথা, প্রকৃতিতে রঙের বাহার বোঝাতে এই পাঠ	ক) বীজ থেকে ফুল ও ফল বিষয়ক নানা তথ্য খ) প্রকৃতির রং এবং প্রকৃতি থেকে রং	ক) প্রকৃতির প্রতি মমত্ববোধ তৈরি হওয়া খ) মন দিয়ে দেখো আর বিজ্ঞানকে খোঁজ
সোনা	নদী নির্ভর জীবন এবং দুষণমুক্ত নদীর জল	ক) পাড়া প্রতিবেশীদের সহযোগিতা খ) জীবন রক্ষায় নদী মায়ের মত গ) উন্নয়নের নামে প্রকৃতির বিশেষত জলাভূমির বিপন্নতা ঘ) সন্তান লালন পালনে বাবা মায়ের ভূমিকা,বিশেষত কন্যা সন্তানের	ক) প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সহযোগিতা করা উচিৎ খ) জল সংরক্ষণ ও জীবনরক্ষা গ) পরিবারে পুরুষ ও মহিলা, ছেলে ও মেয়ের প্রতি একই দৃষ্টিভঙ্গী
জুঁই ফুলের রুমাল	গাছ ও ঐক্য/বন্ধুত্ব	চারিপাশের প্রকৃতিকে চেনা, বৃক্ষ রোপণ ও বৃক্ষ ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিকারের উপায় সন্ধান এবং জীববৈচিত্র্য	ক) প্রাণী ও বৃক্ষ হত্যা উচিৎ নয় খ) জীবজগত কে বিপন্ন করা মানে নিজেকে বিপন্ন করা।

ঢেউয়ের তালে তালে	অ্যাডভেঞ্চার অভিযাত্রা ও সামুদ্রিক জীব বৈচিত্র্য ও জীবন	ক) সাগর, মহাসাগর উপ সাগর নিয়ে ধারণা খ) সাগরের জীব বৈচিত্র্য ও জীবজগৎ এবং সামুদ্রিক জীবের বিপন্নতা	নদী ও সমুদ্রকে দূষিত করা উচিৎ নয়
মন কেমনের গল্প	দেশ প্রেম/মেঘলা দিনের প্রকৃতির সঙ্গে শিশুর একাত্মতা	ক) ঋতু সম্পর্কে সহজ ধারণা- বর্ষা ও শরৎ এর পার্থক্য ও মিল খ) সূর্য – গাছ – ক্লোরোফিল এই প্রক্রিয়া নিয়ে শিশুর অভিজ্ঞতা গ) মেঘলা ছূটির দিনে গ্রাম ও শহরের মধ্যে পার্থক্য	ক) সুন্দরকে ভালবাসা খ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী
ঈশপের গল্প	এক মহান শিক্ষকের সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা	জীবনের নানান ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও তার থেকে জীবনের পাঠ উপলব্ধি।	ক) লোভ করা ঠিক নয় খ) মিথ্যা প্রশংসায় কান না দেওয়া
আরাম	ঐক্য, মানসিক শান্তি ও স্বস্থি	ক) প্রকৃতির মধ্যে বিরাজিত ঐক্য ও শান্তি এবং নীরব কাজের ধারা খ) সমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সহাবস্থান ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা গ) পরিবারের মাতা ও পিতার মধ্যে সহজ ও বিশ্বাসপূর্ণ সম্পর্ক এবং শিশুর নিশ্চিত জীবনযাপন	ক) অসাম্প্রদায়িক মনোভাব খ) পারিবারিক শান্তির প্রতি শুভ চেষ্টা।

আমাদের পরিবেশ

পাঠের নাম	মূলভাব	উপভাবমূল	নৈতিক মূল্য বোধ ও নানান সামর্থ্যের বিকাশ
খাদ্য	খাদ্য সম্পর্কিত ধারণা	ক) খাদ্য অখাদ্য ধারণা খ) খাদ্যের ভিন্নতা গ) বিভিন্ন শাকসবজী ঘ) ফলের রকমফের ঙ) প্রানিজ খাবার চ) ভাজা খাবার ছ) রান্নার আগুনঃ অতীত ও বর্তমান জ) থালা-বাসন অতীত ও বর্তমান	ক) খাদ্যের ভিন্নতা নিয়ে যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষমতা খ) শাকসবজীর উপযোগিতা নিয়ে সচেতনতা গ) ঋতুভিত্তিক ফলের ও শরীর রক্ষার সম্পর্কে নিরুপণ ঘ) অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত রান্নর ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতা
সম্পদ	বিভিন্ন ধরনের সম্পদ সম্পর্কে ধারণা	ক) খাদ্য সম্পদ খ) জল সম্পদ গ) অরণ্য সম্পদ ঘ) ঘরোয়া শিল্প	ক) স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রয়োজনিয়তা নিয়ে সচেতনা খ) জল সম্পদের গুরুত্বকে যুক্তিসহকারে বোঝার ক্ষমতা গ) পরিবেশ সচেতনতা ঘ) হস্তশিল্পের প্রতি নান্দনিক বোদ ও শ্রদ্ধাবোধ

নবদিশা

নবদিশার ভাবনা

- গ্রাম বাংলার শিক্ষাঙ্গনে প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি আঞ্চলিক জীবনযাপন-নির্ভর শিক্ষার সংযোজিত প্রচেষ্টা।
- আঞ্চলিক জ্ঞান ও সংস্কৃতিই হবে সংযোজিত শিক্ষার মূল ভিত্তি।
- এর বাস্তব রূপায়ণে সাধারণ মানুষের স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত সরকার একটা উল্লেখযোগ্য অবদানের দিশারী হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ AHEAD Initiatives

৩২/৬, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা- ৭০০ ০৩১, টেলিফোন নং ঃ ০৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯